Year 11 | Issue 19
07 - 13 JUNE 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ১৯
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২৯ জুলক্বাদ ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনের যেখানেই বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

বেনজির-আজিজ দুর্নীতি কাণ্ডে হতবাক দেশবাসী

ঢাকা প্রতিনিধি, ৭ জুন : বিপুল সম্পদের তথ্য প্রকাশ পাওয়ার ঘটনায় আলোচিত সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ ও তার স্ত্রী-সন্তান দুদকের তলবে আপাতত সাড়া দিচ্ছেন না। আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকার পরিকল্পনা করেছেন। এর অংশ হিসাবে ৬ জুন বেনজীর এবং ৯ জুন স্ত্রী-সন্তানরা দুদকে হাজির হচ্ছেন না। নির্ধারিত দিনে তার আইনজীবী দুদকে হাজির হয়ে সময় চাইতে পারেন। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

এদিকে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজি) বেনজীরের সম্পদের হিসাব মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধান দলের সদস্যরা। তিন দফায় প্রায় হাজার কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করার পরও নতুন করে বিভিন্ন জায়গায় সম্পদের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনুসন্ধান টিমের তিন সদস্যের পক্ষে দ্রুত কাজ শেষ করে বেনজীর ও তার পরিবারের সদস্যদের আইনের মুখোমুখি করা সম্ভব নয়। এ কারণে দুদক কর্মকর্তাদের দিয়ে আরও কয়েকটি সাব টিম গঠন করে অনুসন্ধান কাজ এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ঝুলে যেতে পারে।

অন্যদিকে বেনজীরের দেশ ছাড়ার তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর ভুক্তভোগীরা প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। গাজীপুর ও গোপালগঞ্জে জোর করে যাদের জায়গা দখলে নিয়ে রিসোর্ট তৈরি করা হয়েছে, তারা নিজেদের জায়গা ফেরত পেতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় গাজীপুরের ভাওয়াল রিসোর্টের ঘটনায় বেনজীরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়েছে।

২৮ মে অবৈধ সম্পদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বেনজীর আহমেদ ও তার স্ত্রী-সন্তানকে তলব করে নোটিশ পাঠানো হয়। বেনজীর আহমেদকে ৬ জুন এবং স্ত্রী জিসান মির্জা ও মেয়ে ফারহিন রিসতা বিনতে বেনজীরকে ৯ জুন সশরীরে দুদকে হাজির হতে বলা হয়েছে। দুদকের পক্ষ থেকে তলবি নোটিশ তার গুলশানের বাসায় পৌঁছানো হলেও তা এখনো পৌঁছেনি বেনজীর পরিবারের হাতে। নোটিশের কপি এখনো পড়ে আছে বাসার গার্ডরুমে। এ অবস্থায় বেনজীর পরিবারের অতিগোপনে দেশত্যাগ করার তথ্য প্রকাশ্যে আসে। তবে আইনজীবীও বেনজীরের অবস্থানের তথ্য প্রকাশ করছেন না। বেনজীর হাজির হবেন কি না, এ বিষয়েও খোলাসা করে কিছু বলছেন না।

তবে বেনজীরের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, বেনজীর ও তার স্ত্রী-সন্তান দুদকের ধার্য দিনে দুদকে হাজির হচ্ছেন না। তাদের পক্ষে আইনজীবীরা হাজির হয়ে সময় চাইতে পারেন। এক্ষেত্রে দুদকের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে, সে সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে অনুসন্ধান টিম তা কমিশনের কাছে পাঠাবেন। কমিশন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন। এক্ষেত্রে কমিশন সর্বোচ্চ সাতদিন সময় -- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

বেনজীর-আজিজ আওয়ামী লীগের কেউ নন : কাদের

সপ্তম বেঙ্গলী ওয়েডিংফেয়ার ৯ জুন

থাকছে বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত ৫০ ধরনের প্রদর্শনী

দেশ ডেস্ক, ৭ জুন ২০২৪ : ব্রিটেনে শুধু বাঙালী কমিউনিটিতেই প্রতি বছর বিয়ে সংক্রান্ত ব্যয় হয়ে থাকে ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি। পছন্দসই বর-কনের সঙ্গে সুন্দরভাবে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হলে একসঙ্গে অনেকগুলো কাজের সমন্বয়

ঘটাতে হয়। কম সময় এবং কম অর্থ ব্যয় করে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হিমশিম খেতে হয় একেকটি পরিবারকে। বিয়ের কেনা-কাটা করার ক্ষেত্রে লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে ব্রিটেনের বাঙালী কমিউনিটির জন্যে।

এবার সপ্তমবারের মতো লন্ডনে বসবে পার্ল এ্যাডভার্টাইজিংয়ের লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার। লাক্স ফার্নিশিংয়ের সৌজন্যে আগামী ৯ জুন রোববার দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত রয়েল রিজেন্সিতে অনুষ্ঠিত হবে এবারের লণ্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার।

এ উপলক্ষে ৩ জুন, সোমবার রয়েল রিজেন্সিতে প্রেস লঞ্চিং হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন লণ্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারের পরিচালক আহাদ আহমেদ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে ইংরেজি এবং বাংলা লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিবিসির প্রেজেন্টার ব্যারিষ্টার নাদিয়া আলী এবং লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ।

সংবাদ সম্মেলনে লন্ডন বাংলা প্রস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের, চ্যানেল এসের হেড অব নিউজ কামাল মেহেদী, বাংলা মিরর সম্পাদক আব্দুল করিম গনি, রয়েল রিজেন্সির পরিচালক আব্দুল বারী, লাক্স ফার্নিশিংয়ের পরিচালক আরমান রহমান,সহযোগী স্পন্সরশিপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং খ্যাতনামা আর্টিস্ট ও ব্লগাররা উপস্থিত ছিলেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবারের লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারে লোকাল ওয়েডিং সার্ভিস, ওয়েডিং প্লানার্স, ক্যাটারার্স, ম্যাকআপ আর্টিস্টি, ফ্লোরিস্টস, ফটোগ্রাফার্স, কারস, বিয়ের পোশাক, জুয়েলার্স, ডায়মন্ড জুয়েলস, ডিজাইনার্স কোম্পানি, পালকি, রিক্সা, হেনা আর্টিস্টসহ বিয়ে শাদী সংক্রান্ত ৫০ ধরনের প্রদর্শনী থাকবে। থাকছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী এবং ওয়েডিং ম্যারেজ সার্ভিসও। বিবিসির জনপ্রিয় প্রেজেন্টার নাদিয়া আলী এবং স্মেস বেঙ্গলীর উপস্থাপনায় দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৭টা পর্যন্ত চলবে বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার। ঐদিন দুপুর ৩টা থেকে শুরু হবে ফ্যাশন শো। ফ্যাশন শোতে বিয়ের পোশাকসহ সর্বশেষ ডিজাইনের পোষাকগুলোর প্রদর্শন করবেন ইউকের খ্যাত নামা মডেলরা। এছাড়া ভেন্যু, ক্যাটারিং, ফার্নিচার, লাক্সারী কারস, মালাবা গোলড এন্ড ডায়মন্ড, আউটফিটস, স্টেইজ ডেকোরেশন, ম্যাকআপ আর্টিস্টি, হেনা আর্টিস্টি, ফটোগ্রাফি, থিমস এবং স্টাইল, বিয়ের পছন্দনীয় পোশাক অর্ডার এবং ডেলিভারি দেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্যে ওয়েডিং ফেয়ারে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীসহ অন্যান্য পেশাদাররা উপস্থিত থাকবেন।

লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারের আয়োজক পার্লএ্যাডভার্টাইজিংয়ের পরিচালক সুহানা আহমেদ জানিয়েছেন, পরিবারের যে কারো বিয়ের অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় সহযোগিতা করতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার বিশেষভাবে ভুমিকা রাখবে। ৭তম বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারে এবারে বিশেষ আকর্ষণ, ব্রিটিশ বাংলাদেশী মডেলদের পারফরম্যান্স। এতে থাকছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশী জনপ্রিয় ব্লগার রুমিনা ওয়ান ও ওয়ান। মূলধারার জনপ্রিয় বাঙালি মডেল সাদিয়া হোসাইন, আইরিন, এ্যমিলীয়া, ফারহানা, জেসমিন, সৃষ্টি রায় ও জনপ্রিয় ব্রিটিশ বাংলাদেশী টিকটকার সায়েমা। পার্ফমেন্স করবেন ব্রিটিশ বাঙালি সংগীত শিল্পী ইউটিউবার রেডজ, অ্যাশ বয় এবং নিশ। এবারের ওয়েডিং ফেয়ারে কোরিও গ্রাফার হিসেবে কাজ করবেন চায়না চৌধুরী। আর ডিজাইনার হিসেবে থাকছে এক্সক্লুসিভ ব্রাইডাল এন্ড আউটফিটস, আয়নাঘর, হ্যারিটেজ বাংলা, কালিজি লন্ডন, ফ্যান্টি ফ্যাশন। এছাড়াও থাকবে, হিজাব, দেশী ওয়েডিংসহ আরো অনেক আয়োজন।

এবারের বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারে স্পন্সর করার জন্যে আয়োজকদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে লাক্স ফার্নিশিং, দ্যা রয়েল রিজেন্সি, মালাবার গোলডেন ডায়মন্ড, অল সিজন ফুড, এ্যরিয়াল আর্ক, ইউকে রয়েল ক্যারেজেস, সুন্না মাস্ক, এশিয়ান বডি কোচ, পার্পল আই, স্যারানিটি ডেকো, ফিস্ট এন্ড মিস্টি, কেসি সলিসিটরস্, প্রাইম স্টেট এজেন্ট, এপিজি, বিবিসিএ, ইমরান ট্রাভেলস, ডাব্লিও পিসি, কালিজি লন্ডন, ট্রি হাউজ ফোর্টিন, ণীলি আর্টিস্টি, প্রিন্ট আর্ট ফর ইউ, এস ই সি ট্রাস্ক, চ্যানেল এস টেলিভিশন এবং চ্যরেটি পার্টনার ইকরা ইন্টারন্যাশনাল। এবারের লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারের সহযোগিতায় থাকছে জেনারেল আটো, কিংডম সিলিসিটর, কিংডম সলিসিটর, ভিনটেজ, লন্ডন টাইগার্স, রাধুনী, ব্লুস্টোন গ্রুপ, তাজ এ্যাকাউন্টেন্ড এবং বৃটিশ বাংলাদেশী হুজ'হু। এছাড়াও সহযোগী মিডিয়া হিসেবে থাকছে এটিএন বাংলা, টিভিওয়ান, আই অন টিভি, এলবি ২৪, জনমত, বাংলা পোস্ট, সাপ্তাহিক দেশ, শুরমা, পত্রিকা বাংলা মিরর, রানার মিডিয়া, জিবি নিউজ, লন্ডন বাংলা ভয়েস, টুএ নিউজ, কিউ নিউজ, বিঅন টিভি, ৫২ বাংলা, এফএম নিউজ, আইকে নিউজ, হাওয়া টিভি, টপ নিউজ, এন এল ২৪ এবং এডিটর ২৪। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, পার্লএ্যাডভার্টাইজিং ২০১৬ সালে লন্ডনে বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারের সুচনা করে।

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন নাইজেল ফারাজ

রিশি সুনাকের জন্য ধাক্কা

দেশ ডেস্ক,৭ জুন ২০২৪: নাইজেল ফারাজ-যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে বেশ পরিচিত এক নাম। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ব্রেক্সিটের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহায়তার কারণে তিনি বেশ আলোচিত। এখন টিভি শো উপস্থাপনা করছেন ফারাজ।

নতুন করে আলোচনায় এসেছেন ৬০ বছর বয়সী ফারাজ। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার জানিয়েছেন, আগামী মাসের সাধারণ নির্বাচনে লড়বেন তিনি। নেতৃত্ব দেবেন ডানপন্থী রিফর্ম পার্টির। দলটি রিফর্ম ইউকে নামেও পরিচিত।

বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, ফারাজের ভোটে দাঁড়ানোর ঘোষণা চাপে ফেলতে পারে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককে। কেননা, নিজেদের প্রভাবশালী প্রার্থী না থাকলে সচরাচর ডানপন্থী ভোটারদের ভোট কনজারভেটিভ পার্টির পক্ষে যায়। ডানপন্থী ভোটাররা লেবার পার্টিকে খুব

একটা ভোট দিতে চান না। এ পরিস্থিতিতে ফারাজ নির্বাচনে দাঁড়ালে কনজারভেটিভদের ভোট ভাগ হয়ে যেতে পারে। এর আগে ফারাজ বলেছিলেন, যুক্তরাজ্যে আগামী জুলাইয়ের নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না; বরং আগামী নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনালড ট্রাম্পকে জয়ী হতে ভূমিকা রাখতে চান তিনি। এখন ইউটার্ন নিয়েছেন তিনি। বলেছেন, মত বদলে ফেলেছেন। কেননা, রাজনীতির মাঠে যেসব মানুষ দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে সমর্থন করছিলেন, তাঁদের জন্য ভোটের লড়াইয়ে না নেমে মনঃপীড়ায় ভুগেছেন তিনি।

এক সংবাদ সম্মেলনে ফারাজ বলেন, 'আমরা বিরোধী কণ্ঠস্বর হতে চলেছি। আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি এবং সব সময় বলে যাব, আমি সবাইকে চমকে দেব।'

সংবাদ সম্মেলনে ফারাজ বলেন, আগামী জুলাইয়ের নির্বাচনে খুব সম্ভবত লেবার পার্টি জিততে চলেছে। কিন্তু তিনি ডানপন্থী রিফর্ম পার্টিকে প্রধান বিরোধী দল করতে লড়ে যাবেন।

ALAM PROPERTY
MAINTENANCE LTD

- Plumbing, Heating & Gas Services
- Boiler Repair & Servicing
- Power Flushing
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing, Gutter Repair & Cleaning
- Garden Paving, Fencing & Flooring
- Architectural Design & Planning
- Electrical & Lighting Solutions
- Loft, Extension & Carpentry
- Painting, Decorating
- Floor/Wall Tilling
- Lock Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Leak & Blockage Repairs
- Gas & Electric Certificates

Your 24/7 Home Solution

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

07957148101

Elevate your home today!

Email: alampropertymaintenance@gmail.com

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

রেস্টুরেন্টে বিল না দিয়ে পলায়ন দম্পতিকে জেলসহ অর্থদন্ড

দেশ ডেস্ক, ৭ জুন ২০২৪: যুক্তরাজ্যের এক দম্পতি রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবার খাওয়ার পর তার বিল পরিশোধ না করায় আদালত তাদের জরিমানাসহ জেল

দিয়েছে। সোয়ানসি ক্রাউট আদালত তাদের ২ হাজার ১৮৫ ইউরো জরিমানা করেছে (যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩ লাখ ২৭ হাজার টাকা)। এর মধ্যে ১ হাজার ১৬৮ ইউরো জরিমানা করা হয়েছে রেস্টুরেন্টের বিল পরিশোধ না করায় এবং ১ হাজার ১৭ ইউরো জরিমানা করা হয়েছে দোকান থেকে চুরি করার অপরাধে। খবর বিবিসি। আদালত তাদের বিরুদ্ধে ৪০টি প্রতারণার অভিযোগ পেয়েছে। এছাড়া তারা তাদের জন্ম তারিখ নিয়েও ১৮টি মিথ্যা তথ্য দিয়েছে।

বিচারক পল থমাস কেসি বলেন, ডাইন এবং ড্যাশ নামের ওই দম্পতি পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের অপরাধ করেছে। এমনকি এ কাজে তারা তাদের বাচ্চাদেরও ব্যবহার করেছে। যা অত্যন্ত জঘন্য।

এই দম্পতি যেসব রেস্টুরেন্টে গিয়ে প্রতারণা করে তার মধ্যে একটি হলো সোয়ানসিতে অবস্থিত বেলা সিয়াও রেস্টুরেন্ট। গত মাসে এখানে গিয়ে তারা প্রতারণা করে। রেস্টুরেন্টের মালিক বলেন, তারা টি-বোন স্টেক এবং ডাবল পুডিং অর্ডার করেছিলেন। যার জন্য তাদের বিল হয়েছে ৩২৯ ইউরো। কিন্তু তারা বিল পরিশোধ না করেই পালিয়ে যায়। এছাড়া এই দম্পতি আন ম্যাকডোনাহ থেকে শতাধিক পাউন্ট মূল্যের জাপাকাপড় চুরি করে। সূত্র : বিবিসি

ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি ডিগ্রি ফেরত দিলেন শহিদুল আলম

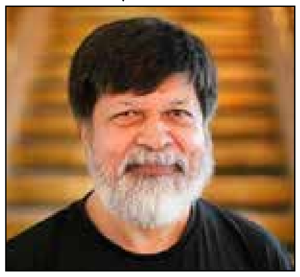

দেশ ডেস্ক, ৭ জুন ২০২৪ : বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব দ্য আর্টস অব লন্ডনের (ইউএএল) কাছ থেকে পাওয়া সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি ফেরত দিয়েছেন। গাজায় চলমান গণহত্যার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অবজ্ঞার কারণে তিনি এই ডিগ্রি ফেরত দিয়েছেন বলে এক বিবৃতিতে

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

জাতীয় নির্বাচন : বেথনাল গ্রীন এন্ড স্টেপনি

একই ছাতার নিচে আজমাল-আকুঞ্জি

দেশ ডেস্ক, ৭ জুন ২০২৪: ব্রিটেনের আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনে বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হেমলেটসের বেথনালগ্রীণ এন্ড স্টেপনি আসনে টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি লন্ডনের মাদানী গার্লস স্কুলে নিজেদের সমর্থক, শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে আকুঞ্জী এ সমর্থন ঘোষণা করেন।

কোয়ালিশনের প্রার্থী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ব্রডকাস্টার ও ইমাম আজমল মাসরুরকে সমর্থন জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম আকুঞ্জী। গত ২ জুন রোববার বিকেলে পূর্ব টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন-এর আহবায়ক আব্দুস শুকুর খালিসদার এর পরিচালনায় এ সময় বক্তব্য রাখেন এমপি প্রার্থী আজমল

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

TOWER HAMLETS

Covid-19 is still circulating . . .

আপনার পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন

কোভিড-১৯ এখনও ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি অবিরাম হুমকি হয়ে আছে।

আপনি বা পরিবারের কোন সদস্য কি ৭৫ বছর বা তার বেশি বয়সী, নাকি দুর্বল ইমিউন সিস্টেমের সাথে বসবাস করছেন? যদি তাই হয়, আপনি এখনই আপনার সুরক্ষা টপ-আপ করতে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ স্প্রিং বুস্টার ভ্যাকসিন পেতে পারেন। NHS এর ওয়েবসাইটে গিয়ে অথবা ১১৯ নম্বরে কল করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন।

আপনি পাশে উল্লেখিত স্থানীয় ফার্মেসিগুলির কোন একটিতেও যেতে পারেনঃ

Book here

North East
Kamsons, E3 3EQ
Green Light, E3 3FF
Lincoln, E3 4QA
Bell Pharmacy Bow, E3 5ES

North West
Britannia, E2 0PG
Florida, E2 6AH
Columbia, E2 7QB

South East
Britannia, E14 0BE
Britannia, E14 0NU
Britannia, E14 3BT
Boots, E14 5NY
Lansbury, E14 6GG
Nash Chemist, E14 7HG
Barkantine, E14 8JH

South West
Shantys, E1 1DB
Chapel, E1 2LX
DMB Chemist, E1 2PR
Jaypharm Chemist, E1 2PS
Green Light, E1 4FG
Medichem, E1 4LR
Sai Chemist, E1 8EJ
Tower, E1W 2RL

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য ও ড. ইউনূস প্রসঙ্গে যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা, ৫ জুন : ৪ জুন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে উঠে আসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক মন্তব্যের জবাব এবং নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে সরকারের মামলার প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন

ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।

মিলারের কাছে বাংলাদেশের সাংবাদিকের প্রথম প্রশ্নটি ছিল, বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি দাবি করেছেন যে একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি কোনো চাপ ছাড়াই ক্ষমতায় থাকতে পারবেন যদি তিনি একটি বিদেশী দেশকে এখানে বিমানঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশকে আরেকটি পূর্ব তিমুরে পরিণত করার এবং বঙ্গোপসাগরে ঘাঁটি তৈরি করে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের অংশ নিয়ে একটি খ্রিষ্টান দেশ বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে। শেখ হাসিনা কী এসব অভিযোগের তীর যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই ছুঁড়েছেন? কেননা যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন, আইনের শাসন এবং দুর্নীতি দমন নিয়ে অব্যাহতভাবে আহ্বান জানিয়ে আসছে?

প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন, আমি ঠিক নিশ্চিত নই যে এই মন্তব্যগুলি কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু যদি এসব প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে হয়, তাহলে আমি বলব যে সেই মন্তব্য সঠিক নয়।

এর আগে গত ২৩ মে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে ১৪ দলীয় জোটের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমার ক্ষমতায় আসতেও অসুবিধা হবে না, যদি আমি বাংলাদেশে কারও এয়ার বেজ করতে দিই, ঘাঁটি করতে দিই- তাহলে আমার কোনো অসুবিধা নাই। কোনো এক শ্বেতাঙ্গরই প্রস্তাব। শেখ হাসিনা আরো বলেন, পূর্ব তিমুরের মত বাংলাদেশের একটি অংশ নিয়ে চট্টগ্রাম, মিয়ানমার এখানে একটা খ্রিষ্টান দেশ বানাবে, বঙ্গোপসাগরে একটা ঘাঁটি করবে।

শেখ হাসিনার এসব মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ওই সাংবাদিক মিলারের কাছে প্রশ্ন করলে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র জবাবে ওই কথা বলেন।

এরপর মিলারের কাছে সাংবাদিকের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান মামলার প্রসঙ্গে।

মিলারের কাছে ওই সাংবাদিক জানতে চান- নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস রোববার আদালত কক্ষের ভিতরে আসামিদের অন্ধকার ও লোহার খাঁচার মতো ঘরে প্রবেশ করে বলেছিলেন যে তিনি তার অভিশপ্ত জীবনের সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ে রয়েছেন। একইভাবে, লাখ লাখ বাংলাদেশি গণতন্ত্র, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি এবং ব্যাপক দুর্নীতির কারণে তাদের অভিশপ্ত জীবনের সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ে রয়েছে। আমরা দেখেছি আপনি তৎক্ষণাৎ অতীতের সেনাপ্রধান ও পুলিশ প্রধানের ওপর কিছু অনুমোদন ও ভিসা সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছেন। আপনি কি মনে করেন গত বছরের ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য এটি যথেষ্ট, নাকি আপনি আগে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রপ্রেমী জনগণের সাথে সংহতি প্রদর্শনের জন্য আরও পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করবেন?

জবাবে মিলার বলেন, আমরা ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলার অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।

আমরা আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি যে এই মামলাগুলি ডক্টর ইউনূসকে হয়রানি ও ভয় দেখানোর জন্য বাংলাদেশের শ্রম আইনের অপব্যবহারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। আমরা আরও উদ্বিগ্ন যে শ্রম এবং দুর্নীতিবিরোধী আইনের অনুভূত অপব্যবহার আইনের শাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে এবং সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। আপিল প্রক্রিয়া চলতে থাকায় আমরা বাংলাদেশ সরকারকে ড. ইউনূসের জন্য একটি ন্যায্য ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করতে থাকব, কিন্তু পূর্বরূপ দেখার জন্য আমার কোনো পদক্ষেপ নেই।

নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ প্রসঙ্গে মিলার আগাম মন্তব্য করতে রাজি হননি।

আজিজ-বেনজীর ইস্যু

দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাঠে নামছে বিএনপি

ঢাকা, ৫ জুন : সাবেক সেনা ও পুলিশপ্রধানের বিরুদ্ধে প্রকাশিত দুর্নীতির বিষয় সামনে রেখে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সোচ্চার হওয়ার চিন্তা করছে বিএনপি। এ বিষয়ে শিগগিরই কর্মসূচিও আসতে পারে। তবে এর আগে মোটাদাগে সরকারের বড় দুর্নীতির ঘটনাগুলোকে এক জায়গায় এনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হতে পারে।

গত সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় এসব বিষয়ে আলোচনা হয় বলে দলটির দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে। তবে সভায় কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সভায় সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান আজিজ আহমেদ ও পুলিশ বাহিনীর সাবেক প্রধান বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতির খবর, সরকারদলীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীমকে ভারতে হত্যার ঘটনা, দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট, ওয়াসার পানির মূল্যবৃদ্ধি, নিত্যপণ্যের

অস্বাভাবিক দাম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়।

কথা বলে জানা গেছে, সভায় স্থায়ী কমিটির একাধিক সদস্য আজিজ আহমেদ ও বেনজীর আহমেদের দুর্নীতির বিষয়ে সরকারের অবস্থানকে সন্দেহজনক বলে অভিমত জানান। একদিকে সরকার এই দুজনের দুর্নীতির ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াহীন। সরকার নিজে থেকে কোনো আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অন্যদিকে একজনকে দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এটা সরকারের অভ্যন্তরীণ কোনো সংকটকে চাপা দেওয়ার একটা কৌশল কি না, সেদিকে দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দেন স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য।

ওই সূত্র জানিয়েছে, সভায় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমেদ নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করতে বিএনপির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা তোলেন। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। জানা গেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সম্মেলনের ব্যাপারে ভিন্নমত জানাননি। তবে এ বিষয়ে আর আলোচনা হয়নি।

তারেক রহমানের সভাপতিত্বে স্থায়ী কমিটির ভার্চ্যুয়াল সভায় মহাসচিব

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে তিন মাসে খেলাপি ঋণ বাড়ল ২০ হাজার কোটি টাকা

ঢাকা, ৫ জুন : রাষ্ট্রীয় মালিকানার ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আরও বাড়ল। প্রথম তিন মাসে এসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ২০ হাজার ৮৯ কোটি টাকা বেড়ে গত মার্চ শেষে ৮৫ হাজার ৮৭০ কোটি টাকায় ঠেকেছে। যা ওই সময় পর্যন্ত বিতরণ করা ঋণের ২৪ দশমিক ৬০ শতাংশ। গত ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকগুলোর ৬৫ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা বা ২০ দশমিক ৯৯ শতাংশ ছিল খেলাপি।

খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির এ খবর এমন এক সময়ে এলো যখন আইএমএফের শর্ত মেনে তা কমানোর কথা বলেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ২০২৬ সালের মধ্যে এসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ১০ শতাংশের নিচে নামানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে কমা তো দূরে থাক, উলটো আরও বেড়েছে। পুরো ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের তথ্য পাওয়া যায়নি। আজ বাজেট প্রকাশের দিন বাংলাদেশ ব্যাংক এই তথ্য প্রকাশ করবে বলে জানানো হয়েছে। তবে বেশির ভাগ ব্যাংকের খেলাপি বেড়েছে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় মালিকানার ৬ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে খেলাপি ঋণ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে বিভিন্ন ঋণ জালিয়াতির কারণে আলোচিত জনতা ব্যাংকে। মার্চ শেষে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ বেড়ে ৩০ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা হয়েছে যা ব্যাংকটির মোট ঋণের ৩১ শতাংশ। গত ডিসেম্বরেও এটা ছিল ১৭ হাজার ৫০১ কোটি টাকা বা মোট ঋণের ১৯ দশমিক ২০ শতাংশ।

অগ্রণী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ১৮ হাজার ৯৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০ হাজার ৮৬৪ কোটি টাকা হয়েছে

যা মোট ঋণের ২৮ শতাংশ। সোনালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ১৪ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকা যা মোট ঋণের ১৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ। গত ডিসেম্বর শেষে ছিল ১৩ হাজার ১৫০ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রীয় মালিকানার রূপালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৩৫৭ কোটি টাকায় যা মোট ঋণের ২১ শতাংশ। গত ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ছিল ৭ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা বা ১৭ দশমিক ৮১ শতাংশ। একীভূতকরণের উদ্যোগ নিয়ে পিছিয়ে আসা বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণ গত ডিসেম্বরের মতোই ৮ হাজার ২৯২ কোটি টাকা বা ৬৩ শতাংশ রয়েছে। আর বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৮৭৪ কোটি টাকা বা ৩৪ শতাংশ। গত ডিসেম্বরে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ছিল ৯৮২ কোটি টাকা যা মোট ঋণের ৪২ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ব্যাংক খাতে সুশাসনের ঘাটতি নিয়ে বেশ আগে থেকে আলোচনা হলেও এতদিন তাতে পাত্তা দেয়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আস্থাহীনতাসহ বিভিন্ন কারণে কয়েকটি ব্যাংকের চরম সংকটের বিষয়টি সামনে এসেছে। ডলার সংকটের মধ্যে টাকার সংকটের ফলে অনেকটা বাধ্য হয়ে ব্যাংক খাত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি

সংসদ সদস্য আনোয়ারুলকে বালিশ চাপা দেন তানভীর

ঢাকা, ৫ জুন : কলকাতায় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীমকে খুনের ঘটনায় আরও এক আসামি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি হলেন খুলনা অঞ্চলের একসময়কার দুর্ধর্ষ চরমপন্থী সন্ত্রাসী শিমুল ভূঁইয়ার ভাতিজা তানভীর ভূঁইয়া। তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, পেশাদার অপরাধী শিমুলের সঙ্গে তানভীরও এই খুনে সরাসরি জড়িত বলে স্বীকার করেছেন। তিনি আনোয়ারুলকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যায় অংশ নেন।

তানভীর ভূঁইয়া গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে জবানবন্দি দেন। এর আগের দিন সোমবার আদালতে জবানবন্দী দেন আরেক আসামি শিলাস্তি রহমান।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি থেকে উঠে এসেছে যে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তানভীর গত ৬ মে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে কলকাতায় যান। সেখানে সলটলেক ও নিউ টাউনের মাঝামাঝি এলাকায় ত্রিশিব হোটেলে ওঠেন। তাঁরা পরিকল্পনা অনুযায়ী সংসদ সদস্য আনোয়ারুলকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে কলকাতায় নিয়ে যান।

এর আগে ৩০ এপ্রিল কলকাতায় পৌঁছান ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চি□ত আক্তারুজ্জামান ওরফে শাহীন। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় যান বান্ধবী শিলাস্তি রহমান এবং ভাড়াটে খুনি শিমুল ভূঁইয়া। তাঁরা গিয়ে আক্তারুজ্জামানের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে ওঠেন। শিলাস্তি নিজে খুনে জড়িত থাকার কথা স্বীকার না করলেও ঘটনার দিন তিনি ওই ফ্ল্যাটেই ছিলেন বলে জবানবন্দিতে বলেন। খুনের আগে কলকাতায় নিউমার্কেট থেকে পলিথিনসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম কেনা হয়। শিলাস্তির দাবি, তিনি এসব কেনার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছিল, এসব সামগ্রীর মান বাংলাদেশের চেয়ে ভালো, তাই কেনা হচ্ছে।

পুলিশ বলছে, আনোয়ারুল আজীম কলকাতায় যান ১২ মে। সেখানে বন্ধু গোপাল বিশ্বাসের বাসায় ওঠেন। পরদিন তাঁকে প্রলুব্ধ করে

নিউ টাউনের ওই ফ্ল্যাটে নেওয়া হয়। তখন ওই ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিলেন শিলাস্তি, শিমুল, তানভীর, তাঁদের সহযোগী জিহাদ হাওলাদার, সিয়াম হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, ফয়সাল আলী প্রমুখ। খুনের আগেই আক্তারুজ্জামান ঢাকায় চলে আসেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ওই ফ্ল্যাটেই সংসদ সদস্যকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে পরে লাশ টুকরা টুকরা করে গুম করা হয়। তানভীর নিজে বালিশ চাপা দেন বলে জবানবন্দিতে বলেন।

এ ঘটনায় বাংলাদেশে গ্রেপ্তার তিনজনের মধ্যে তানভীর ও শিলাস্তিকে জবানবন্দি দেওয়ার পর কারাগারে পাঠানো হয়েছে। শিমুল ভূঁইয়া রিমান্ডে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে আছেন। জিহাদ নামের আরেক আসামি কলকাতায় গ্রেপ্তার আছেন। সিয়াম নামের আরেক আসামি নেপালে আটক আছেন।

সিয়ামকে ফিরিয়ে আনতে গত শনিবার ঢাকা থেকে পুলিশের একটি তদন্ত দল নেপালে যায়। গতকাল তারা দেশে ফিরলেও সিয়ামকে ফেরানোর বিষয়ে কোনো অগ্রগতির কথা জানাতে পারেনি।

এদিকে এই খুনের ঘটনায় যে ১০ জনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য দিতে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। তাঁদের মধ্যে তাজ মোহাম্মদ খান ও মো. জামাল হোসেনের বাড়ি ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে। তাজ মোহাম্মদ এলাকায় কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র শহীদুজ্জামানের বন্ধু হিসেবে পরিচিত। শহীদুজ্জামান সংসদ সদস্য খুনের পরিকল্পনাকারী আক্তারুজ্জামানের বড় ভাই। জামাল হোসেন হলেন আক্তারুজ্জামানের বন্ধু।

এ খুনের ঘটনায় খুলনার ফুলতলার আরও দুজনের নাম এসেছে। তাঁদের মধ্যে ফয়সাল আলী একসময় ট্রাকচালক ছিলেন। তিনি শিমুল ভূঁইয়ার সহযোগিতায় ২০২১ সালে ফুলতলা উপজেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হন বলে স্থানীয় সূত্র জানায়। আর মোস্তাফিজুর ছিলেন ইজিবাইকচালক। এই দুজনের অবস্থান সম্পর্কে পরিবারের সদস্যরা কিছু জানেন না বলে দাবি করছেন।

পিটার হাস পেশা বদল করতে চলেছেন

ঢাকা, ৫ জুন : ঢাকায় দায়িত্বরত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস পেশা বদল করতে চলেছেন। ঢাকায় থাকা অবস্থাতেই সম্ভবত তিনি তার পেশা বদলের কথা ঘোষণা করবেন। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, পিটার ডি হাস ফরেন সার্ভিস থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আগামী দুই মাসের মধ্যেই তার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। পেশাদার এই কূটনীতিক ভিন্ন পেশা অর্থাৎ প্রাইভেট সার্ভিসের কোনো একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে যোগ দিচ্ছেন। পিটার ডি হাসের এ বছরের শেষে ঢাকা ত্যাগের কথা ছিল। ইতিমধ্যে তার স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন ডেভিড ্টেন মিল। তিনি বর্তমানে চীনে রয়েছেন। অত্যন্ত মেধাবী কূটনীতিক পিটার ডি হাস ২০২২ সনের ১৫ই মার্চ ঢাকায় আসেন। গণতন্ত্র মানবাধিকার ও নির্বাচন প্রসঙ্গ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের খোলামেলা অবস্থান তুলে ধরেন। এতে করে সরকারি মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়।

এক পর্যায়ে সরকারের তরফে তার নিরাপত্তা স্কোয়াড থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করা হয়। তার প্রাণনাশের হুমকিও আসে। ঢাকায় আসার আগে পিটার হাস ভারপ্রাপ্ত সহকারী সচিব এবং একইসঙ্গে অর্থনৈতিক ও ব্যবসাবিষয়ক ব্যুরোতে প্রধান উপ-সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের তুখোড় এই ছাত্র পিটার ডি হাস বিশ্ব অর্থনীতি, রাজনীতি ও তুলনামূলক সরকার উভয় বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি নেন। মার্শাল স্কলার হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল। কূটনৈতিক পেশায়ও তিনি দক্ষতার পরিচয় রাখেন। লাভ করেন একাধিক পুরস্কার। দায়িত্ব পালন করেছেন লন্ডন, ইন্দোনেশিয়া, রাবাত, বার্লিন, মুম্বাইসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। পিটার ডি হাসই শুধু নন, ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের বেশিরভাগ কূটনীতিক দেশে ফিরে যাচ্ছেন। আগামী বছরের শুরুতে একঝাঁক নতুন এবং অভিজ্ঞ কূটনীতিক ঢাকায় যোগ দেবেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সনের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

বেনজীর-আজিজ আওয়ামী লীগের কেউ নন : কাদের

ঢাকা, ৫ জুন : সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ ও সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ আওয়ামী লীগের কেউ নন বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'বেনজীর ও আজিজ আওয়ামী লীগের কেউ নন। তাঁদের দুর্নীতির বিচার করার সৎ সাহস শেখ হাসিনার সরকারের আছে।'

গত মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক প্রতিনিধিসভায় ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।

ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এই সভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বেনজীর আহমেদ আমাদের দলের লোক নয়। সিনিয়রিটি নিয়ে সে আইজিপি (ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ) হয়েছে। আজিজ আহমেদও আমাদের দলের লোক নয়।

সেনাপ্রধান হয়েছে নিজ যোগ্যতায় সিনিয়রিটি নিয়ে। আমরা তাকে বানাইনি। যখন কোনো অপরাধ করে সরকারের কাছে খবর আসে তার বিচার করার সৎ সাহস শেখ হাসিনার সরকারের আছে।'

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আওয়ামী লীগ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কাউকে পুলিশ, সেনা, র‌্যাব বা প্রশাসনের বড় পদে বসায়নি।

আটজনকে পাশ কাটিয়ে ৯ নম্বর ব্যক্তি মঈন উদ্দিনকে কে সেনাপ্রধান বানিয়েছেন? বেগম খালেদা জিয়া। সাবেক আইজিপি শামসুল হুদা, এসপি কহিনুর কার সৃষ্টি? মির্জা ফখরুল ভুলে গেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত প্রধান

অস্ত্র মামলায় ১০ বছর, অর্থপাচারে আজকে পলাতক আসামি।

তিনি বলেন, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে-বিদেশে একজন সৎ রাজনৈতিক হিসেবে পরিচিত। তাঁর সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। বিএনপির প্রধান খালেদা জিয়া দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদারতায় সাজা স্থগিত করে বাসায় বসে চিকিৎসা নিতে পারছেন। আজকে সেই বিএনপি দুর্নীতি ও অর্থপাচারের বিরুদ্ধে কথা বলে।'

সরকারের এই মন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি হচ্ছে দুর্বৃত্তের জন্মদাতা। আমাদের দলের নেতৃত্বে কোনো দুর্নীতি থাকলে তথ্য-প্রমাণ নিয়ে আসেন। আজকে বিএনপি তাদের দুর্নীতিবাজ পলাতক আসামি তারেক রহমানকে ভালো লোক সাজানোর চেষ্টা করছে।'

তিনি বলেন, টিআইবি আর সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক), ফখরুল-গয়েশ্বর যে সুরে কথা বলেন তারাও সেই সুরে কথা বলে। টিআইবি আর সুজন কি বিএনপির বি টিম? একই সুরে কথা বলে। কোনো পার্থক্য নেই।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিন-রাত কাজ করছেন। ১৫ বছর আগের বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশে আমূল পরিবর্তন। শেখ হাসিনা যেটা করেছেন, সেটা হলো উন্নয়ন। যার কোনো তুলনা নেই। পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল–বাংলাদেশের যেদিকে তাকাই শুধু উন্নয়ন।'

সভায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দলীয় নেতাকর্মীদের শৃঙ্খলা মেনে চলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 'কষ্টে থাকলে জানাবেন, অপকর্ম করবেন না। আমাদের নিজের দুর্বলতার খবর শত্রু জানলে নিজেদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে।'

এ সময় দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় শিক্ষিত জনগণকে আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশে আওয়ামী লীগই একমাত্র দল, যারা জন্মলগ্ন থেকেই দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা করে। নিজেদের ভুলত্রুটি সংশোধন করার সৎ সাহস রাখে।

ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কচির সঞ্চালনায় প্রতিনিধিসভায় মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের নেতারা বক্তব্য দেন।

আকতারুজ্জামানসহ ১০ জনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য দেয়ার নির্দেশ

ঢাকা, ৪ জুন : ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার

হত্যা মামলার প্রধান আসামি মো. আকতারুজ্জামান শাহীনসহ ১০ জনের ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের তথ্য সরবরাহ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল ঢাকার মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন এই আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) তাপস কুমার পাল বলেন, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার হত্যা মামলায় জড়িত ১০ জনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য সরবরাহ করার আদেশ চেয়ে আদালতে আবেদন করে পুলিশ। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এর ফলে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এসব ব্যাংক হিসাবে লেনদেনের তথ্য মামলার তদন্তকারী সংস্থা গোয়েন্দা পুলিশকে সরবরাহ করবে।

তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির সহকারী পুলিশ কমিশনার মাহফুজুর রহমান আদালতে আবেদনে বলেন, মামলার মূল রহস্য উদঘাটন ও সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে গ্রেপ্তার তিন আসামি ও তদন্তে পাওয়া সন্দেহভাজন সাত আসামির এনআইডি ও পাসপোর্ট নম্বরের বিপরীতে কোন ব্যাংকে কয়টি অ্যাকাউন্ট আছে তার তথ্য সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের হেড অব বাংলাদেশ এফআইইউয়ের কাছে আদেশ পাঠানো প্রয়োজন। পরে আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice
TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE
Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk
FreeAgent ClearBooks
Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services
1st time buyer Mortgage
বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।
প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App
হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487
TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

LONDON BENGALI WEDDING FAIR
2024
LUXE FURNISHING
PRESENTS
IN PARTNERSHIP WITH
THE ROYAL REGENCY LONDON
Sunday 9th June 2024
from 12pm - 6pm
Catwalk 3pm
at The Royal Regency
FREE ENTRY
Follow us on
In Association with
MALABAR GOLD & DIAMONDS
LONDON & LEICESTER, UK
All Season Foods
CHANNEL S
AERIAL ARK
URC
SUNNAMUSK LONDON
ASIAN BODY COACH
PURPLE technologies
feast & Mishti
KC Solicitors
Committed to the Community
PRIME ESTATE AGENTS
Brick Lane, London
APG
British Bangladeshi Caterers Association
Imran Travels
WPC
KL
TREEHOUSE 14
NIL Artistry
PRINT ART for U
AccTax
iqra
Supported by
General Auto Services
KS Kingdom Solicitors
VANTAGE
LONDON TIGERS
Radhuni
BLUESTONE GROUP
TAJ ACCOUNTANTS
WHO'S WHO
Supported by
Media
ATN BANGLA
TV ONE
B24
বাংলা পোস্ট
জনমত
সুরমা
Surma News Group
দেশ
পত্রিকা
RUNNER
LBV
2A news
GB
IK
BEONTVUK
FM NEWS LONDON
Q
Hawa tv
TOP NEWS
Editor24

এমপি আনার হত্যা

শাহীনকে না পেলে মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা, সেলেস্তির পর তানভীরের জবানবন্দি

ঢাকা, ৫ জুন : ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) আনোয়ারুল আজিম আনার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অধরাই থাকতে পারে মাস্টারমাইন্ড আক্তারুজ্জামান শাহীন। তাকে আইনের আওতায় আনতে না পারলে চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার শঙ্কা আছে। এদিকে সেলেস্তির পর হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে অপর আসামি তানভীর ভূঁইয়া আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। মঙ্গলবার আদালতে তার জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এমপি আনার ভারতে খুন হওয়ায় হত্যা মামলাটি সেখানে হয়েছে। আর ঢাকার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আনারকে খুঁজে না পাওয়ার কারণে বাংলাদেশে অপহরণ মামলা হয়। এ কারণে দুই দেশেই তদন্ত হচ্ছে। তদন্তের শুরুতে দুই দেশ একে অপরকে দারুণভাবে সহযোগিতা করেছে। সংশ্লিষ্ট এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, আমরা তদন্ত করে যা পাব তা কলকাতা পুলিশকে দিয়ে দেব। প্রয়োজনে আমাদের কাছে গ্রেফতারকৃত আসামিকেও কলকাতায় হস্তান্তর করব। তদন্তের স্বার্থে তারা আমাদের কাছে কোনো ধরনের সহযোগিতা চাইলে আমরা তা করব।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শাহীনকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে এই হত্যাকাণ্ডের জট খুলবে না। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বন্দিবিনিময় চুক্তি নেই। এ কারণে সেখান থেকে শাহীনকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা খুবই কম। ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বন্দিবিনিময় চুক্তি থাকার পরও তাকে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে না। ভারত সরকার সহসাই শাহীনকে চাইতে পারবে না। মামলার তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিলের পর শাহীনের সাজা হলেই তাকে ফেরত আনার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চিঠি লিখতে পারবে দেশটি। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ভারত উদ্যোগ নিলেই যে যুক্তরাষ্ট্র শাহীনকে তাদের কাছে দিয়ে দেবে, এটার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

সূত্র জানায়, হত্যাকাণ্ড কারা ঘটিয়েছে, 'কীভাবে ঘটিয়েছে তা পরিষ্কার। কিন্তু কেন ঘটেছে সে বিষয়ে যা জানা গেছে তা পুরোপুরি বিশ্বসযোগ্য নয়। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বরাত দিয়ে ডিবির উচ্চপদস্থ সূত্র জানিয়েছে, পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির (চরমপন্থি) সঙ্গে এমপির রাজনৈতিক বিরোধ এবং শাহীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক বিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। তবে শাহীনের সঙ্গে এমপির কী ধরনের ব্যবসায়িক বিরোধ ছিল সে বিষয়ে গ্রেফতারকৃতরা সুস্পষ্ট করে কিছুই জানাতে পারেনি। ডিবি শুরু থেকেই মনে করছে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিশ্চয়ই একটি বড় কারণ আছে। কিন্তু শাহীনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে না পারার কারণে এখনো ওই কারণ জানা যাচ্ছে না। ডিবি আরও মনে করে, এই হত্যাকাণ্ডে শাহীনকে নিশ্চয়ই কেউ ব্যবহার করেছে। কী শর্তে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে, তা শুধু শাহীনই জানে।

আনার হত্যার তদন্তে নিয়োজিত এক কর্মকর্তা বলেন, 'আনার হত্যার আসামি সিয়াম নেপালে ধরা পড়ে আমাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী। নেপালে সিয়াম আটক হওয়ার পরই কাঠমান্ডু ইন্টারপোল বিষয়টি আমাদের জানায়। আসামিকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করবে বলেও জানায়। আমরা এয়ারপোর্টে নামার পরপরই দেশটির পুলিশ প্রশ্ন করে, তোমাদের উচ্চপদস্থরা কিছু জানায়নি?

আমরা বলেছি, আপনাদের সঙ্গে কথা বলার পর হাই অফিসিয়ালদের অনুমতি নিয়েই আমরা আসামি নিতে এসেছি। কিন্তু তারা অযথা কালক্ষেপণ করতে থাকেন। পরে সিয়ামকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করার জন্য কূটনৈতিক চেষ্টা চালাই। নেপালের পুলিশ সরি বলে দেওয়ার পর অনেকটা খালি হাতেই আমরা আজ (মঙ্গলবার) দেশে ফিরে আসি।

গত ১২ মে ভারতে যান এমপি আনার। পরদিন ১৩ মে কলকাতার নিউটাউন এলাকার সঞ্জীবা গার্ডেনের একটি ফ্ল্যাটে খুন হন তিনি। তবে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে ২২ মে। ওইদিন রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন (২৪) বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা করেন। দুই দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তদন্তে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত হিসাবে এ পর্যন্ত আটজনের নাম বেরিয়ে এসেছে। এছাড়া আরও তিনজনের নাম এসেছে, যারা হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত নয়।

এদিকে হত্যাকাণ্ডে জড়িত হিসাবে গ্রেফতারকৃত শিমুল ভূঁইয়া ওরফে আমানুল্লাহ, তানভীর ভূঁইয়া ও সেলেস্তি রহমানকে দুই দফায় ১৩ দিনের রিমান্ডে নেয় ডিবি। রিমান্ড শেষে তানভীর এবং সেলেস্তি এরই মধ্যে আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। রিমান্ড শেষে আজ (বুধবার) আদালতে জবানবন্দি দেওয়ার কথা রয়েছে আমানুল্লাহর।

আদালতে আসামি তানভীরের দায় স্বীকার : এমপি আনারকে খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন আসামি তানভীর ভূঁইয়া (৩০)।

মঙ্গলবার আসামি তানভীর স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে সম্মত হওয়ায় তা রেকর্ড করার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি ওয়ারী বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) মাহফুজুর রহমান। ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তোফাজ্জল হোসেনের আদালত তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। আদালতে শেরেবাংলা নগর থানার সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জালাল উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer

Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS

আপনি কি

IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION

সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?

দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

স্ত্রীকে হত্যার পর হোটেলের নিচে নামেন, কিছুক্ষণ পর ফিরে হত্যা করেন শিশুসন্তানকে

ঢাকা, ৪ জুন : বগুড়ায় এক নারী ও তাঁর এক বছর বয়সী ছেলের মাথাবিহীন লাশ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার ওই নারীর স্বামী সেনাসদস্য আজিজুল হক (২৩) আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে বগুড়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাদিয়া আফসানা রিমার আদালতে তিনি এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। বগুড়া আদালতের পরিদর্শক মোসাদ্দেক হোসেন ও শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত নারীর নাম আশামণি (২০)। তিনি বগুড়া শহরের আকাশতারা এলাকার আসাদুল ইসলামের মেয়ে। আশামণির স্বামী অভিযুক্ত আজিজুল হক বগুড়ার ধুনট উপজেলার হেউতনগরের হামিদুর রহমানের ছেলে। তিন বছর আগে আশামণিকে বিয়ে করেন আজিজুল। এ দম্পতির সংসারে ছিল এক বছরের ছেলে আবদুল্লাহ আল রাফি। গতকাল রোববার রাতে বগুড়ার শাজাহানপুরের বনানীতে শুভেচ্ছা আবাসিক হোটেলের কক্ষে স্ত্রীকে হত্যার পর শিশুসন্তানকেও হত্যা করেন আজিজুল।

এ হত্যার ঘটনায় সেনাসদস্য আজিজুল হককে প্রধান আসামি করে শাজাহানপুর থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত আশামণির বাবা আসাদুল ইসলাম। ওই মামলায় আজিজুল হকের বাবা হামিদুর রহমানকেও আসামি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আজিজুল হক ও তাঁর বাবা হামিদুর রহমানকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। আদালতে আজ আজিজুল হক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজিজুল ও তাঁর বাবা হামিদুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আজিজুল হক আদালতকে জানিয়েছেন, তাঁর মা-বাবার সঙ্গে স্ত্রী আশামণির বনিবনা হতো না। ঝগড়াবিবাদ লেগেই থাকত। সাংসারিক অশান্তির কারণে তিনি স্ত্রীকে হত্যা পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক কেনাকাটা করে দেওয়ার কথা বলে শনিবার বিকেলে শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে শহরে বের হন। একফাঁকে বগুড়া শহর থেকে গরু জবাই করার চাকু কেনেন। এরপর স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে শুভেচ্ছা হোটেলে ওঠেন। সাড়ে আটটার দিকে পারিবারিক নানা বিষয়াদি নিয়ে বিতণ্ডার একপর্যায়ে স্ত্রীকে বাথরুমে নিয়ে গলা কেটে হত্যা করেন। এরপর লাশ বস্তায় ভরেন। স্ত্রীকে হত্যার সময় তাঁর এক বছর বয়সী শিশুসন্তান আবদুল্লাহ আল রাফি বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল। স্ত্রীকে হত্যার পর তিনি হোটেলের নিচে নামেন। কিছুক্ষণ পরে আবার হোটেলের কক্ষে ফিরে যান। এ সময় ঘুমন্ত শিশুসন্তানের কাছে কিছুক্ষণ বসে ছিলেন। মাকে হত্যা করায় শিশুটি কার কাছে থাকবে, এ নিয়ে চিন্তায় পড়েন। আরও কিছুক্ষণ পর শিশুটি ঘুম থেকে জেগে উঠে মাকে না পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। জানাজানির ভয়ে নিজের শিশুসন্তানকে গলা কেটে হত্যা করেন।

ধারালো চাকুর আঘাতে দেহ থেকে শিশুর মাথা আলাদা হওয়ার পর দেহের খণ্ডিত অংশ খাটের নিচে লুকিয়ে রাখেন। এরপর ব্যাগে শিশুসন্তানের মাথা ভরে হোটেল কক্ষ থেকে বেরিয়ে করতোয়া নদীতে ফেলে দেন।

ভাড়া পরিশোধ করতে গিয়ে ধরা

পুলিশের একটি সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকেলে ৭০০ টাকায় বনানীর শুভেচ্ছা হোটেলের ৩০১ নম্বর কক্ষ ভাড়া করেন সেনাসদস্য আজিজুল হক। স্ত্রী-সন্তানকে হত্যার পর আজিজুল হক শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে জানান, আশামণি ও রাফিকে শহর থেকে ইজিবাইকে বাসায় পাঠিয়েছেন। এরপর তাঁদের খোঁজ মিলছে না। শ্বশুরবাড়ির লোকজন আজিজুলের কথা বিশ্বাস করে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। রাতভর খুঁজে না পেয়ে আজিজুলকে নিয়ে তাঁর শ্বশুর সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে যান। আজিজুল চাকরিতে সমস্যা হবে অজুহাতে জিডি করতে রাজি না হলে গতকাল সকালে শহরে মাইকিং করা হয়।

হোটেল ব্যবস্থাপক রবিউল ইসলাম বলেন, গতকাল সকাল ১০টার দিকে আজিজুল হোটেলের ভাড়া পরিশোধ করতে হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে আসেন। কথাবার্তায় সন্দেহ হলে থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে আজিজুলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর হোটেলের কক্ষ তল্লাশিকালে আজিজুলের স্ত্রী আশামণি ও সন্তান রাফির লাশ উদ্ধার হয়। পুলিশের জেরার মুখে আজিজুল জানান, স্ত্রী-সন্তানকে নিজেই গলা কেটে হত্যা করেছেন তিনি।

শিশুর দেহের খণ্ডিত অংশের সন্ধান মেলেনি

শিশু আবদুল্লাহ আল রাফির দেহের খণ্ডিত অংশের (মস্তক) সন্ধানে দ্বিতীয় দিনের মতো বগুড়ার করতোয়া নদীতে তল্লাশি অভিযান চালানো হলেও কোনো সন্ধান মেলেনি। আজ সকাল ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত রাজশাহী থেকে আসা ডুবুরি দল বগুড়া শহরের রেলসেতু এলাকায় নদীতে সাড়ে চার ঘণ্টার অনুসন্ধান চালায়। তবে ওই শিশুর খণ্ডিত মাথার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এর আগে গতকাল দুপুর ১২টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত শিশুটির মাথার খোঁজে প্রথম দফায় করতোয়া নদীতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ফায়ার সার্ভিসের

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোষহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

আজিজের ভাইয়ের ভুয়া আইডি, নির্বাচন কমিশন নির্বিকার কেন

সরকারের নীতিনির্ধারকেরা যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অভিযোগ, আজিজ আহমেদ ব্যক্তিস্বার্থের বিনিময়ে সরকারি নিয়োগের ব্যবস্থা, সামরিক বাহিনীর ঠিকাদারি অবৈধভাবে পাইয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে যোগসাজশ ও ভাইয়ের অপরাধ সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচাতে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাবেক সেনাপ্রধান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিলেন, ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মতো কোনো কাজ তিনি করেননি।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, মিথ্যা তথ্য দিয়ে মোহাম্মদ হাসান নামে ২০১৪ সালে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নিয়েছিলেন সাবেক সেনাপ্রধানের এক ভাই হারিছ আহমেদ। তিনি ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট এনআইডিতে নিজের ছবি পরিবর্তন করেন, যার সুপারিশ করেছিলেন আজিজ আহমেদ। কারও নামে ভুয়া পরিচয়পত্র দেওয়ার সুপারিশ করা যে ফৌজদারি অপরাধ, সেটা সাবেক সেনাপ্রধানের না জানার কথা নয়।

জমির দলিলসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাগজপত্রের জন্য ভুয়া পরিচয়পত্র তৈরিতে তিনজন সেনা কর্মকর্তার 'সুপারিশ' নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। উল্লিখিত তিনজনের মধ্যে একজন প্রথম আলোর কাছে বলেছেন, তিনি এ ধরনের কোনো সুপারিশ করেননি। আরেকজন বলেছেন, একটি দলিলে থাকা সই তাঁর সইয়ের কাছাকাছি। কিন্তু এটি তাঁর সই নয়।

দেশের একাধিক থানা ও আদালতের নথিপত্র, সাজা মওকুফ চেয়ে (আজিজের আরেক ভাই তোফায়েল আহমেদ জোসেফের জন্য) মায়ের করা আবেদনসহ সাজা মওকুফের সরকারি প্রজ্ঞাপনে দেখা যায়, হারিছের বাবার নাম রয়েছে আবদুল ওয়াদুদ ও মায়ের নাম রেনুজা বেগম। কিন্তু হারিছ যে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট নিয়েছেন, তাতে বাবার নাম সুলেমান সরকার এবং মায়ের নাম রাহেলা বেগম উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত (প্রথমে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল) জোসেফ রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় মুক্তি পান।

২০২১ সালে আল-জাজিরায় প্রচারিত একটি প্রতিবেদনে উঠে আসে, মোহাম্মদ হাসান নামে হারিছ একটি দলিল করেছিলেন ২০১৪ সালে। এটি সত্যায়ন করেছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সেখানে সাক্ষী হিসেবে নাম আছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কে বাশারের। তাঁর ঠিকানা লেখা আছে বিজিবি, পিলখানা। মেজর মো. সুজাউল হক নামের আরেকজনের নাম আছে সাক্ষী হিসেবে।

আজিজ আহমেদ ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক ছিলেন এবং ২০১৮ সালের ২৫ জুন থেকে ২০২১ সালের ২৩ জুন পর্যন্ত সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এতে স্পষ্ট যে তিনি ক্ষমতাকাঠামো ব্যবহার করেই ভাইকে ভুয়া আইডি নিতে সহায়তা করেছেন। সাবেক সেনাপ্রধান ক্ষমতাকাঠামোর ভেতর থেকে যেসব অন্যায় করেছেন, সেটা সংশ্লিষ্টদের না জানার কথা নয়। তিনি যদি ভাইয়ের নামে ভুয়া আইডি তৈরিতে সহায়তা করে থাকেন, সরকার কেন ব্যবস্থা নেবে না? নির্বাচন কমিশনই-বা কেন ভুয়া আইডির বিষয়টি জানার পর বাতিল করবে না।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বলেছে, তাদের এখতিয়ারভুক্ত হলে আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ তদন্ত করে দেখবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন, যাদের দায়িত্ব পরিচয়পত্র দেওয়া, তারা যখন দেখল সাবেক সেনাপ্রধানের ভাই ভুয়া নাম-পরিচয় দিয়ে আইডি নিয়েছেন, সেটা কেন বাতিল করবে না। এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে তথ্য প্রকাশের পরও তদন্ত না করা অমার্জনীয় বলে মনে করি। আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এসেছে, তার বেশির ভাগই ফৌজদারি অপরাধ-সংশ্লিষ্ট। অতএব এ ক্ষেত্রে সেনা আইনের দোহাই দেওয়ার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। ফৌজদারি অপরাধের বিচার ফৌজদারি আইনেই হতে পারে।

সেনাবাহিনীর ভাবমর্যাদা কোথায় যাচ্ছে?

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় নিয়ে দেশে ব্যাপক আলোচনা চলছে। সেটি হলো সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব:) আজিজ আহমেদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা। বিষয়টি বেশ সংবেদনশীল। সাধারণ মানুষের বিশেষ আগ্রহেরও ব্যাপার এটি। কারণ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভাবমর্যাদা দেশের মানুষের মনের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছে। গত অর্ধশত বছর যাবৎ সুখে দুঃখে মানুষের পাশে থেকে তাদের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছে সেনাবাহিনী। কাজেই তাদের যেকোনো খবর মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে।

গত ২০ মে মধ্যরাতের পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার জেনারেল (অব:) আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বিবৃতি দেন। এতে বলা হয়, 'উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিতে সম্পৃক্ততার কারণে বাংলাদেশের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব:) আজিজ আহমেদকে 'ফরেন অপারেশন অ্যান্ড রিলেটেড প্রোগ্রামস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস' অ্যাক্টের ৭০৩১ (সি) ধারার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে পররাষ্ট্র দফতর। এর ফলে আজিজ আহমেদ এবং তার পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অযোগ্য হবেন' (প্রথম আলো: ২৫ মে ২০২৪)। অভিযোগ সম্পর্কে বলা হয়, 'আজিজ আহমেদ সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে গুরুতর দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশে তার ভাইয়ের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা এড়াতে তিনি সহায়তা করেন। সামরিক কন্ট্রাক্টগুলো অনিয়মের মাধ্যমে পাওয়ার ক্ষেত্রে আজিজ আহমেদ তার ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত লাভের জন্য ঘুষের বিনিময়ে তিনি সরকারি নিয়োগ দিয়েছেন' (নয়া দিগন্ত : ২২ মে ২০২৪)। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'জেনারেল আজিজের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের বিশ্বাস ক্ষুণ্ন করতে ভূমিকা রেখেছে' (প্রথম আলো; কামাল আহমেদ: ২৩ মে ২০২৪)। জেনারেল আজিজ এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান এবং সর্বৈব মিথ্যা বলে দাবি করেছেন।

অভিযোগগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের দাবি রাখে। এই দায়িত্ব নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সরকারের উপরই বর্তায় কারণ এর সাথে সরকারের স্বচ্ছতা ও ভাবমূর্তির প্রশ্ন জড়িত। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার তর্কে না গেলেও এ ধরনের অভিযোগ এমন একজন ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আরোপিত হলো যা অত্যন্ত অবমাননাকর এবং হতাশাব্যঞ্জক। জেনারেল (অব:) আজিজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্ভবত ১৫তম সেনাপ্রধান। তার আগে ১৪ জন দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ শোনা যায়নি! কাজেই এ বিষয়টি সেনাবাহিনীর জন্য দুঃখজনক। সেনাবাহিনীর সব সদস্যই তাদের তারুণ্য, যৌবন, মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং শ্রম নিয়োজিত করে থাকেন একটি উদ্দেশ্যেই। সেটা হলো যে কোনো মূল্যে সততা, নিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলা ধরে রেখে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ।

অভিযোগগুলো নতুন নয়। এর আগেও আমরা আলজাজিরা চ্যানেলের 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস মেন' প্রামাণ্য চিত্রে এসব অভিযোগ উত্থাপিত হতে দেখেছি। তখন তিনি সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তা ছাড়া তারই কোর্সমেট কর্নেল (অব:) শহীদের সাথে তার ফাঁস হয়ে যাওয়া ফোনালাপ এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার সম্পর্কিত নানান ধরনের ট্রল বিষয়গুলোকে আরো জটিল করে তুলেছে। দেশীয় একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, 'অসত্য তথ্য দিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট বানিয়েছিলেন আজিজ আহমেদের ভাই হারিছ আহমেদ ও তোফায়েল আহমেদ ওরফে জোসেফ। নিজেদের ছবি দিয়ে নতুন নাম আর ভিন্ন ঠিকানা ব্যবহার করে তারা জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছিলেন। ২০২১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, হারিছ আহমেদ জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও পাসপোর্ট নিয়েছেন মোহাম্মদ হাসান নামে। আর জোসেফ নিয়েছেন তানভীর আহমেদ তানজীল নামে। এ ধরনের কাজ জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন ও পাসপোর্ট অধ্যাদেশ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রথম আলোর খবরে বলা হয়, যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' তোফায়েল আহমেদ ওরফে জোসেফ তৎকালীন রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় মুক্তি পেয়েছিলেন। অন্য দুই ভাই হারিছ আহমেদ ও আনিস আহমেদের সাজা মওকুফ করেছিল সরকার। হারিছ দু'টি এবং আনিস একটি খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। ২০১৯ সালের ২৮ মার্চ তাদের সাজা মওকুফের প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজিজ আহমেদ সেনাপ্রধান নিযুক্ত হওয়ার এক মাস আগে ২০১৮ সালের ২৭ মে সাজা মওকুফের পর ছাড়া পান জোসেফ। আর ৯ মাস পর হারিছ আহমেদ ও আনিস আহমেদের সাজা মওকুফের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়'(প্রথম আলো : ২২ মে ২০২৪)।

এই নিষেধাজ্ঞা জারির ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কোন্নয়ন ঘটনা প্রচারের প্রাক্কালে। গত ১৪ মে থেকে তিন দিন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনালড লু ঢাকা সফর করে গিয়েছেন। তিনি সফরকালে এবার শুধু সরকারি কর্মকর্তাদের সাথেই আলোচনা করেন। একটু অস্বাভাবিক মনে হলেও কোনো বিরোধী পক্ষের সাথে তিনি বসেননি। এসব আলোচনায় কি মার্কিন প্রতিনিধিদল সরকারকে এ বিষয়টি অবহিত করেছিলেন? অবশ্য আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন যে, এ ব্যাপারে আমাদেরকে আগেই জানানো হয়েছিল। কিন্তু ডোনালড লুর এই সফর উপলক্ষে আমাদের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের বিভিন্ন বক্তব্যে বেশ অস্থিরতা ও অস্বস্তি পরিলক্ষিত হচ্ছিল! তবে একটি প্রশ্ন রয়েই গেল; জেনারেল আজিজের অবসরে যাওয়ার তিন বছর পর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে মার্কিনিরা কী অর্জন করতে চাচ্ছে? এটা কি শুধুই তাদের পররাষ্ট্রনীতির অংশ নাকি আরো কিছু রয়েছে সামনে?

সাম্প্রতিক এই নিষেধাজ্ঞায় জনমনে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। অনেক সন্দেহ দানা বেঁধেছে। সমালোচকেরা অতীতের সাথে এগুলো মেলানোর চেষ্টা করছে। সেনাপ্রধান হওয়ার মতো অধিকতর যোগ্য এবং জ্যেষ্ঠ অফিসারকে ডিঙ্গিয়ে তাকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল বলে তারা মনে করেন। জেনারেল আজিজের ফাঁস হওয়া একটি ফোনালাপে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জন্য তার ভাইদের অবদানের কথা তাকে দৃঢ়ভাবে বলতে শোনা গিয়েছিল। কেউ কেউ আরো পেছনে তাকিয়ে ২০১৪ সালের জাতীয় এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেনারেল আজিজের ভূমিকা মিলিয়ে নিচ্ছেন। নির্বাচনের আগে যেদিন জাতীয় পার্টির নেতা জেনারেল এরশাদ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই দিনই কাকতালীয়ভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শহরে-বন্দরে বিজিবির ব্যাপক টহল দেখা গিয়েছিল। সেই সময় তিনি বিজিবির মহাপরিচালক ছিলেন। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে সেনাপ্রধান হিসেবে জেনারেল আজিজের বক্তব্য ছিল বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেই নির্বাচনে দেশের অনেক অঞ্চলে বিরোধী পক্ষের নেতাকর্মীরা নির্বাচনী প্রচারণায় মাঠে নামলেই বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। কিন্তু নির্বাচনের কয়েক দিন আগে জেনারেল আজিজ সাংবাদিকদেরকে বলেছিলেন, এত সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ তিনি এর আগে দেখেননি! তার সেই বক্তব্য বাস্তবতার সাথে কতটুকু মিল ছিল দেশবাসী দেখেছে। তা ছাড়া ওই নির্বাচনের সময় বিভিন্ন চ্যানেলে দেখা যায় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে সাহায্য চাইতে আসা ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষগুলোকে হতাশ করে সেনা টহলের একটি গাড়ি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। সেই দিনের ওই নির্লিপ্ততার জন্য নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট টহল দলকে দায়ী করা যাবে না। যে কোনো সেনাদল সব সময়ই ঊর্ধ্বতনের আদেশ মতো কাজ করে থাকে। অথচ সেনাপ্রধান নিয়োজিত হওয়ার পর তিনি সাভার সেনানিবাসে সফরকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছিলেন সেনাবাহিনী তার অধীনে পেশাদারিত্বের সাথেই দায়িত্ব পালন করবে। তার সেই বক্তব্য জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিল। ২০১৩ সালে ৫ মে শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনে উত্থিত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার অভিযানেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ২০২০ সালে কক্সবাজারে ওসি প্রদীপের গুলিতে মেজর (অব:) সিনহা হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের সংস্থা 'রাওয়া' ক্লাব যখন আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিল তখন তার নেতৃত্বেই 'রাওয়ার' গঠনতন্ত্রে আমূল পরিবর্তন করে এর খোলনলচে পালটে ফেলা হয়েছিল। এই সব কারণে সচেতন মহলে অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। তবে সাবেক সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে দেশের ইতিহাসের প্রথম নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য বিব্রতকর হতে পারে। এই অভিযোগের দায় সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। একজন সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগে উত্থাপিত বিষয়গুলো সরকারের চোখ আড়াল করে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আর সেটা হলে তা হবে সরকারের ব্যর্থতা অথবা নির্লিপ্ততা। সেটি সরকারের ভাবমর্যাদা খর্ব করবে এবং সশস্ত্র বাহিনীর জন্য তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক।

সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা অকাতরে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। সেনা অফিসাররা ঘাম, রক্ত ও শ্রম দিয়ে এ বাহিনীকে তিলে তিলে গড়ে দিয়ে গেছেন। তারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে রিক্রুট এবং অফিসার ক্যাডেটদেরকে সততা ও সত্যনিষ্ঠার চর্চা করিয়েছেন এবং দেশপ্রেমের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'চির উন্নত মম শির' বাণীর জীবন দর্শনে উজ্জীবিত হয়ে নবীন সেনাদের শপথ করিয়েছেন, জান দেব তবু মান দেব না'।

এমন একটা সেনাবাহিনীর মনোবলে এতটুকুও চিড় ধরাতে পারবে না একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ । এসব অভিযোগ যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে তার শাস্তি হবে। পুরো বাহিনীর ওপর এর কোনো দায় বর্তাবে না। সে দায় রাজনৈতিক।

আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর বাইরের নেকড়ের রক্তচক্ষু রয়েছে। তারা চাচ্ছে না এ দেশের সেনাবাহিনী শক্তিশালী পেশাদার বাহিনী হিসেবে টিকে থাকুক। তাই তারা একটির পর একটি ষড়যন্ত্রের আঁচড় দিয়েই যাচ্ছে। ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারিতে পিলখানা হত্যাকাণ্ডকে অনেকেই সেই নেকড়ের হিংস্র থাবা বলেই মনে করতে চান।

কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অনেক দূর এগিয়েছে। বিশ্বের দরবারে একটি সুশিক্ষিত পেশাদার বাহিনী হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আর আমাদের সেনা নেতৃত্ব যে কোনো মূল্যেই আমাদের প্রিয় সেনাবাহিনীর মনোবল, শৃঙ্খলা, সততা এবং শক্তি অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর। কাজেই একজন মাত্র সাবেক জেনারেলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ স্পর্শকাতর হলেও তা আমাদের সেনাবাহিনীকে সামান্যতম দুর্বল করতে সক্ষম হবে না। কারণ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বুনিয়াদ মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত রয়েছে।

লেখক : নিরাপত্তা বিশ্লেষক

লন্ডনে জিয়াউর রহমানের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল -বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৩তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে খতমে

কোরআন পরবর্তী মিলাদ ও দোয়া মাহফিল ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ মে পূর্ব লন্ডনে ড্রিম বেংকুইটি হলে বাদ আছর অনুষ্ঠিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিল ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার বড় ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দোয়া মাহফিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বীর উত্তম এর আত্মার মাগফিরাত কামনা সহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও চলমান গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী সকল শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

দোয়া পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ জয়নাল আবেদিন ফারুক, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, বিএনপি আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসিম, ব্যারিস্টার এম এ সালাম, সহ প্রচার সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলিম ।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা সহ বিশ্বের মুসলিম উম্মার শান্তির জন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া কামনা করা হয় । মিলাদ মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হাফিজ খায়রুল ইসলাম।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে বিএনপি ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুছ, টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলার সাবেক ডেপুটি মেয়র অহিদ আহমেদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক সাপ্তাহিক সুরমা পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সিলেট মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সেলিম, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, আলহাজ্ব তৈমুছ

স্পিকার খালেদ সাইফুদ্দিনকে জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের সংবর্ধণা

লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পিকার নির্বাচিত হওয়ায় জকিগঞ্জের কৃতি সন্তান ব্যারিস্টার খালেদ সাইফুদ্দিনকে জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

সম্প্রতি পূর্ব লন্ডনের একটি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি শাহাদাত হোসেন চৌধুরী ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে ও আবুল হোসেইনের পরিচালনায় সূচনা বক্তব্য রাখেন আমাদের সংগঠনের সাবেক সভাপতি কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী, সাবেক সভাপতি কামাল এমসি রহমান, সাবেক ট্রেজারার গোলাম মর্তুজা চৌধুরী ইকবাল, বর্তমান ট্রেজারার মাওলানা এমদাদুল হক, মোঃ আব্দুল হালিম, জাকির হোসেন, এনামুল হাসান সাবির, মুফতি আব্দুল মুত্তাকিম, হেলাল খান,

ব্যারিস্টার নুরুল গফফার, আলিনগর সমিতির সভাপতি মনজুর মঞ্জুরুস সামাদ চৌধুরী মামুন, সাধারণ সম্পাদক আব্বাসুজ্জামান ও ট্রেজারার হেলাল আহমেদ, কমিউনিটি নেতা ফারুক আহমেদ, গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিবুর রহমান, জুবায়ের আহমদ জীবন, জয়নুল আবেদীন ,ফজলে আহমেদ চৌধুরী একলিম ,তারেকুর রহমান তুহিন ,মোঃ আশরাফ, হাফিজ মাওলানা এনামুল হক। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথিকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সংবর্ধিত অতিথি তার বক্তব্যে সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করেন সংগঠনের সবাইকে টাউন হলে আমন্ত্রণ জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০২ জুন রোববার পূর্ব লন্ডনের ফোর্ড স্কোয়ার মসজিদের সেমিনার হলে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচনে দুই বছর মেয়াদী এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন শাহাদাত হোসেন চৌধুরী ফেরদৌস এবং আবুল হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক এবং মাওলানা কাজী এমদাদুল হককে ট্রেজারার নির্বাচিত করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মুফতি আব্দুল মুত্তাকিম। নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন হেলাল খান ও ব্যারিস্টার নুরুল গফফার। পরে সাবেক সভাপতি কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন এবং ট্রেজারার গোলাম মর্তুজা চৌধুরী ইকবাল দায়িত্বভার হস্তান্তর করে নবনির্বচিত কমিটিকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দুই একজন বাদে বাকি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সব শেষে দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি আব্দুল মুত্তাকিম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে প্রতিবাদ সভা

বাংলাদেশ সরকারের দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার দাবী

বাংলাদেশের ডামি সরকারের মন্ত্রী, এমপি, আমলা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অব্যাহত দুর্নীতি ও চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার দাবিতে যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

গত ৩ জুন সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলরুমে অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের সহসভাপতি মোঃ মনিরুল ইসলাম শামীমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মুকুল ও জেষ্ঠ্য যুগ্ম সম্পাদক মোঃ খলিলুর রহমানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোঃ শাহীন আলম।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সিলেট মহানগরীর সাবেক সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আমারদেশ ইউকের নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মোঃ শামসুল আলম গোলাপ, শিবিরের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন মৃধা, পিস ফর বাংলাদেশের সহসভাপতি মোঃ মাহিন খান ও ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনালের সাধারণ সম্পাদক বুরহান উদ্দিন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা মনসুর, জাস্টিস ফর ভিক্টিমস ইউকের সহকারি সেক্রেটারি ফাহিম আহমদ, মানবাধিকার কর্মী শাহাব ফারহান চৌধুরী, ইকবাল হোসেন, মোঃ আশিকুর রহমান, এম এম ইয়াজদীন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোছাঃ নাজমুন নেছা দ্বীনা, মালিহা রুশি, নাজনীন আক্তার রিমি, রিফনা আক্তার, নাইমুর রহমান, শিব্বির আহমদ, মোঃ

হাবিবুর রহমান, আব্দুল হামিদ তাজুল, ছমির আহমদ, খালেদ আহমদ, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল হাকিম, মোহাম্মদ ওলি হোসাইন, ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনালের সহসভাপতি আবুল জাহেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ ফারুক, সুরমান আলী, তানভীর আহমদ, মাহী বিলাল চৌধুরী, ফরিদ উদ্দিন, আশরাফুল আলম শামীম, মুহিবুর রহমান, শাহ আহমদ জাকির, জাবির আহমদ, আলী আশরাফ, মাহমুদুল হাসান, মোঃ আবু রায়হান, আরিফ, রিমেল, রিফাত প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, অবিলম্বে আজিজ, বেনজীরসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী, মাফিয়া ও দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করার মাধ্যমে লুটপাটকৃত অর্থ-সম্পদ উদ্ধার করে দেশের কল্যানে ব্যয় করতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার ও মানবাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় সকল দল-মতের জনগণকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণবিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে ইনশাআল্লাহ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant
& Sweetmeat
ফিস্ট:
হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.

- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি সাউথ ইস্ট রিজিওনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের চিত্রপ্রদর্শনী ও ঈদ পুনর্মিলনী

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ইস্ট রিজিওনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, উমুক্ত আলোচনা ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত সোমবার ২৭ মে সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের মাইদা গ্রীল ব্যান্‌কুয়েটিং হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হয়।

এতে সংগঠনের সাউথ ইষ্ট রিজিয়নের কনভেনার কমিউনিটি নেতা হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে এবং গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারপার্সন কমিউনিটি লিডার নুরুল ইসলাম মাহবুব ও সংগঠনের কো-কনভেনার বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী জামাল হোসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন সাউথ ইষ্ট রিজিয়নের জয়েন্ট কনভেনার তাজুল ইসলাম ও সৈয়দ সায়েম করিম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার ব্যারিষ্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ, ক্যামডেন কাউন্সিলের সিভিক মেয়র সমতা খাতুন, নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারপার্সন ও প্যাট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারপার্সন ও প্যাট্রন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কে এম আবু তাহের চৌধুরী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের ফাউন্ডার ট্রেজারার মাহিদুর রহমান, বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সিরাজ হক, রেডব্রিজ কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার জোসনা ইসলাম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন, কয়ছর এম আহমদ, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলর রাবিনা খান, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সাবেক সেক্রেটারি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল ক্বাইয়ুম কয়ছর, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা, বাংলাদেশ ক্যাটারাস এসোসিয়েশন ইউকের প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অলি খান, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব, বিসিসিআইর ডাইরেক্টর শাহনুর আহমদ খান, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র সেন্ট্রাল কমিটির কনভেনার কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান, কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর আহবাব হোসেন, সেন্ট্রাল কমিটির জয়েন্ট কনভেনার বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার মাসুদ আহমদ চৌধুরী, কাউন্সিলার রিতা বেগম, কাউন্সিলার মুজিবুর রহমান জসিম, কাউন্সিলার শাহ মিয়া, কাউন্সিলার ব্যারিস্টার নুরুল ইসলাম জুনেদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ট্রেজারার সালেহ আহমদ,চ্যানেল এস এর মৌলভাবাজারের হেড অব দ্যা নিউজ খালেদ চৌধুরী,ইউকে বিসিএর সাবেক ট্রেজারার সাইদুর রহমান বিপুল, সাবেক কাউন্সিলার আমিনুর খান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র চ্যারিটি কার্যক্রম ও প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। গ্রেটার সিলেটের নব-যাত্রাকে সাধুবাদ জানান এবং উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধের চিত্র প্রদর্শনী :

অনুষ্ঠানে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কনভেনার বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক বিকুল চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন ক্যামডেন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার সমতা খাতুন। এসময় তার সাথে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল ক্বাইউম কয়ছর, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা,ও সংগঠনের সাউথ ইষ্ট রিজিয়নের কনভেনার কমিউনিটি নেতা হারুনুর রশীদ সহ সকল অতিথিবৃন্দ।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে সভাপতি, সাবেক চেয়ারম্যান এমদাদ হোসেন টিপু, সাউথ ইস্ট রিজিওনের জয়েন্ট কনভেনর শিপার রেজাউল করিম, আব্দুর রহিম রঞ্জু, মেঘনা গ্রূপের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ জাকারিয়া, সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য শাহ শাফি কাদির, সাউথ ইস্ট রিজিওনের জয়েন্ট কনভেনার তৌরিছ মিয়া, সাউথওয়েলসের সদস্য সচিব রকিবুর রহমান ও ট্রেজারার এ বি রুনেল সহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা। সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ খালেদ ইয়াহিয়া। দোয়া পরিচালনা করেন

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002

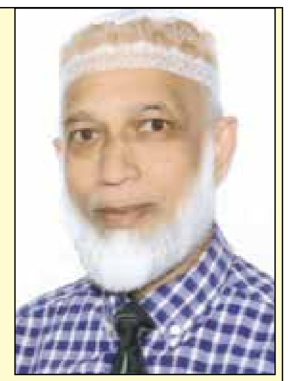

গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)

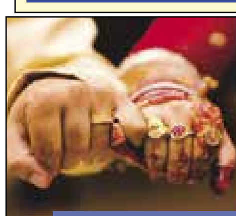

আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

রাহী আলী স্ট্যাপলফোর্ড টাউন কাউন্সিলের মেয়র নির্বাচিত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক সিলেটের রাহী আলী যুক্তরাজ্যের স্ট্যাপলফোর্ড টাউন কাউন্সিলের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। কাউন্সিল ভবনের পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল সভায় কাউন্সিলরদের ভোটে ২০২৪ সালের ১৩ মে তিনি মেয়র নির্বাচিত হয়ে শপথ গ্রহণ করেন। আগামী এক বছর তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন। পূর্বসূরি রস এডওয়ার্ড বফিঙ্গার তাঁকে মেয়রাল মালা পরিয়ে দেন। রাহী আলী ২০২৩ সালের ৪ মে নটিংহামশায়ারের ব্রক্সটো বরোর স্ট্যাপলফোর্ড টাউন কাউন্সিল নির্বাচনে সাউথ ইস্ট ওয়ার্ডে লেবার পার্টি থেকে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথমে কাউন্সিলর এবং এর পনেরো দিনের মাথায় কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন।

গত এক বছর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন শেষে ১৩ মে তিনি স্ট্যাপলফোর্ড টাউন কাউন্সিলের মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন। ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ক্যাথেরিন হার্লো। ১৯৯৭ সালের ২০ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যের নটিংহামে জন্মগ্রহণকারী রাহী আলী স্টাফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সিটি থেকে ২০২০ সালে হিউম্যান বায়োলজিতে স্নাতক সম্পন্ন করেন। একমাত্র বড় বোন এবং ৩ ভাইয়ের মধ্যে রাহী আকবর আলী সবার বড়।

সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের সন্দলপুর গ্রামে রাহীর পৈতৃক বাড়ী। রাহীর দাদা মরহুম মসকন্দর আলী চেয়ারম্যান ছিলেন সিলেটের স্বনামধন্য সালিশ ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ। রাহীর বাবা শওকত আলী আশিক ছেলে মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, রাহী তার দাদার পদাংক অনুসরণ করে মানবসেবাকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করায় আমরা ভীষণ খুশী হয়েছি। সে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ না হয়ে সামাজিক দায়বোধকেই ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছে।

রাহীর গর্বিত মা জেসমিন আলী অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, মাত্র ২৬ বছর বয়সে আমাদের ছেলে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে তার আনন্দ ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে তিনি বলেন এই সম্মান ও অর্জন আমাদের একার নয় এটি কমিউনিটি, দেশ এবং সর্বোপরি সিলেটবাসীর। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনি

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেন্টার ফর ডেমক্রেসী এন্ড গুড গভর্নেন্স (সিডিজিজি) এর উদ্যোগে এবং জিয়া সেন্টার লন্ডনের সহযোগিতায় 'স্বাধীনতা, সাফল্য, সমৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের মহানায়ক: শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩ জুন সোমবার সন্ধ্যায় হোয়াটচ্যাপলের একটি হলে অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রকাশনায় 'সৈনিক জিয়া, কেন জনতার জিয়া' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র বর্তমান কাউন্সিলর অহিদ আহমেদ।

সিডিজিজি এর চেয়ারম্যান ও যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সোয়ালেহীন করিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সিডিজিজির নির্বাহী পরিচালক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সামরিক বিশ্লেষক বাংলাদেশ ওয়াচ ইউকের সভাপতি মেজর (অবঃ) সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক।

সভায় সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা সাইস্তা চৌধুরী কুদ্দুস। মূখ্য আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত হুসেন এমবিই, অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সুরমার সম্পাদক সামসুল আলম লিটন, জিয়া স্মৃতি পাঠাগার ইউকের প্রতিষ্ঠাতা শরীফুজ্জামান চৌধুরী তপন, রাষ্ট্রপতির সাবেক প্রটোকল অফিসার ড. মোস্তাফিজুর রহমান হারুন, মৌলভীবাজার জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ওয়াদুদ আলম, যুক্তরাজ্যস্থ মৌলভীবাজার জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি শাহ সাইফুল

আক্তার লিখন, যুক্তরাজ্য বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার লিয়াকত আলী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন আলোকোজ্বল জীবণের অধিকারি দৃঢ় প্রত্যয়ী এক অনন্য কর্মবীর। সার্বিকভাবে পশ্চাৎপদ একটি স্বাধীন দেশের কোটি কোটি মানুষের সামনে তিনি ছিলেন আশা ও স্বপ্নপূরণের দীপ্ত মশাল। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং সুচিন্তিত ও গতিশীল নেতৃত্বে সমগ্র জাতি জেগে উঠে অদম্য কর্ম প্রেরণায় উন্নয়ন ও উৎপাদনের সুবিশাল আয়োজনে শরীক হয় সর্বস্তরের মানুষ। সর্বোপরি দেশের প্রয়োজনে বারবার তিনি উল্কার মতো আবির্ভূত হয়েছেন। তাইতো বাংলাদেশী জাতীর এক মহান সন্তান হিসাবে তিনি কোটি মানুষের প্রাণে স্থান করে নিয়েছেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য যুবদলের অন্যতম নেতা শামীম আহমেদ, মোফাজ্জল করিম মাসুম, জাহাঙ্গির হুসেন, পটল মিয়া, আব্দুল কাইয়ুম, শিপু চৌধুরী, জলিল উদ্দিন চৌধুরী খোকন, জাহিদুর রহমান ইমন, নাসিরুদ্দিন সানি, তাজুল ইসলাম, কামরুজ্জামান চৌধুরী, ফরমার ছাত্রদল অর্গেনাইজেশন ইউকের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মিলাদ হোসেন রুবেল, যুগ্ম আহবায়ক এস এ আফজাল, সদস্য সচিব এস রহমান রাব্বি, সম্মানিত সদস্য মোহাম্মদ জাহাঙ্গির হুসেন, দুলাল হুসেন জুমান, আব্দুল মুত্তাকিন শিপলু, সারওয়ার আহমেদ চৌধুরী জীবণ, অন্যতম সদস্য মাহিন আহমেদ নাঈম, শাহীন আহমেদ, জাহিদ আহমেদ, শামস সানান, হাসান আল মামুন, এ এস এম রায়হান বখশ, আব্দুল মুত্তাকিন প্রমুখ।

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?

Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

রাইটস অব দ্যা পিপলের গোলটেবিল বৈঠক

দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম

লন্ডনে 'বৈশ্বিক শক্তির কারণে অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পথে বাংলাদেশ, ভাবনা শীর্ষক' এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'রাইটস অব দ্যা পিপল' এর উদ্যোগে স্থানীয় সময় গত ২৮ মে মঙ্গলবার রাতে লন্ডনের মাইক্রো

বিজনেস পার্কে এই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি আসাদুজ্জামান সাফির সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমদের পরিচালনায় বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ইউকে ও ইউরোপের মুখপাত্র ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সুরমা পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলম লিটন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আজিজ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র এখন মৃতপ্রায়। প্রতিবেশী দেশের নগ্ন হস্তক্ষেপের কারণে ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার বার বার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। পুরো রাষ্ট্রশক্তি আইন ও মানবাধিকারের বদলে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতায় রাখতে সবধরনের চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব শুধু বিএনপি-জামায়াত কিংবা গুটিকয়েক দলের নেতাকর্মীদের নয়। বিগত দ্বাদশ নির্বাচনের সময় আন্তর্জাতিক চাপ থাকা স্বত্তেও দেশের আপামর জনগণ গর্জে উঠতে পারেনি। এর মূল কারণ ছিল হামলা-মামলা, নির্যাতন-নিপীড়নের ভয়। তখন যেসব দলের নেতাকর্মীরা ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সরব হয়েছিলেন রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে তাদেরকে নিষ্টুরভাবে দমন করা হয়েছে। ভয়কে জয় করে ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশপ্রেমিক জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনটির সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম মাসুদ, সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন, সহ-সাধারন সম্পাদক জুমেল হুসাইন, সাবেক ছাত্র নেতা মোঃ সানাউর রহমান চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক মোঃ কাওছার আহমেদ, প্রচার সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ লস্কর, সহ-প্রচার সম্পাদক শাহরিয়ার হোসেন শাকিব, মনসুর হাসান জাকারিয়া, বিপ্লব মাহমুদ, জায়েদুর রহমান, রোহান তারিক, মোঃ মিনহাজুল আবেদীন রাজা, আশিক উদ্দীন, এবাদুর রহমান, আব্দুল মোমিন, রানু মিয়া, খায়রুল ইসলাম, শাহজাহান আহমদ, কামরুল ইসলাম, সৈয়দা রিপা বেগম, মোঃ আহসান হাবীব, মোঃ আমিনুল ইসলাম, জোবায়ের আহমেদ, মোয়াজুল করীম মাহদী, রাসেল আহমদ, আরিফুজ্জামান উকিল, রাসেল আহমদ, সৈয়দ গজনফর আলী, শামসুল ইসলাম, জুনেদ আহমদ জুনায়েদ, শাহরিয়ার আহমদ, জাহিদুল হাসান, মোঃ মাসুম আহমেদ, মোক্তাদির আহমেদ, শিমুল ইসলাম, মকসুদ ইবনে ওয়াহিদ ফয়েজ, তোহা বিন জোয়ারদার, নাইমুর রহমান, মোঃ গোলাম জামিয়া, কাওছার আহমেদ, তারেক ইবনে জালাল, তোফায়েল বিন হাবিব ও মোঃ আদিল আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ জুন রবিবার পূর্ব লন্ডনের একটি মিলনায়তনে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান।সভায় অন্যান্যদের বক্তব্য উপস্থাপন ছিলেন লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহি উদ্দিন খান,সহ সভাপতি আলহাজ্ব সৈয়দ রফিকুল হক,সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাছুম আহমদ, বায়তুল মাল সম্পাদক হাফিজ শরিফ আহমদ, প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আহবাবুর রহমান, প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম,সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব শাহ জাহান সিরাজ, সহ সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব শহীদুল্লাহ ভূঁইয়া,নির্বাহী সদস্য মাওলানা নাঈম আহমদ, হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ, প্রমুখ।

সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও গতিশীল করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার মধ্য রয়েছে আগামী ২৩ জুন ঈদ পুনর্মিলনী সভা, ১৮ আগষ্ট কর্মী ও দায়িত্বশীলদের নিয়ে শিক্ষা সফর, আগামী আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্য শাখার কর্মী ও সুধী সমাবেশ সফল করার প্রস্তুতি

লন্ডনে বাংলাদেশ বইমেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর

আগামী ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর শনি ও রবিবার সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্যের আয়োজনে, দ্বাদশ বাংলাদেশ বইমেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৪ লন্ডন অনুষ্ঠিত হবে। মাইল এন্ড পার্কের দ্যা আর্টস প্যাভিলিয়নে দুদিনব্যাপি এই মেলায় বরাবরের মত বাংলাদেশ থেকে বাংলা একাডেমিসহ বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রকাশনী সংস্থা এবং বাংলাদেশ, ভারত, আমেরিকা, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট লেখক, গুণীজন, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মী।

বাংলাদেশ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ হাইকমিশন-যুক্তরাজ্য এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সহযোগিতা ও সমর্থনে ২০১০খ্রি. থেকে লন্ডনে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

উল্লেখ্য, এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে গতবার (১১তম বইমেলায়) ২১টি বই, লিটলম্যাগ প্রকাশিত হয় এবং ১৯টি প্রকাশনী সংস্থা অংশগ্রহণ করে। মেলার শুভ উদ্বোধন করেন স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী লেখক ড.নুরুন্নবী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বীর মুক্তিযোদ্ধা আমান উদ্দিনের ইন্তেকাল

বিভিন্ন মহলের শোক

বীর মুক্তিযোদ্ধা আমান উদ্দিন গত ৩ জুন বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে এগারোটায় সিলেটের ইবনে সিনা হাসপাতালেঞ্জ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ও ইন্নাইলাহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। আমান উদ্দিন স্ত্রী, সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘ দিন যাবত পূর্ব লন্ডনে বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর নিবাস গোলাপগঞ্জ উপজেলার চন্দরপুর গ্রামের প্রকাশিত বানিগাজীতে।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমান উদ্দিন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে একজন সশস্ত্র যোদ্ধা ছিলেন। তিনি গোলাপগঞ্জ মুক্ত করার যুদ্ধসহ ৪ নম্বর সেক্টরের বিভিন্ন সম্মুখসমরে বীরত্বের সাথে যুদ্ধে অংশঞ্জ নেন।

বিলাতে আসার পর তিনি কমিউনিটির বিভিন্ন উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রগতিশীল ধ্যানধারণা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের একজন নিরলস কর্মী বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ইউকে সংসদ ও সত্যেন সেন

স্কুল এন্ড পারফর্মিং আর্টসের সাথে কাজ করেন ও সংগঠনদ্বয়ের উপদেষ্টা সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ইউকে শাখার অন্যতম সদস্য আমান উদ্দিন একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার আন্দোলনে লন্ডনে সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন।

এদিকে বীর মুক্তিযোদ্ধা আমান উদ্দিনের প্রয়াণে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ইউকে সংসদ-এর পক্ষে সভাপতি হারুন অর রশিদ, উদীচীর সাবেক সেক্রেটারি আমিনা আলী, সত্যেন সেন স্কুল এন্ড পারফর্মিং আর্টসের পক্ষে নুরুল ইসলাম, কবি হামিদ মোহাম্মদ, সাপ্তাহিক জনমত-এর সহকারি সম্পাদক ও ফেইথ প্রিণ্টিং এন্ড প্রেসের স্বত্তাধিকারী মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক সাঈম চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি আফসর হোসেন এনাম, বাংলাদেশ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য ড. আনসার আহমদ উল্লাহ, বাংলাদেশ ঘাতক দালাল ইউকে কমিটির সভাপতি সৈয়দ আনাস পাশা, সেক্রেটারি আবৃত্তিকার মুনিরা পারভীন ও সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রয়াতের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও মহান আল্লাহর নিকট তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

পপলার রিভারসাইড এলাকায় নতুন ঘর পাচ্ছে ২১৯টি পরিবার

পরিদর্শন করলেন মেয়র লুৎফুর রহমান

টাওয়ার হ্যামলেটস বারার পপলার রিভারসাইড হাউজিং প্রজেক্টে বর্তমানে প্রায় ২১৯টি পরিবার নতুন ঘর পাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক পরিবার এই এফরডেবল রেন্টের অর্থাৎ সাশ্রয়ী ভাড়ায় ঘর পেয়েছেন।

পপলার রিভারসাইড হাউজিং প্রজেক্ট হচ্ছে ইস্ট লন্ডনের একটি বড় ও আকর্ষনীয় উন্নয়ন প্রকল্প, যেখানে সর্বমোট ২৮০০ ঘর নির্মিত হবে এবং ৪টি ভবনে মোট ৬৪৩টি এফেরডেবল হাউস সোস্যাল হাউজিং এর বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেয়া হবে।

বৃহৎ এই প্রকল্পের প্রথম ধাপের সমাপ্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যোগ দেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান। সোশ্যাল হাউজিং এসোসিয়েশন পপলার হারকার সাথে পার্টনারশিপে বিখ্যাত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বার্কলি হোমস এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

পরিদর্শনকালে বারার নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমাদের বারায় সবচেয়ে বেশী চাহিদা দুই, তিন বা চার বেডরুমের ঘর। এর অভাবে হাজার হাজার পরিবার চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। পপলার হারকার মতো সোশ্যাল হাউজিং এসোসিয়েশন গুলো এই সমস্যা সমাধানে বড় সাইজের অর্থাৎ বেশি রুমের ঘর/ফ্ল্যাট নির্মাণে কাউন্সিলের সাথে কাজ করছে। মেয়র নবনির্মিত দুটি ঘর ঘুরে দেখেন এবং এর নতুন বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেন। সোহানা বেগম নামের এক বাসিন্দা তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমার পুরো পরিবার দারুন খুশী। ১০ বছর অপেক্ষা করে ৩ বেড রুমের ঘর পেয়েছি। আমার মেয়ে এ লেভেল পড়ছে। আগামীতে ভার্সিটিতে যাবে। একটা আলাদা রুম তার জন্য খুব সুবিধা হবে।

অনুষ্ঠানে পপলার হারকা'র সিইও স্টিভ স্ট্রাইভ, বার্কলি হোমস - এর ডিরেক্টর সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তা অংশ নেন। এসময় কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী ও কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, পপলার রিভারসাইড হবে অনন্য ডেভেলপম্যান্ট। এর ৫০ ভাগ হচ্ছে গ্রিন স্পেস অর্থাৎ উন্মুক্ত খোলা জায়গা। থাকছে আড়াই একরের একটি পার্ক, ৫শ মিটার রিভারসাইড ওয়াকওয়ে ও চিলড্রেন এডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ড। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব লণ্ডনে বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল নুর আর নেই

১৯৭৮ সালে পূর্ব লণ্ডনে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল নুর আর নেই। গত ১ জুন শনিবার তিনি স্পিটালফিলড এণ্ড বাংলা টাউন ওয়ারডের আলবার্ট কটেজের নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি স্ত্রী,৬

জন ছেলে মেয়ে ও আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। ৬ জুন বৃহস্পতিবার জোহরের নামাজের পর ব্রিকলেন মসজিদে জানাযার নামাজ শেষে তাবে গার্ডেন অব পিসে লাশ দাফন করা হয়।

আব্দুল নুর ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশী যুব সংগঠন বিওয়াইএম এর সাথে জড়িত ছিলেন এবং বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর বাংলাদেশের বাড়ি হচ্ছে বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর ইউনিয়নের নিহালের নোয়াগাঁও গ্রামে। আব্দুন নুরের মৃত্যুতে বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেতা রাজন উদ্দিন জালাল, সিরাজুল হক সিরাজ, আকিকুর রহমান, রফিক উল্লাহ, এ কে আজাদ কনর, সৈয়দ মিজান, কে এম আবু তাহের চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী, কাউন্সিলার সুলুক আহমদ, কাউন্সিলার কবির হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে ডেফোডিল প্রিপারটরি স্কুলের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

খালেদ মাসুদ রনি

বৃটিশ ন্যাশনাল কারিকুলামের সাথে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মূল লক্ষ্য নিয়ে ইস্ট লন্ডনের কর্মাশিয়াল রোডে ডেফোডিল প্রিপারটরি স্কুল (ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইসলামী) স্কুলের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২৯ মে আলী,ডেপুটি সেন্টার ম্যানেজার ইমাম আহমেদ প্রমুখ। ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম মিয়া তালুকদার বলেন, ডেফোডিল স্কুল প্রতিষ্ঠা করার মহতী উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের কাউন্সিল অ্যাডুকেশনের ব্যাপারে আন্তরিক যারাই স্কুল করবেন তাদেরকে কাউন্সিলের পক্ষ

বুধবার সকাল ১১ টায় স্কুলটির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

নতুন ছাত্র-ছাত্রী এবং স্কুলের অভিবাভকসহ বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান। জাফর সাদিক এবং ইমান আহমেদের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম মিয়া তালুকদার।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে সাবেক স্পিকার এবং বর্তমান কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর শাফি আহমেদ, প্রধান শিক্ষক সুমাইয়া

থেকে সকল প্রকার সহযোগিকতা করা হবে।

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান বলেন, সময় যেতো গড়াচ্ছে ইসলামী স্কুলের চাহিদা আমাদের কমিউনিটিতে বাড়ছে। তাই কমিউনিটির মানুষের কথা বিবেচনা করে ডেফোডিল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সকল বাবা-মা চান তার সন্তান ভালো হোক। আমাদের ছেলে-মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দিতে হলে ইসলামী স্কুলের পড়ানোর বিকল্প নেই। নাম মাত্র ফ্রি রাখা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখানে যারা ভর্তি হবে তাদেরকে আলাদা করে কোচিংয়ে ভর্তি করাতে হবে না। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা দক্ষিণ ক্রীড়াচক্রের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ঢাকা দক্ষিণ ক্রীড়াচক্রের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও পরিচিতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ৩১ মে ঢাকাদক্ষিণ ক্রীড়াচক্রের হলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে বিদায়ী সভাপতি মজির উদ্দিন চাকলাদারের সভাপতিত্বে এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজল কান্তি দাসের সঞ্চালনায় বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজাদ বিগত দিনের ক্লাবের কার্যবিবরণী তুলে ধরেন এবং আয় ব্যয়ের ও হিসাব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাবুল আহমেদ। সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল লেইছ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নির্মল কান্তি দে, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামাল পারভেজ, আজীবন সদস্য নুর উদ্দিন শানুর, আজীবন সদস্য শামীম আহমেদ, আজীবন সদস্য নুরুল ইসলাম, আজীবন সদস্য আনোয়ার আলমগীর ও সাবেক সহ সভাপতি কনক কান্তি শর্মা।

পরবর্তীতে নবনির্বাচিত কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ২০২৪-২৬ কার্যকরি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সাবেক খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক সাদিকুর রহমান, সহ সভাপতি বেলাল আহমেদ, সহসভাপতি কয়েস উদ্দিন সুলতান, সাধারণ সম্পাদক সম্পাদক আব্দুল আলিম আনা, সহ সাধারণ

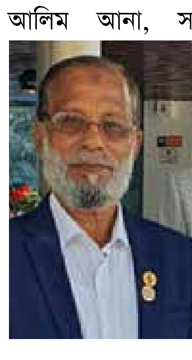

সম্পাদক রেজওয়ান হোসেন রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু রহমান, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সাহানুর আহমেদ, অর্থ সম্পাদক বিশু ভূষণ দে, সহ অর্থ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক তুহিন আহমদ , ক্রীড়া সম্পাদক রিপন সিরাজ, সহ ক্রীড়া সম্পাদক আদনান খান নবীন, প্রচার সম্পাদক সেলিম আহমেদ মেম্বার, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আনোয়ার হুমায়ূন, সদস্য আব্দুল আজাদ, জামাল উদ্দিন, সেলিম উদ্দিন (রায়গড়), গৌছ উদ্দিন, আব্দুল মুমিন, অপূর্ব চক্রবর্তী, জুনেল আহমেদ। এছাড়া ৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটিতে রয়েছেন-মজির উদ্দিন চাকলাদার, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কনক কান্তি শর্মা, বাবুল আহমেদ, কামাল পারভেজ, আবুল লেইছ ও নির্মল কান্তি দে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে একঝাঁক তরুণ প্রজন্মের ক্রীড়ামোদী খেলোয়াড় ও সংগঠকদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল ঢাকা দক্ষিণ ক্রীড়া চক্র। বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া সংগঠক ও খেলোয়াড় মরহুম আব্দুল মতিজের নেতৃত্বে এরই মধ্যে সংগঠনটি ৫১ বছরে পর্দাপন করেছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তিন ভাবিকে ছুরিকাঘাত করে পালালেন দেবর, একজন নিহত

সিলেট প্রতিনিধি: পারিবারিক কলহের জের ধরে সুনামগঞ্জে তিন ভাবিকে ছুরিকাঘাত করেছেন দেবর। এর মধ্যে মারা গেছেন একজন। অপর দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের আমড়িয়া গ্রামের জামাল মিয়ার বাড়িতে গত ১ জুন শনিবার সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে দেবর আইনুল হক (২১) পলাতক।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, আমড়িয়া গ্রামের জামাল মিয়ার চার ছেলে। এর মধ্যে তিনজন বিবাহিত। সবাই একই পরিবারে বসবাস করেন। তাঁদের মধ্যে পারিবারিক নানা ঝামেলা ছিল। এসবের জের ধরে ১ জুন সকাল ১০টার দিকে ভাইদের সবার ছোট আইনুল হক ঘরে থাকা তাঁর তিন ভাবি স্বপ্না বেগম (৩৫), মর্জিনা বেগম (৩০) ও ইয়াসমিনকে (২৬) ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। আহত নারীরা চিৎকার শুরু করলে আইনুল হক পালিয়ে যান।

পরে প্রতিবেশীরা আহত তিন নারীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক স্বপ্না বেগমকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্য দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এরশাদ মিয়া বলেন, 'জামাল মিয়ার ছেলেরা কৃষিকাজ করে। তবে আইনুল হকের মানসিক সমস্যা ছিল বলে শুনেছি।' নিহত নারীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। বিশ্বম্ভরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শ্যামল বণিক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযুক্ত আইনুল হককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

টিকিট চেয়েও পাননি যাত্রী, ১০ আসন ফাঁকা নিয়েই উড়ল বিমান

সিলেট প্রতিনিধি: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের টিকিট নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে এক নারী চিকিৎসক ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। আজ শুক্রবার বিমানের সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে বিজি-৬০১ ফ্লাইটে ওই নারীর সিলেট আসার কথা। তিনি নিজের টিকিট আগেই কেটে রেখেছিলেন। তবে আরেকটি টিকিট জরুরী হওয়ায় অনলাইনে টিকিট কাটতে গিয়ে দেখেন 'সোল্ড আউট'।

তিনি শাহজালাল বিমানবন্দরের কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কাটতে চেয়েছিলেন। সেখানেও পাননি। পরে বিমানে উঠে দেখেন ১০টি সিট ফাঁকা রয়েছে। এসব তুলে ধরে ডা. অরকাতুল জান্নাত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করেন।

নিজের ফেসবুক আইডিতে তাঁর দেওয়া স্ট্যাটাসে তিনি ডা. অরকাতুল জান্নাত লিখেছেন, 'সিলেটের পথে বিমান বাংলাদেশের ৩১/৫/২০২৪ এর সকাল ১০: ৫০ এর ইএ ৬০১ ফ্লাইটে আরেকটি টিকেটের খুব জরুরি প্রয়োজন ছিল শেষ মুহূর্তে (আমার টিকেট আগেই কাটা ছিল)। অনলাইনে সোলড আউট দেখে এয়ারপোর্টের কাউন্টারে এসে টিকেট কাটতে চেয়েছি ৯: ২০ এ। মুখের উপর টিকেট নাই বলে দিলেন। আরেকবার রিকুয়েস্ট করার পরেও বললেন ফুল ফ্লাইট বুকড। প্লেনে উঠে দেখি ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকগুলো সিট ফাঁকা, বোর্ডিং কমপ্লিটেড মানে আর কোনো যাত্রী বাকি নেই। ৭৪ সিটের বিমানে প্যাসেনজার সংখ্যা ৬৪ জন+১ জন বেবি। মনে অসংখ্যবার প্রশ্ন জেগেছে বাকি ১০টা খালি সিট

কাদের জন্যে রাখা হলো?

বিমান বাংলাদেশ আমাদের, বাংলাদেশের জনগনের আর সেকারণেই লিখা। রাষ্ট্রের নিজস্ব এই ফ্লাইং ক্যারিয়ার যেটার লোকসানের কথা প্রায়ই শোনা যায় সেটার দায় আসলে কাদের? বিদ্রঃ ১১:২৫ এও কিন্তু প্লেন ছাড়ে নি। আমি বিমান অথোরিটির কাছে অভিযোগ জানিয়েছি আশা করি উনারা বিষয়টি দেখবেন।'

মুহূর্তেই তাঁর পোস্টটি ভাইরাল হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড় চলছে। বেলা ১টায় দেওয়া পোস্টে রাত ৯টা পর্যন্ত ৭ হাজার ১০০ জন লাইক-রিয়্যাক্ট দিয়েছেন। মন্তব্য করেছেন হাজারো জন এবং শেয়ার করেছেন ১ হাজার ১০০ জন।

পোস্ট দেওয়ার তিন ঘণ্টা পর মন্তব্যের ঘরে ডা. অরকাতুল জান্নাত লিখেন, 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, আপনাদের দ্রুত রিপ্লাইয়ের জন্যে ধন্যবাদ। আমাদের পতাকাবাহী জাতীয় বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আমাদের ১৬ কোটি মানুষের আর দেশে ও বিদেশে ট্রাভেলের জন্যে আমাদের আস্থার জায়গা। বিমান সম্পর্কে নেতিবাচকতা ছড়ানোর কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। কারণ বিভিন্ন সময়ে টুকটাক ভোগান্তি সত্ত্বেও গত ২০ বছর ধরে দেশ-বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিমানকেই সবার আগে বেছে নেই যাতে দেশের টাকা দেশে থাকে। আজকে জরুরি মুহূর্তে টিকেট না পাওয়া, বিমানে উঠে ১০টা সিট খালি দেখে মনে প্রশ্ন জেগেছে আর সেটাই আমি লিখেছি। কোনো ধরনের নেতিবাচক কথা কিন্তু আমি লিখিনি।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডা. অরকাতুল জান্নাতের অভিযোগ সত্য নয় দাবি করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক জনসংযোগ তাহেরা খন্দকার বলেন, 'ফাঁকা যে ১০টি সিট তিনি দেখেছেন, সেগুলো বুকিং করা ছিল। এই ১০ জন প্যাসেঞ্জার নো-শো হইছে। উনারা টিকিট করেও আসেননি। এটা সবাইকে বুঝাতে হবে।' অনেকেই বিষয়টি না বুঝে অভিযোগ করেন বলেও জানান বিমানের এই মহাব্যবস্থাপক।

মৌলভীবাজারে স্কুলছাত্র খুন

সিলেট প্রতিনিধি: মৌলভীবাজার শহরের চুবরা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আইডিয়াল স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র জিসান খুন হয়েছে। এ ঘটনায় আরও ২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে গত ২ জুন রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে। ঘটনার পর অভিযুক্ত ঘাতক আনোয়ারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, চুবরা এলাকার শরিফুল ইসলামের স্ত্রীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন থেকে পরকিয়া চলছিল একই এলাকার আনোয়ারের সঙ্গে। স্বামী শরিফুল একটি ব্যাংকে চাকরির কারণে হবিগঞ্জের মাধবপুরে থাকতেন। সপ্তাহের বৃহস্পতিবার একবার আসতেন বাড়িতে। আবার শনিবার বিকালে চলে যেতেন মাধবপুরে। শরিফুলের অনুপস্থিতিতে আনোয়ার প্রায়ই বাসায় যাওয়া-আসা করতো। এ নিয়ে এলাকায় কানাঘুষা চলছিল। আনোয়ার ওই বাসায় আসলে ঢিল মারা হতো। এ নিয়ে আনোয়ার শরিফুলের স্ত্রীর প্ররোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে রোববার রাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জিসান, শাওন ও মোবারককে এলোপাতাড়ি আঘাত করে মারাত্মকভাবে আহত করে। ঘটনার পর

শরিফুলের স্ত্রী বাসা ছেড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ৩ জনকে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে জিসান ও মোবারকের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এমএজি ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওসমানীতে ভর্তির পর চিকিৎসক জিসানকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী আনোয়ারের বাসা ঘেরাও করে তাকে আটকে রাখে ও ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছালে এলাকাবাসী ঘাতককে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। নিহত জিসান তাহিদুল ইসলাম চৌধুরীর ১ ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সে বড়। জিসান তার পরিবারের সঙ্গে একই এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতো। তাদের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলায়। তার মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন সহপাঠীসহ ওই এলাকায় শোকের মাতম চলছে। ঘাতক আনোয়ারের বাড়ি মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলায় বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে মৌলভীবাজার মডেল থানার ওসি কেএম নজরুল ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, অভিযুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে

অসুস্থ আত্মীয়কে দেখে ফেরার পথে প্রাণ গেল একই পরিবারের তিনজনের

সিলেট প্রতিনিধি: সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাড়া করে পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ এক আত্মীয়কে দেখতে তাঁর বাড়িতে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে ঝড়বৃষ্টির কবলে পড়েন তাঁরা। এ সময় বিপরীতমুখী একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে তাঁদের বহনকারী গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পরিবারের তিন সদস্য নিহত হন।

গত ২ জুন রোববার সন্ধ্যায় মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার আছুরিঘাট এলাকায় মৌলভীবাজার-বড়লেখা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন জুড়ী উপজেলার কুচাই ফাঁড়ি চা-বাগানের বাসিন্দা দীনবন্ধু মুন্ডা (৫৫) ও তাঁর ছেলে পূজন মুন্ডা (৩৫) এবং দীনবন্ধুর বড় ভাই রবীন্দ্র মুন্ডা (৬০)। এ ঘটনায় গাড়ির চালক ও ওই পরিবারের দুই সদস্য আহত হয়েছেন।

কুলাউড়া ফায়ার সার্ভিস, থানা-পুলিশ ও স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, দীনবন্ধু মুন্ডার এক মেয়ের বিয়ে হয় শ্রীমঙ্গলের রাধানগর চা-বাগান এলাকায়। মেয়ের শাশুড়ি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাঁকে দেখতেই দীনবন্ধু অটোরিকশা ভাড়া করে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গতকাল সকালে শ্রীমঙ্গলে রওনা দেন। বিকেলের দিকে তাঁরা সেখান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সন্ধ্যা সাতটার দিকে আছুরিঘাট এলাকায় পৌছালে তাঁরা ঝড়বৃষ্টির কবলে পড়েন। এ সময় বিপরীতমুখী একটি কাভার্ড

ভ্যানের সঙ্গে তাঁদের বহনকারী অটোরিকশাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে পূজন মুন্ডা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন গাড়ির ভেতরে আটকা পড়া হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় দীনবন্ধু, দীনবন্ধুর স্ত্রী কবিতা মুন্ডা, বড় ভাই গোপাল মুন্ডা, রবীন্দ্র মুন্ডা ও অটোরিকশাচালক আমির উদ্দিনকে মৌলভীবাজার সদর এবং সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে কুলাউড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই পূজন মুন্ডার মৃত্যু হয়। মৌলভীবাজারের হাসপাতালে নেওয়ার পথে রবীন্দ্র মুন্ডা এবং সিলেটে নেওয়ার পথে দীনবন্ধু মুন্ডার মৃত্যু হয়।

নিহত ব্যক্তিদের প্রতিবেশী পঞ্চ নায়েক বলেন, তিনজনের লাশ ভিন্ন ভিন্ন হাসপাতালে আছে। আইনি প্রক্রিয়া ও ময়নাতদন্তের

মেক্সিকোতে ইতিহাস গড়ে নারী প্রেসিডেন্ট

দেশ ডেস্ক, ৭ জুন ২০২৪ : মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শাসক দল মরেনা পার্টির প্রার্থী ক্লদিয়া শেইনবাম বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। রাজধানী নগরী মেক্সিকো সিটির সাবেক মেয়র ক্লদিয়া পেয়েছেন ৫৮ শতাংশের বেশি ভোট। তিনি নির্বাচিত হয়েছেন ছয় বছরের জন্য। মেক্সিকোর ২৫০ বছরের ইতিহাসে

তিনিই প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। ৬১ বছর বয়সি ক্লদিয়ার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী যোসিটি গ্যালভেজ। ক্লদিয়া ও গ্যালভেজ ইহুদি বংশোদ্ভূত। ফলাফল ঘোষণার পরই মেক্সিকো সিটি হোটেলের সামনে জড়ো হওয়া সমর্থকদের বিজয় উল্লাসে বক্তব্যকালে ক্লদিয়া বলেন, এটা হচ্ছে মেক্সিকানদের অবিস্মরণীয় বিজয়- যা আমাদের জাতীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখবে এবং জনগণের এ রায় নিয়ে কখনোই আমি গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করব না।

ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রশ্নই ওঠে না। ঐতিহাসিকভাবেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করব। একদলীয় স্বৈরশাসনের প্রশ্নই ওঠে না। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট লোপেজ অবরেডোর বামপন্থি এবং ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিক ছিলেন। তবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেন এবং অর্থনীতি ও জননিরাপত্তায় সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কঠোর সমালোচনা রয়েছে সুধীজনে। মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রের শুধু নিকট প্রতিবেশীই নয়, এক নম্বর ট্রেডিং পার্টনারও। গাড়ি প্রস্তুত থেকে ফলমূল উৎপাদনেও মেক্সিকো সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে আসছে বহুদিন যাবৎ। ক্লদিয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে মেক্সিকানদের ঢুকে পড়ার সমস্যাটির অবসান ঘটবে এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবেন বলে আশা করছে বাইডেন প্রশাসন। বিজয়-সমাবেশে ক্লদিয়া আবারও অঙ্গীকার করেছেন, তিনি ব্যবসায়ী সমাজের সহযোগিতা নিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সমতার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করবেন। তিনি বলেন, আমরা সীমান্তের অন্য পাড়ের বাসিন্দাদের স্বার্থ সুরক্ষায় সদা তৎপর থাকব।

রাফাহ ছাড়ল ১০ লাখ ফিলিস্তিনি

দেশ ডেস্ক, ৭ জুন ২০২৪ : ইসরাইলি সামরিক অভিযানের কারণে গাজার দক্ষিণের শহর রাফাহ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন ১০ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনি। সোমবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ।

চলতি বছরের মে মাস থেকে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী হামাস যোদ্ধাদের নির্মূল ও তাদের অবকাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য রাফাহ শহরে হামলা শুরু করেছে। ফলে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী, রাফাহর বেসামরিকদের প্রায় ২০ কিলোমিটার (১২ মাইল) দূরের একটি 'সম্প্রসারিত মানবিক অঞ্চলে' চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রয়টার্স।

ইউএনআরডব্লিউএ সংস্থাটি বলেছে, হাজার হাজার পরিবার এখন খান ইউনুস শহরের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন ও ধ্বংসস্তূপগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। 'ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ' সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহ করছে তারা। তবে অনেক ফিলিস্তিনির অভিযোগ, তারা যেখানেই যায় সেখানেই ইসরাইলি হামলার ঝুঁকি রয়েছে। ইসরাইলের চলমান এই হামলার জেরে রাফাহ সীমান্ত দিয়ে ত্রাণ পাঠানো সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে মিসর।

ইসরাইল যদি রাফাহ সীমান্ত ক্রসিংয়ের গাজার অংশ থেকে নিজেদের সেনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার না করে তাহলে এই ত্রাণ সরবরাহের জন্য পথটি ফের চালু করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে দেশটি। সোমবার মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ শৌকরি এ কথা বলেছেন। মাদ্রিদে স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে শৌকরি বলেছেন, ফিলিস্তিনি প্রশাসন ছাড়া রাফাহ ক্রসিং পরিচালনা করা কঠিন।

তিনি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য ১৯৭৯ সালের মিসর-ইসরাইল শান্তিচুক্তি এখনো দৃঢ় ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। সবার উচিত এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিটি টিকিয়ে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এদিকে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র

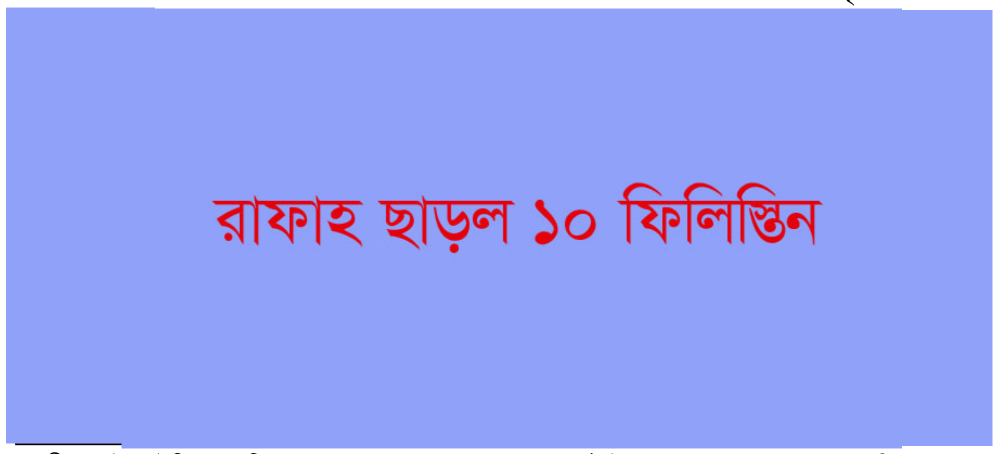

মালদ্বীপে ইসরাইলি নাগরিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে কবে থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে তা জানানো হয়নি।

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসন ও গণহত্যার প্রতিবাদে এ পদক্ষেপ নিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু। তার কার্যালয়ের মুখপাত্র জানান, ইসরাইলি পাসপোর্টের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের অঙ্গীকার করেছেন প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু। তিনি ইসরাইলি আগ্রাসনের শিকার ফিলিস্তিনিদের জন্য তহবিল সংগ্রহের পদক্ষেপ নিয়েছেন। এদিকে এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পর ইসরাইলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশটির নাগরিকদের খুব দ্রুত মালদ্বীপ ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে।

দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, মালদ্বীপে আপনারা কোনো বিপদে পড়লে আমাদের পক্ষে সহায়তা করা কঠিন হবে। মালদ্বীপ সরকারের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে মোট ৫২৮ জন ইসরাইলি নাগরিক মালদ্বীপ ভ্রমণ করেছেন, যা ২০২৩ সালের একই সময়ে ছিল ৪ হাজার ৬৪৪ জন। মালদ্বীপ ছাড়াও বর্তমানে আলজেরিয়া, বাংলাদেশ, ব্রুনেই, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, পাকিস্তান, সৌদিআরব, সিরিয়া ও ইয়েমেন ইসরাইলি পাসপোর্টধারীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চালু আছে।

অন্যদিকে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সব দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিসংঘের একদল বিশেষজ্ঞ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি নিশ্চিত করতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সব দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের মতে, ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত এবং দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান।

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে রাজি ইসরাইল

দেশ ডেস্ক, ৭ জুন ২০২৪ : অবশেষে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে রাজি হয়েছে ইসরাইল। গাজায় আট মাস ধরে চলা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে শুক্রবার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রস্তাবে প্রথমে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি এবং পরে ধীরে ধীরে স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

শনিবার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও সেই প্রস্তাবেই আবার সম্মতি দিয়েছে ইসরাইল। রোববার এমন খবরই নিশ্চিত করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সহযোগী ওফির ফালাক। তিনি বলেছেন, এই প্রস্তাব ত্রুটিপূর্ণ হলেও তাতে রাজি হয়েছেন নেতানিয়াহু। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সানডে টাইমসের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

সানডে টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহুর প্রধান বৈদেশিক নীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ওফির ফালাক জানিয়েছেন, ধীরে ধীরে গাজার যুদ্ধ শেষ করতে জো বাইডেন যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করেছেন নেতানিয়াহু। তবে তিনি বলেছেন, এই প্রস্তাব ত্রুটিযুক্ত এবং এটি নিয়ে আরও কাজ করার সুযোগ আছে। ফালাক বলেছেন, 'বাইডেন প্রস্তাবিত একটি পরিকল্পনার চুক্তিতে আমরা রাজি হয়েছি। এটি ভালো চুক্তি নয়। তবে আমরা জিম্মিদের মুক্তি

চাই। তাদের সবাইকে মুক্ত করতে চাই। সেখানে আরও বিস্তারিত কাজ করার সুযোগ আছে।' এ সময় তিনি চুক্তি বাস্তবায়নে শর্ত হিসেবে সব জিম্মির মুক্তি এবং হামাসের ধ্বংসেরও দাবি করেন। ওফির ফালাক বলেছেন, 'আমাদের সব উদ্দেশ্য (হামাস নির্মূল হওয়া) পূরণ না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী যুদ্ধবিরতি হবে না।'

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরাইল-হামাসের যুদ্ধের পর থেকেই ইসরাইলকে অস্ত্র সহায়তা করে আসছেন বাইডেন। তবে অবশেষে গাজায় যুদ্ধবিরতি বিষটি গুরুত্বসহকারে নেন মার্কিন এই প্রেসিডেন্ট। সবশেষ শুক্রবার তিনি তিন ধাপের একটি পরিকল্পনার কথা জানান। যা তিনি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকেও পাঠিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন। বাইডেনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে একটি 'পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি, সেই সঙ্গে জনবহুল এলাকা থেকে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রত্যাহার এবং ফিলিস্তিনি বন্দিদের জিম্মি বিনিময়ের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রথম পর্যায়ের এই যুদ্ধবিরতি গাজায় প্রতিদিন ৬০০ ট্রাক মানবিক সহায়তা নিয়ে যাওয়াসহ বিপর্যস্ত অঞ্চলগুলোতে আরও মানবিক সহযোগিতা পৌঁছানোর অনুমতি দেবে। এরপর যুদ্ধ শেষ করতে ইসরাইল-হামাস উভয় পক্ষ একটি উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেবে এবং দ্বিতীয় ধাপে বাদবাকি জিম্মিদের মুক্তি দেবে হামাস। সবশেষ অর্থাৎ তৃতীয় দফায়, ইসরাইলি বন্দিদের কোনো কিছু গাজায় থেকে গেলে তা ফেরানো এবং আন্তর্জাতিক সহায়তায় গাজা পুনর্নির্মাণ করা হবে বলে জানানো হয়। এর আগেও, বাইডেন প্রায় একই ধরনের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপন করলেও তা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।

ভারতে ৬৪ কোটি ভোটের বিশ্বরেকর্ড

দেশ ডেস্ক, ৭ জুন ২০২৪ : ভারতে এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিশ্বের সর্বোচ্চ ভোটদানের রেকর্ড গড়েছে দেশটি। এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার বলেছেন, 'এ বছরের লোকসভা নির্বাচনে ৬৪ কোটি ২ লাখ ভোটার ভোট প্রদান করে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন।' এর মধ্যে ৩১ কোটি ২ লাখ নারী ভোটার ছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনা আজ থেকে শুরু হবে। এর আগেই সোমবার এমন খবর দিয়েছেন রাজীব কুমার। এনডিটিভি।

রাজীব আরও বলেছেন, ভোটগণনায় কারচুপির কোনো সুযোগ নেই। এটি খুবই বলিষ্ঠ একটি প্রক্রিয়া। দেশে মোট সাড়ে ১০ লাখ বুথ রয়েছে। ৩০ থেকে ৩৫ লাখ পোলিং এজেন্ট থাকবেন বাইরে। এছাড়া নজরদারি দল থাকবেন। পাশাপাশি গণনায় অফিসাররাও থাকবেন।

সিসি ক্যামেরারও ব্যবস্থা থাকবে। কোনো ভুল হতেই পারে না। বিভিন্ন দল ভোটগণনা নিয়ে যে দাবি করেছিলেন সব মেনে নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সিইসি বলেছেন, নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের যেসব অভিযোগ পেয়েছি তার ৯০ শতাংশের বেশি আমরা খতিয়ে দেখেছি। নেতাদের স্বজনদের ভোটের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। মানুষ এগিয়ে এসে ভোট দিয়েছেন। ২৩টি দেশ থেকে ৭৫ জন এসে ভারতের অনেক বুথ ঘুরে দেখে দেখেছেন। অতীতে নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে রাজীব বলেছেন, আমরা কী রকম সহিংসতা দেখতাম আপনাদের মনে আছে। কিন্তু এ বছর সেরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা,

পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীরসহ সারা দেশে সেরকম কোনো হিংসার ঘটনা ঘটেনি।

তবে এবার ভারতে ভোট প্রদানে বিশ্ব রেকর্ড অর্জন করেছে। এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করার রেকর্ড তৈরি করেছে বলেও জানান তিনি। এটি ২০১৯ সালে বাজেয়াপ্ত করা মূল্যে প্রায় তিনগুণ।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে রাজীব কুমার বলেছেন, আমরা আশাবাদী এবং আত্মবিশ্বাসী যে কোনো সহিংসতা হবে না। তবে যদি হয়, তা মাথায় রেখে কয়েকটি রাজ্যে সিআরপিএফ থাকবে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে। আমরা নিশ্চিত, রাজ্য সরকার ও সিআরপিএফ ভোট-পরবর্তী সহিংসতা হতে দেবে না। এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে তিনি বিরোধী নেতাদের কাছ থেকে ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগের প্রমাণ চান। প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই নির্বাচনে ৬৮ হাজারেরও বেশি মনিটরিং টিম এবং দেড় কোটি পোলিং ও নিরাপত্তাকর্মী নিয়োজিত ছিল।

কুরবানির প্রস্তুতি নিন

মাহমুদ আহমদ

ইসলামে কুরবানির গুরুত্ব অতিব্যাপক। কুরবানির বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন 'এরপর সেই পুত্র (ইসমাইল) যখন তার সঙ্গে দৌড়ানোর বয়সে উপনীত হলো, তখন সে (ইবরাহিম) বলল, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখছি, আমি যেন তোমাকে জবাই করছি। অতএব, তুমি চিন্তা কর, তোমার কী অভিমত? সে বলল, হে আমার পিতা! তুমি যে আদেশ পেয়েছ, তা-ই কর, ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের মাঝে দেখতে পাবে। এরপর তারা যখন উভয়েই আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে জবাই করার জন্য কপালের ওপর উপুড় করে শোয়ালো, তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, হে ইবরাহিম! তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করছ।' আমি এরূপেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা (সূরা সাফফাত)।

হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর কুরবানির অনুসরণে মুসলিম উম্মাহ প্রতি বছর ১০ জিলহজ তারিখে পশু কুরবানি করে থাকে। ইসলামে এ যে কুরবানির শিক্ষা তা কি কেবল একটি পশু কুরবানির মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয়ে যায়? আসলে পশু কুরবানি করাটা হচ্ছে একটা প্রতীকী মাত্র। আল্লাহতায়ালা চান মানুষ যেন তার পশুসুলভ হৃদয়কে কুরবানি করে, তার আমিত্বকে কুরবানি করে আর সেই সঙ্গে তার নিজের সব চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহর খাতিরে কুরবানি করে দেয়।

হজরত ইবরাহিম (আ.) ও তার পুরো পরিবারের কুরবানি এমনই ছিল। তারা ব্যক্তি স্বার্থকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহর সঙ্গে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি কুরবানি চান আর এ কুরবানির অর্থ কেবল পশু জবাই করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ কুরবানি কারও জন্য নিজ প্রাণের কুরবানিও হতে পারে আবার কারও নিজ পশুত্বের কুরবানিও হতে পারে। আমরা যদি মনের পশুকে কুরবানি করতে পারি তাহলেই আমরা আল্লাহতায়ালার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব। এছাড়া যত বাহ্যিকভাবে যত বড় পশুই কুরবানি দেই না কেন তা তার কাছে মূল্য রাখে না।

কুরবানি সম্পর্কে মহানবি (সা.) বিভিন্ন সময় তার উম্মতকে নসিহত করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, 'হে লোক সকল! জেনে রাখ, প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানি করা আবশ্যক' (আবু দাউদ ও নাসাঈ)। 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করে অথচ কুরবানির আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছে না আসে' (ইবনে মাজাহ)। তাই কেউ যদি মনে করে, প্রতি বছরই তো কুরবানি দিয়ে যাচ্ছি এবার না দিলে কি হবে, এমনটি যেন কারও হৃদয়ে উদয় না হয়। কারণ কুরবানি শুধু একবারের জন্য নয় তা সারা জীবনের জন্য।

হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হজরত নবি করিম (সা.) বলেছেন, গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট ৭ জনের পক্ষ থেকে কুরবানি করা যেতে পারে (মুসলিম, আবু দাউদ)। কুরবানির জন্য উট, গরু, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা থেকে যে কোনো পশু জবাই করা যেতে পারে। উট ও গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং ভেড়া ছাগল প্রভৃতি এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে দিতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো কুরবানির পশুর বয়স নিয়ে। উট ৩ বছরের, গরু ২ বছরের, ভেড়া ছাগল প্রভৃতি এক বছর বয়সের হতে হবে।

দুম্বা যদি মোটা তাজা হয় তাহলে ৬ মাসের বয়সেরটিতেও কুরবানি বৈধ হবে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা একাই কুরবানি দিতে পারেন। যদি এমনও হয় যে, ভাগে কুরবানি দেওয়ার নিয়ত ঠিকই রয়েছে কিন্তু তিনি কারও সঙ্গে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলেন না আর একা একটি গরু কেনারও তার সামর্থ্য নেই সে ক্ষেত্রে তিনি একটি ছাগল কিনে হলেও কুরবানি দেবেন। কারণ আল্লাহ বান্দার হৃদয় দেখে থাকেন। কুরবানির আমল থেকে যেন কেউ বাদ না পড়েন এর দিকে সবার খেয়াল রাখতে হবে।

হজরত আলী (রা.) বলেন, তিনি (সা.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কুরবানির পশুর চোখ, কান ভালোভাবে দেখে নেই। যে পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গিয়েছে অথবা যার কান গোলাকার ছিদ্র করা হয়েছে বা যার কান পেছনের দিক থেকে ফেরে গিয়েছে তা দিয়ে আমরা যেন কুরবানি না করি (তিরমিজি, আবু দাউদ, নিসাই)। হজরত আলী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) শিং ভাঙা ও কান কাটা পশু দিয়ে আমাদের কুরবানি করতে নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজাহ)। তাই এ বিষয়টির ওপর খুব গুরুত্ব দিতে হবে যে পশুটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি দেব তা যেন নিখুঁত হয়। কোনোভাবেই কুরবানির পশু দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত, ল্যাংড়া, কান কাটা, শিং ভাঙা এবং অন্ধ পশু কুরবানি করা বৈধ নয়।

হজরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) এক ঈদে ধূসর রঙের শিংওয়ালা ২টি দুম্বা কুরবানি করলেন। তিনি সেগুলোকে নিজ হাতে জবাই করলেন এবং জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বললেন (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এছাড়া কুরবানির পশু খুব ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করা উচিত, ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা জবাই করে পশুকে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়। তাই যারা কুরবানির পশু জবাই করবেন তারা অবশ্যই মনে রাখবেন জবাই করার অস্ত্র যেন খুব ধারালো হয়। ১০ জিলহজ ঈদের নামাজের পর থেকে কুরবানি করা আরম্ভ হয় আর তা ১২ জিলহজ সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত দেওয়া যায়।

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, একদিন রাসূল করিম (সা.)-এর সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কুরবানি কী? হুজুর (সা.) উত্তর দিলেন, তোমাদের পিতা হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর সুন্নত। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কি পুণ্য আছে, হে আল্লাহর রাসূল? হুজুর (সা.) বললেন, কুরবানির পশুর প্রত্যেক লোমের জন্য একটি করে পুণ্য আছে। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পশমওয়ালা পশুর পরিবর্তে কী হবে? অর্থাৎ এদের পশম তো অনেক বেশি। হুজুর (সা.) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে (ইবনে মাজাহ)।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে কেবল তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই কুরবানি করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক : ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট

মক্কায় নামাজের সাওয়াব কতটুকু

প্রশ্ন: মক্কার হোটেলে নামাজ পড়লেও কি এক রাকাতে এক লাখ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যাবে?

উত্তর : জাবির (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মসজিদুল হারামে যে কোনো সালাত অন্য জায়গার সালাতের চেয়ে এক লক্ষগুণ বেশি ফজিলতপূর্ণ। (ইবনে মাজাহ, ১৪০৬, মুসনাদে আহমাদ : ১৪৬৯৪)।

মালেকি, শাফেয়ি এবং হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো, পুরো হারামের ক্ষেত্রেই এ ফজিলত প্রযোজ্য। সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আবদুল আযীয বিন বায (রহ.) ও একই মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসে মসজিদুল হারাম শব্দ উল্লেখ থাকলেও তার দ্বারা মক্কার পুরো হারাম এরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং মীকাতের ভেতরে যে কোনো জায়গায় সালাত আদায় করলে এক রাকাতে এক লাখ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যাবে। যদিও কা'বা ও কা'বার এরিয়ায় সালাত মক্কার অন্য জায়গার চেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ।

তবে কোনো কোনো আলেম এ মতটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে থাকার জন্য মসজিদুল হারামেই সালাত আদায়ের চেষ্টা থাকা উচিত।

মক্কা মদিনায় দোয়া কবুলের স্থানগুলো

সুহাইল আহমদ

হারাম শরিফের সীমানা বাইতুল্লাহর পশ্চিমে জেদ্দার পথে ২২ কিমি। পূর্বে তায়েফের রাস্তায় ১৫-১৬ কিমি., দক্ষিণে ইয়েমেনের রাস্তায় প্রায় ১২ কিমি. এবং উত্তরে মদিনা শরিফের পথে প্রায় ৭ কিমি.। এ সীমানার মধ্যে দোয়া কবুল হয়।

কাবা শরিফ দেখামাত্র-

আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ দেখে দোয়া করা। বাইতুল্লাহ দেখামাত্র দোয়া করা। বর্ণিত আছে, বাইতুল্লাহ প্রথম নজরে আসার পর যে দোয়া করা হবে তা কবুল হবে।

মসজিদে হারাম-

কাবা শরিফের চারদিক ঘিরে যে বিশাল মসজিদ রয়েছে, এটাই মসজিদে হারাম। মসজিদে হারামে দোয়া করলে কবুল হয়।

হাতিমে কাবা-

কাবা ঘরসংলগ্ন উত্তর দিকে অর্ধবৃত্তাকার দেওয়ালঘেরা স্থান 'হাতিমে কাবা'। এ স্থানটুকু আগে কাবা ঘরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাবা ঘরের সংস্কার করার সময় হাতিম অংশ বাদ রেখে বর্তমান কাবা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এখানেও দোয়া কবুল হয়।

কাবা শরিফের চার কোণ-

কাবা ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণকে বলা হয় রোকনে ইরাকি, উত্তর-পশ্চিম কোণকে বলা হয় রোকনে শামি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে বলা হয় রোকনে ইয়ামানি। দক্ষিণ-পূর্ব কোণকে বলা হয় রোকনে হাজরে আসওয়াদ। এ চার রোকন বা কোণে দোয়া কবুল হয়। তাওয়াফের সময় রোকনে ইয়ামানি থেকে রোকনে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পড়তে হয় : 'রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাছানা, ওয়া ফিল আখিরাতি হাছানা; ওয়া কি না আজাবান নার।'

মাতাফ-

কাবা শরিফের চারদিক হাজিরা যেখানে তাওয়াফ করেন এটাকে মাতাফ বলে। মাতাফে দোয়া কবুল হয়।

হাজরে আসওয়াদ-

কাবা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দেওয়ালে লাগানো জান্নাতি পাথর। এখান থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হয় এবং এখানেই শেষ করতে হয়। হাজরে আসওয়াদ চুম্বনে গুনাহ মাফ হয়। ইশারায়ও চুম্বন করা যায়। এটি দোয়া কবুলের স্থান।

মাকামে ইবরাহিম-

কাবা শরিফের একটু পূর্বদিকে মাতাফের মধ্যে যে পাথরখণ্ড কারুকার্যখচিত ব্যারিকেডে সংরক্ষিত জান্নাতি ইয়াকুত পাথরগুলোর মধ্যে একটি। ইয়াকুত পাথর হচ্ছে মাকামে ইবরাহিম। যার ওপর দাঁড়িয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন হজরত ইবরাহিম (আ.)। এ মাকামে ইবরাহিমকে নামাজের স্থান হিসাবে গ্রহণ করার দিকনির্দেশনা এসেছে কুরআনে।

সাফা মারওয়া পাহাড়-

কাবা শরিফের পূর্ব পাশের পাহাড় সাফা ও মারওয়া। এটি হজ ও ওমরাহর রোকন। এ সাফা পাহাড় থেকে সায়ী শুরু করতে হয়। সাফা পাহাড় থেকে মারওয়ায় এসে সায়ীর চক্কর শেষ করতে হয়। সাফা থেকে মারওয়ার দূরত্ব ৪৫০ মিটার। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দোয়া কবুল হয়।

আরাফাতের ময়দান-

হাদিসে এসেছে, ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম স্থান হলো আরাফাতের ময়দান। উত্তম দোয়া আরাফার দিবসের দোয়া এবং উত্তম কথা যা আমি এবং আমার আগের নবিরা বলেছেন। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই; রাজত্ব তারই প্রশংসাও তার; তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

মুজদালিফা-

জিলহজ মাসের ৯ তারিখ দিবাগত পুরো রাত মুজদালিফায় খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে হয়। এটি সব হজ পালনকারীর জন্য আবশ্যক। হজরত আদম ও হাওয়া (আ.) এখানে একত্রে রাতযাপন করেন। এখানেও আল্লাহতায়ালা দোয়া কবুল করেন।

মিনা-

শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের স্থান মিনা। এখানেই আল্লাহতায়ালার আদেশে হজরত ইবরাহিম (আ.) হজরত ইসমাইলকে কুরবানির জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে দোয়া কবুল হয়।

রিয়াজুল জান্নাত-

হজরত আয়েশা (রা.) ঘর থেকে মসজিদে নববির মিম্বরের মধ্যস্থিত স্থান। বর্তমানে মসজিদে নববির যে অংশটুকুকে আলাদাভাবে পার্টিশন করে চিহ্নিত করা আছে, তা-ই রিয়াজুল জান্নাত। সেখানে নামাজ পড়া অনেক সৌভাগ্যের বিষয়। এখানে দোয়া করলেই মহান আল্লাহ কবুল করে নেন।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	০৭	২:৪৫	৪:৪২	০১:০৫	৬:৩৫	৯:১৮	১০:৩৬
শনিবার	০৮	২:৪৪	৪:৪২	০১:০৫	৬:৩৬	৯:১৮	১০:৩৬
রবিবার	০৯	২:৪৩	৪:৪১	০১:০৫	৬:৩৬	৯:১৯	১০:৩৮
সোমবার	১০	২:৪২	৪:৪১	০১:০৫	৬:৩৭	৯:২০	১০:৩৯
মঙ্গলবার	১১	২:৪২	৪:৪১	০১:০৫	৬:৩৭	৯:২১	১০:৪১
বুধবার	১২	২:৪০	৪:৪০	০১:০৬	৬:৩৮	৯:২১	১০:৪১
বৃহস্পতিবার	১৩	২:৩৯	৪:৪০	০১:০৬	৬:৩৮	৯:২২	১০:৪৩

মিসরের সিসি কেন এভাবে ইসরায়েলকে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন

আহমেদ আবদিন

মিসরের সীমান্ত লাগোয়া তাঁবুর শহর রাফায় গত রোববার (২৬ মে) ইসরায়েলি বিমান হামলায় ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহ চিত্র সারা বিশ্বকে শোকবিহ্বল করে তোলে।

এই গণহত্যা সে সময়ে সংঘটিত হলো, যখন গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থার পুরোটা প্রায় ভেঙে পড়েছে। আহত ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো এবং হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য 'ভগিনী মিসরের' প্রতি দেশটির জনগণের আবেদন বাড়ছে। কিন্তু মিসরের সরকার এই আবেদনের ব্যাপারে নীরব রয়েছে।

রাফায় ওই হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিসর সীমান্তে মিসরীয় ও ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে সংঘাতে দুজন মিসরীয় সেনার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় মিসরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে ক্ষোভের ঢেউ ওঠে।

মিসর সরকারের অবস্থান জনগণের মধ্যে ক্ষোভ আরও উসকে দেয়। এই সংঘাতের খবর ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমে যখন প্রচার চলছে তখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকা সংবাদমাধ্যমগুলো যথারীতি সরকারি ভাষ্যের জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

মিসরের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র অবশেষে একটি বিবৃতি দেয়, যেখানে উল্লেখ করা হয়, গোলাগুলির ঘটনার ব্যাপারে সেনাবাহিনী তদন্ত করছে। কিন্তু ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো ভাষ্য কিংবা হতাহতের কোনো তথ্য বিবৃতিতে দেওয়া হয়নি।

নিহত দুই সেনার শেষকৃত্যের সময়ও মিসর সরকার ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো অবস্থান ভিন্ন ছিল না। নিহত একজন সেনাসদস্য আবদুল্লাহ রামাদানকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়। কিন্তু রীতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনকালে নিহতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মিসরের সেনাবাহিনী তাদের একজন সেনাকেও সেখানে পাঠায়নি।

অপর সেনা ইব্রাহিম ইসলাম আবদেল রাজ্জাকের নিহত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে তাঁর দাফনের চিত্র দেখা যাচ্ছে, সেখানে সমবেত জনতাকে ইসরায়েলবিরোধী স্লোগানও দিতে শোনা গেছে।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধ শুরুর পর মিসরে জনগণের ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মিসর সরকারের অবস্থান জনগণের পুরোপুরি বিপরীতে।

মিসরের শাসকদের এই কৌশলনীতির জন্ম হয় ১৯৭৮ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পাদিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি অনুসারে। সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিসরে এই চুক্তিটিই একমাত্র কৌশলগত রূপকাঠামো। এই কৌশলনীতি মিসরের বর্তমান শাসকেরা অব্যাহতভাবে লাভবান হচ্ছেন, আর তাঁরা এই সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে কাজেও লাগাচ্ছেন।

সৌদি আরবের টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মিসরের তথ্যসেবা বিভাগের প্রধান তেল আবিবের সঙ্গে কায়রোর সম্পর্ককে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইসরায়েল ও মিসরের মধ্যকার চুক্তিটিকে একেবারে নিখুঁতভাবে মূল্যায়ন করা যায় এই ভাষ্য থেকে। চুক্তির মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বড় আরব রাষ্ট্র মিসরকে আরব-ইসরায়েল সংঘাত থেকে বের করে আনা গেছে। ধীরে ধীরে এটিই রাষ্ট্রটির 'পবিত্র' কৌশলনীতিতে পরিণত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের আমল থেকে মিসরের শাসকদের মধ্যে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কটি ইসরায়েলের সঙ্গে মিসরের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। এই ধারণা সিসির আমলে আরও পাকাপোক্ত হয়েছে। সিসি তাঁর ক্ষমতার প্রথম দিন থেকেই এই ধারণাই লালন করে চলেছেন এবং তাতে লাভবানও হয়ে আসছেন।

যুক্তরাষ্ট্র মিসরকে বছরে ১৩০ কোটি ডলার সহায়তা দিয়ে আসছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ইউরোপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের মিত্র সংস্থাগুলো মিসরকে আরও অতিরিক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে। সর্বশেষ আইএমএফের উদ্ধার প্যাকেজ মিসরকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে টেনে তুলেছে।

মিসরের এই কৌশলনীতি থেকে ইসরায়েলও বড় ধরনের লাভবান হচ্ছে। তারা কেবল প্রধান একটি আরব দেশকে সংঘাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছে না, ইসরায়েলি জনগণের কাছে এই ধারণাও প্রচার করতে পারছে যে মিসর তাদের অনুগত একটা দেশ। তারই দৃষ্টান্ত দেখা গেল, সীমান্তে মিসরীয় সেনা নিহত হওয়ার ঘটনায় এবং ফিলাডেলফিয়া করিডরের নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলি বাহিনী নেওয়ার পরও সিসি সরকারের নীরব অবস্থান।

ফিলাডেলফিয়া করিডরের ব্যাপারে ইসরায়েলকে মিসর সতর্ক ও হুমকি দিলেও শেষ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এখন ইসরায়েল বলছে যে মিসরের হুমকি-ধমকি ছিল শূন্য কলসের মতো আওয়াজ।

পশ্চিমের দুষ্কর্মের দোসর

এই সমীকরণ নিশ্চিতভাবেই আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির বর্তমান মেয়াদে ক্ষমতায় আসা ও থাকার ক্ষেত্রে মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে মিসরজুড়ে নানা নির্বাচনী অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী প্রার্থী আহমেদ তানতায়ির সমর্থকদের গ্রেপ্তার, ভোটদানে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা ঘটিয়েও পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সমালোচনার মুখে পড়তে হয়নি। রাফা সীমান্তে যেদিন সংঘাত হলো, সেদিন তানতায়িকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এ ঘটনাতেও নিশ্চুপ থাকে যুক্তরাষ্ট্র।

ইসরায়েলের সঙ্গে এই সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি মিসর ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় হাজির হয়েছে। মিসর চায় যেকোনো উপায়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংঘাত যেন বন্ধ হয়। তাদের ভয় হচ্ছে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে, বিশেষ করে সিনাই উপত্যকায় যদি ফিলিস্তিনিদের ঠাঁই দিতে হয়, তাহলে ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের শান্তিচুক্তি ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে।

সীমান্তে ইসরায়েলের সঙ্গে মিসরের সামরিক উত্তেজনা বাড়ছে। আর এই উত্তেজনাকে সিসি তার প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন, যে তিনি ফিলিস্তিনিদের প্রতিরক্ষক। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিসি সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পথ অনুসরণ করছেন। হোসনি মোবারক যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বলতে চাইতেন যে তাঁর সরকারের পতন মানে মুসলিম ব্রাদারহুড ক্ষমতায় আসা।

এখন সিসি বলতে চাইছেন, তাঁর সরকার ক্ষমতা থেকে যাওয়া মানে গণতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতায় আসা। আর সেই শক্তি ইসরায়েলের প্রতি বৈরী হবে। কিন্তু ইসরায়েলকে সুরক্ষা দেওয়ার পরও সিসির হাতেই যে সব সমীকরণ থাকবে, সেটা বলা যাবে না।

আহমেদ আবদিন: মিসরীয় সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ : মনোজ দে

জিয়াউর রহমান : অম্লান যার স্মৃতি

খায়রুল কবির খোকন

মাত্র ৪৫ বছরের জীবনকালে একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক যে নিজ রাষ্ট্র ও দেশবাসীকে ভালোবেসে সংগ্রামে, লড়াইয়ে আত্মত্যাগে নিজেকে কোন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

আজ ৩০ মে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৮১ সালের এইদিনে চট্টগ্রামে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে হত্যা করে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সেনা কমান্ডার মেজর জেনারেল মনজুর ও তাঁর অধীনস্থ কিছু সেনা অফিসারকে এই হত্যাকাণ্ডে দায়ী করা হলেও এর পেছনে সেনাবাহিনীর তৎকালীন শীর্ষ পদধারীরা কেউ কেউ সরাসরি যুক্ত ছিলেন বলে তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়া এবং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় সুবিধাভোগী হয়েছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। জিয়াউর রহমানের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের কাছ থেকে অবৈধ পন্থায় জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের ইতিহাস এই দেশের সব মানুষই জানেন।

আমরা যাব আমাদের জাতীয় বীর জিয়ার মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ঘটনাবলির পর্যালোচনায়। ১৯৭১ সালের মার্চে মেজর জিয়া ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডার। তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধিকার আন্দোলন ও পরবর্তীকালের স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জেনেছেন। জেনে বুঝে নিজের কর্তব্য পালনের অপেক্ষায় থেকেছেন। মেজর জিয়া সেই মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে সারাক্ষণ অপেক্ষায় ছিলেন বাঙালির জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনার জন্য। পাক দখলদার সেনাদের 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যাযজ্ঞ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মেজর জিয়া সেই ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (রাত একটা/দুটোর দিকে) চট্টগ্রাম নগরীতে তাঁর সহযোগী বাঙালি সেনা অফিসার ও সৈনিকদের (প্রায় তিন শো) নিয়ে পাক হানাদার সেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং দখলদার বিতাড়নের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। পরবর্তী তিরিশ/চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই মেজর জিয়া কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

মেজর জিয়া প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের এক নম্বর সেক্টরের কমান্ডাররূপে পাকিস্তানি দখলদারদের বিরুদ্ধে তাঁর বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান। জুলাই মাসের (১৯৭১) মধ্যেই মুক্তিবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড 'জেড ফোর্স' প্রতিষ্ঠিত হলে লে. কর্নেল পদোন্নতিপ্রাপ্ত জিয়া তখন ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে বাংলাদেশে পাক সেনাদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জিয়া নজিরবিহীন সাহসিকতায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। আওয়ামী লীগ সরকার জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বীরউত্তম' খেতাব প্রদান করে।

১৯৭২ সালের মধ্যভাগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। যদিও 'সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার' হিসেবে জিয়াউর রহমানের প্রথম সেনাপ্রধান (চিফ অব স্টাফ) হওয়ার কথা ছিল। জিয়াউর রহমান সেনা উপপ্রধানের দায়িত্ব যথারীতি দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পালন করেন। জিয়াউর রহমান পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ফারুক রশীদ ডালিম 'বিদ্রোহী গোষ্ঠীর' কোনো তৎপরতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। আওয়ামী লীগ নেতারা ইদানীং যে অভিযোগ জিয়ার বিরুদ্ধে করছেন তাতে সত্যতার লেশমাত্র নেই। তখনকার পরিস্থিতি এমনি ছিল যে, সেনাপ্রধানকে ডিঙিয়ে সেনা উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়ার পক্ষে কোনো বিদ্রোহে জড়ানোর প্রশ্নই আসে না এবং জিয়াউর রহমান সে রকম নির্বোধ সামরিক অফিসারও ছিলেন না।

পঁচাত্তরের আগস্টে পটপরিবর্তনের পরে তখনকার সরকার জিয়াকে সেনাপ্রধান করেন তাঁর দক্ষতা, মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান ও সেনাবাহিনী পরিচালনায় তাঁর যোগ্যতা বিবেচনায় রেখেই। সেই পদোন্নতি জিয়ার পক্ষে গ্রহণ না করার প্রশ্ন আসছে কেন? যেখানে আওয়ামী লীগ ও বাকশাল সরকারের বেশির ভাগ মন্ত্রী ও নেতা পরবর্তী সরকারের মন্ত্রী ও অন্য কর্মকর্তা হয়েছেন।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহি জনতার অভ্যুত্থানে সবার সমর্থনে নতুন সরকারে দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হন-ডেপুটি চিফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদ লাভ করেন। বস্তুত, জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান হিসেবে সেই পদে বসান সিপাহি জনতার অভ্যুত্থানকারীরা। দেশবাসীর সমর্থনেই তিনি এ দেশে জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এরপরের ইতিহাস জিয়াউর রহমানের আরেকটি নতুন যুদ্ধ শুরুর। তিনি দেশব্যাপী স্বেচ্ছাশ্রমে খাল কাটা কর্মসূচি, গ্রামে গ্রামে জনগণের দুয়ারে দুয়ারে হেঁটে পৌঁছে যাওয়া, মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের মানবসম্পদ রপ্তানি কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া, দেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ভিত তৈরি করা ও শিল্পকারখানা গড়ার কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে নেওয়া, গণচীনসহ মধ্যপ্রাচ্য ও অন্য সব মুসলিম দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন, ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় নেতৃত্ব দেওয়া, সব দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করা, ইরান ইরাক যুদ্ধ বন্ধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে নেতৃত্বদান, আর নিজ রাষ্ট্রে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টায় সেচ কাজসহ সার্বিক কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম আধুনিকায়নে ভূমিকা রাখেন। এবং অবিরাম ফসল বাড়ানো, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের আদর্শে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি প্রতিষ্ঠা, নিজ রাষ্ট্রকে সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে ফিরিয়ে আনা-ইত্যাদি কাজে আহার নিদ্রা সময়মতো না করে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়া ছিল জিয়ার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান।

সাফল্যও তিনি পেয়েছেন ব্যাপকভাবে। দেশি-বিদেশি ভূ-রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছেন, জিয়াউর রহমান ১৯৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮ সময়কালে বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ না পেলে বাংলাদেশ আফগানিস্তানের মতো ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতো। আর লাখ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা পড়ত। তাঁরা জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বের প্রশংসা করে অনেকেই তাঁকে একজন রাষ্ট্রনায়ক আখ্যায়িত করেছেন। সার্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি।

এটা স্বীকার করতেই হবে-জিয়ার মধ্যে অসাধারণ দেশপ্রেম সৃষ্টি হয়েছিল সেই পঞ্চাশ-ষাট দশকে পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং একজন জুনিয়র অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়। তিনি সাহসিকতায়, যুক্তি বুদ্ধিতে, সামরিক কৌশলের দক্ষতায় একজন নজিরবিহীন সেনানায়ক ও পরে রাষ্ট্রনায়ক হতে পেরেছিলেন। আমাদের এই রাষ্ট্রে তাঁর স্মৃতি চির অম্লান থাকবে।

আনার, শাহীন, শিমুল যখন সমাজে নায়ক হয়ে ওঠে

শরীফুজ্জামান আগা খান

বাল্যবন্ধু আক্তারুজ্জামান শাহীনের পরিকল্পনায় ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি আনোয়ারুল আজিম আনার খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কলকাতায় শাহীন ও আনারের সোনা চোরাচালান, হুন্ডি এমনতরো যৌথ ব্যবসার কারবার রয়েছে। কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী গ্রামে জার্মান শেফার্ড কুকুরের প্রহরার শাহীনের আলিশান বাংলোবাড়ির অন্যতম ভিআইপি অতিথি ছিলেন আনার। সেখানে অবৈধ কারবারের পরিকল্পনা ও লেনদেন জমিয়ে তুলতে মদের আসর আর জলসার আয়োজন হতো। নায়িকা-গায়িকার উদ্দাম নৃত্যে টাকার বান্ডিল উড়ত। শাহীনের বাংলোবাড়ির জব্দ করা সিসিটিভি ফুটেজে পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও নিয়মিত যাতায়াতের প্রমাণ মিলেছে। কলকাতায় শাহীনের রক্ষিতা সিলেস্তি রহমানের আহ্বানে সাড়া দিতে এমপি আনার নিউটাউন এলাকার সঞ্জীবা গার্ডেনের একটি ফ্ল্যাটে যান। ফ্ল্যাটটি শাহীনের ভাড়া করা। সেখানে আবার কালোবাজারির সোনা লেনদেনের আলাপ হওয়ার কথা ছিল। পথে এক লাল গাড়িতে খুন বাস্তবায়নের দায়ে অভিযুক্ত শিমুল ভূইয়া তাকে রিসিভ করেন। তিনি নিঃসংশয়ে শিমুলের গাড়িতে গিয়ে ওঠেন। এসব ঘটনায় আগে থেকে এদের পরস্পরের সম্পর্কের রসায়ন বোঝা যায়।

আনারকে বীভৎস, নারকীয় কায়দায় খুন করা হয়েছে বলে খবর পরিবেশিত হচ্ছে। এতে পাঠকের মনে হবে তাকে বুঝিবা খুব যন্ত্রণা দিয়ে মারা হয়েছে। ঘটনা কিন্তু তা নয়। তাকে মারা হয়েছে চেতনানাশক স্প্রে করে অজ্ঞান করার পর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে। কাজেই মরার সময় তার কোনো সেন্স ছিল না। এরপর কসাই মৃত প্রাণী প্রসেস করার ক্ষেত্রে যা করে, লাশ গায়েব করতে জিহাদ সেই কাজটাই করেছে।

হুন্ডি ব্যবসা, খুন-খারাবি, সোনা চোরাচালানসহ আরও নানাবিধ অপকর্মের দায়ে আনারের বিরুদ্ধে ২১টি মামলা ছিল। আর ৩টি হত্যা মামলাসহ শিমুলের নামে ডজনখানেক মামলা রয়েছে। তবে এ দুজনার নামে বিস্তর মামলা থাকলেও শাহীনের নামে কোনো মামলার কথা জানা যায় না। মার্কিন পাসপোর্টধারী আন্ডারওয়ার্লডের কারবারি শাহীন দেশ-বিদেশ করে বেড়িয়েছে। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' কায়দায় চলেছে।

আন্ডারওয়ার্লডের এ তিনজন ব্যক্তির উত্থানের কাহিনি আলাদা রকম। আনার বরাবর সরকারি দল করতে চেয়েছে। কারণ সে জানত, সে যে ধরনের কায়কারবারে লিপ্ত, তাতে সরকারি দলের আশ্রয়-প্রশয় এবং পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। কলেজ জীবনেই সরকারি দল জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছে। সে সময় সাইকেলে কালোবাজারির মাল টানাও শুরু করেছে। তখন এপার থেকে প্রকাশ্যেই জাপানি ভিসিপি ওপারে যেত। আর ওপার থেকে ফেনসিডিল আসত। সাইকেল থেকে মোটরসাইকেলে প্রমোশন পেতে এবং দলবলের বহর বাড়াতে আনারের বেশি সময় লাগেনি। বিএনপি ক্ষমতায় এলে আনার বিএনপিতে যোগ দিয়েছে। ১৯৯৬-তে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছে। ইতোমধ্যে অপরাধের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। বিভিন্ন সময়পর্বের অস্ত্র ও বিস্ফোরক, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, চরমপন্থিদের আশ্রয়-প্রশয় দেওয়ার মামলা সেই তথ্যই হাজির করে। ২০০১ সালে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে তার পক্ষে সরকারি দল করা সম্ভব হয়নি। কারণ ওই দল থেকে মাত্র কয়েক বছর আগে বেরিয়ে আসায় চি[illegible]ত হয়েছিল সে। এ সময় তার মামলাগুলো গতি পেয়েছে। অগত্যা গ্রেফতার এড়াতে ভারতে পালিয়েছে। বিপদ কেটেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চলে যাওয়ার পর। এতদিনে নির্যাতিত আওয়ামী নেতার তকমা মিলেছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে ভারতে থাকাকালে কোনো কালোবাজারি কিংবা বন্ধু শাহীনের কোনো ফ্ল্যাটেই হয়তো সে অবস্থান করেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তার মামালাগুলো একে একে খারিজ হয়ে গেছে। এমনকি ইন্টারপোলের ওয়ারেন্টভুক্ত আসামির তালিকায়ও নাম থাকেনি। এলাকাবাসী তার খুঁটির জোরের বার্তা পেয়েছে। বুঝে গেছে তাকে সমঝে চলতে হবে।

শিমুল ভূইয়া পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা। ডিবিপ্রধানের ভাষায়-গলাকাটা পার্টির নেতা। প্রতিপক্ষ সরদার পরিবারের উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। দীর্ঘ সময় জেল খেটেছে। একাধিক খুন করার পরও জেল থেকে ফিরে আসায় এলাকায় ভয়-সমীহমিশ্রিত ভাবমূর্তি তৈরি হয় তার। তখন তার নামে চাঁদাবজি চলতে অসুবিধা হয়নি।

শাহীন সরাসরি রাজনীতিতে জড়ায়নি। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ছিল। জাহাজে চাকরি করা অবস্থায় মাদক ও সোনা চোরাচালানে হাত পাকিয়েছে। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাদক, সোনা, হুন্ডির আন্তর্জাতিক কারবারি বনে গেছে।

অবৈধ কারবারের সঙ্গে কীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্মিলন ঘটাতে হয়, সে বিষয়ে এরা ছিল অভিজ্ঞ। ভোট নিয়ন্ত্রণ, পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে নির্বাচনে কলকাঠি নাড়ানোর কৌশল এদের জানা। আনার পর পর তিনবার এমপি হয়েছে। এমপি হওয়ার পেছনে শাহীনের টাকা ও যোগাযোগের ভূমিকা থাকার সম্ভাবনাই সমধিক। আনার এমপি হওয়ার পাশাপাশি উপজেলা চেয়ারম্যান এবং মেয়র পদে নিজের লোক বসিয়েছে। তার পক্ষভুক্ত ব্যক্তিদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে পাশ করিয়ে এনেছে।। এমনকি কালীগঞ্জ উপজেলার বাইরেও সে প্রভাব বিস্তারে প্রয়াস পেয়েছে।

খুলনা মহানগর লাগোয়া এক ইউনিয়নে শিমুল ভূইয়ার ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে তার ভাই চেয়ারম্যান হয়েছে। তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য পদে প্রার্থী হলে অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস দেখায়নি। এটা স্পষ্ট, ক্ষমতাসীন দলের আশীর্বাদ ছাড়া এ রকম প্রভাব বিস্তার সম্ভব নয়।

শাহীন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। পরিবার নিয়ে মার্কিন মুলুকে থাকে। সেখানকার নাগরিক। অন্ধকার জগতে না এলেও তার অর্থকড়ির অভাব ছিল না। শাহীনের বিপথগামী হওয়া থেকে পরিবার তাকে নিবৃত করতে পারেনি। হয়তো করতে চায়ওনি। যে দুষ্টচক্রে তার বিচরণ, এদেশে ক্ষমতাচর্চার জন্য সেটা প্রয়োজন। ক্ষমতার আকর্ষণ, অন্যদিকে অর্থের সীমাহীন লোভ তাকে বিপথে ঠেলে দিয়েছে। সে তার অবৈধ কারবারের প্রয়োজনে রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছে। সরাসরি রাজনীতিতে না জড়ালেও নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছে। মেয়র নির্বাচনের আগে কয়েকদিন এলাকায় ঘুরে গেছে। এতেই ভাইয়ের জন্য যথেষ্ট কাজ হয়েছে।

যশোর শিল্পকলা একাডেমিতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকের সারিতে ছিলাম। আমার পাশে বসা মহিলার পরিচয় নিয়ে জানলাম তিনি কালীগঞ্জের এক কলেজের শিক্ষিকা। মনে পড়ল, ওই কলেজের এক শিক্ষককে দুবছর আগে এমপি আনার কলেজে গিয়ে থাপ্পড় মারার খবর আলোচিত হয়েছিল। মার খাওয়ার পরও ওই শিক্ষক বলেছিলেন, এমপি সাহেব ভালো লোক। তাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আমার বাড়ি কোটচাঁদপুর বলতেই তিনি মন্তব্য করলেন, আপনারা তো ফেমাস হয়ে গেলেন। দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক-অর্থনীতিক বাতাবরণে আনার, শাহীন, শিমুলদের মতো নেতি চরিত্রগুলো আমাদের পরিচয়ের ওপর ছাপ ফেলে।

শরীফুজ্জামান আগা খান : শিক্ষক ও গবেষক

আইসিসির গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে ইসরাইল কেন ভীত

সোলায়মান তুষার

গত ২০ মে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রধান কৌঁসুলি করিম খান ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট ও হামাসের শীর্ষনেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছেন। আইসিসির প্রধান আইনজীবী ওইদিনই একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, গাজায় ইসরাইলের যুদ্ধের শুরু থেকে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট উপত্যকাটিতে যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ তার কাছে রয়েছে। গাজায় নির্বিচার হামলা চালিয়ে প্রায় ৩৭ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরাইল। আইসিসির প্রধান আইনজীবী হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার, মোহাম্মদ দেইফ ও ইসমাইল হানিয়াকে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে অপরাধ তদারকির জন্য অভিযুক্ত করেছেন। ওইদিন দক্ষিণ ইসরাইলে হামাসের হামলায় ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হন। তারা ২৫০ জনকে আটক করে নিয়ে যায়।

গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইল ও তার পশ্চিমা মিত্ররা, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নড়েচড়ে বসেছে। তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তারা। প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন হামাস নেতারাও। মানবাধিকার সংগঠনগুলো আইসিসির উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। ইসরাইলের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন বিটসেল্ম বলেছে, এ গ্রেফতারি পরোয়ানা 'ইসরাইলের নৈতিক অধঃপতনের' প্রতীক। বর্তমানে আইসিসির সদস্য বা রোম চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ ১২৪টি। এর মধ্যে রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র নেই। ইসরাইলও এতে স্বাক্ষর করেনি।

গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হলে ইসরাইলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী তার পশ্চিমা মিত্র দেশগুলোতেও সফর করতে পারবেন না, কেবল যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া। এমনকি ইউরোপীয় দেশগুলোতে সফরে গেলে তিনি গ্রেফতারের সম্মুখীন হবেন। ইসরাইল যুগ যুগ ধরে মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকলেও এবারই প্রথম আইসিসিতে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হলো। রোম চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সব দেশ আইসিসিকে সহযোগিতা করতে বাধ্য। কারও বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হলে এসব দেশ সফরে তাকে অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। এর ফলে নেতানিয়াহু ও গ্যালান্টের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও বিদেশ সফরের সুযোগ কমে যাবে। উল্লেখ্য, ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধ এবং শিশুদের ইউক্রেন থেকে অবৈধভাবে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ২০২৩ সালের ১৭ মার্চ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আইসিসি। আইসিসির গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকায় ভারতের নয়াদিল্লিতে ২০২৩ সালের ৯-১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জি২০ সম্মেলনে অংশ নিতে পারেননি পুতিন। গ্রেফতার এড়াতে ওই বছর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিকস সম্মেলনেও অংশ নেননি পুতিন।

আইসিসি প্রতিষ্ঠার পর কোনো পশ্চিমা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেনি। এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিচারের এ হাতিয়ারকে কেবল শত্রু ও দুর্বল রাষ্ট্রের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে অবস্থিত আইসিসির প্রাক-বিচার চেম্বারের বিচারকদের একটি প্যানেল গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির বিষয়ে আইসিসির প্রধান আইনজীবীর করা আবেদন পর্যালোচনা করবেন। বিশেষ ব্যতিক্রম না হলে আইসিসি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করবে। গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে তা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ক্ষতির কারণ হতে পারে। বর্তমানে আইসিসির সদস্যরাষ্ট্র ১২৪টি। অভিযুক্তরা আইসিসির কোনো সদস্যরাষ্ট্রে গেলে গ্রেফতার হতে পারেন।

রোম চুক্তির মাধ্যমে ২০০২ সালে আইসিসি গঠিত হয়। এর গঠনতন্ত্রে বলা হয়, প্রতিটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের নিজ দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধীদের বিচারকাজ পরিচালনা করা। আইসিসি শুধু তখনই হস্তক্ষেপ করে, যখন একটি রাষ্ট্র এমন অপরাধীর বিরুদ্ধে তদন্তে অস্বীকৃতি জানায় বা অসমর্থ হয়। এ চুক্তির অনুচ্ছেদ ৪, ১২ ও ২৫ অনুযায়ী, আইসিসি শুধু তার সদস্যরাষ্ট্রে অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী কোনো অপরাধ হলে অপরাধীর বিচার করতে পারে। এ ছাড়া রোম চুক্তির ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ স্পেশাল রেজুলেশন করে আইসিসিকে ক্ষমতা অর্পণ করলে সদস্যরাষ্ট্রের বাইরে হলেও আইসিসি বিচার পরিচালনা করতে পারে।

এটা সত্য, ইসরাইল আইসিসির সদস্যরাষ্ট্র নয়; কিন্তু অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে সংঘটিত সব অপরাধের বিচারের ব্যাপারে আইসিসিকে ২০১৫ সালে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। ফলে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট ও অন্যদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ও বিচারের এখতিয়ার আইসিসির রয়েছে। আইসিসির আসলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সামর্থ্য নেই। আইসিসির কোনো পুলিশ বা নিরাপত্তা কর্মী নেই। কাউকে গ্রেফতারে আইসিসিকে সদস্যরাষ্ট্রের সরকারের সহযোগিতার ওপরই নির্ভর করতে হয়।

বস্তুত ২০০২ সালে আইসিসি গঠনের পর এ আদালত গুটিকয়েক বিচার কার্যক্রম শেষ করতে পেরেছে-সবক'টি গরিব ও দুর্বল রাষ্ট্রের অপরাধীদের। শক্তিশালী রাষ্ট্রের কোনো অপরাধীর বিচার আইসিসি শুরুই করতে পারেনি। ইসরাইল যুগ যুগ ধরে ফিলিস্তিনে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ চালালেও আইসিসি নীরব ছিল। এবার ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে আইসিসিতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদনে নড়েচড়ে বসেছে ইসরাইল ও তার পশ্চিমা মিত্ররা। আইসিসির নিজস্ব পুলিশ বাহিনী না থাকলেও আইসিসির গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির একটা আইনি ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য রয়েছে, যার কারণে ইসরাইল ভীত। একই কারণে ইসরাইলের পশ্চিমা মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, গ্রেফতারি পরোয়ানার জন্য আবেদন করাটা অবমাননাকর।

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি এবং তাদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়তো আরও কিছুদিন প্রয়োজন হবে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদনেই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসরাইলের সমর্থনে ভাটা পড়েছে। আইসিসি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হবে এমন ঘোষণা ইতোমধ্যে দিয়েছে বেশ কয়েকটি দেশ। আইসিসির চিফ প্রসিকিউটর কর্তৃক ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির বিষয়ে সমর্থন জানিয়েছে বাংলাদেশও। এখন আইসিসি কী উদ্যোগ নেয়, সেদিকে তাকিয়ে আছে পুরো বিশ্ব।

ব্যারিস্টার সোলায়মান তুষার : সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ও আন্তর্জাতিক আইনের গবেষক

বেনজির-আজিজ দুর্নীতি কাণ্ডে হতবাক দেশবাসী

দিয়ে আরেকটি নোটিশ পাঠানোর বিষয়ে অনুমোদন দিতে পারে। এরপরও হাজির না হলে বেনজীর ও তার স্ত্রী-সন্তানের নামে দুদক আইনের ২৬(১) ধারা অনুযায়ী সম্পদবিবরণী দাখিলের আদেশ জারি, ২৭(১) ধারা অনুযায়ী জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলা কিংবা অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি মর্মে অভিযোগ পরিসমাপ্তি করার বিধান রয়েছে। শেষ পর্যন্ত দুদকে হাজির না হলে সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হতে পারে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এরই মধ্যে গাজীপুরে ভাওয়াল রিসোর্টের জমি দখলের ঘটনায় মামলা করেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগীরা। ২ জুন গাজীপুরের প্রথম যুগ্ম জেলা জজ নাজমুন নাহার মামলাটি আমলে নিয়ে সমন জারির নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার বাদী হয়েছেন ছয়জন। তারা হলেন ঢাকার কলাবাগান থানার সার্কুলার রোডের বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা বজলুল হক, তার ভাই ডা. সিরাজুল হক, বোন সামসুন্নাহার এবং ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা জাহিদুল হক, নিশাত তসলিম ও পারভীন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী জাহাঙ্গীর হোসেন সরকার সাংবাদিকদের বলেন, এ মামলায় বিবাদীরা হলেন ভাওয়াল রিসোর্ট অ্যান্ড স্পার প্রতিষ্ঠাতা ও আম্বার গ্রুপের চেয়ারম্যান শওকত আজিজ রাসেল, স্থানীয় উত্তর বানিয়ারচালা গ্রামের রফিকুল ইসলাম মাস্টার, ভাওয়াল রিসোর্ট অ্যান্ড স্পার ম্যানেজার সুমন ও কামরুল ইসলাম। একই সঙ্গে বিবাদী করা হয়েছে গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), গাজীপুর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও মির্জাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সহকারী ভূমি কর্মকর্তাকে।

তবে রিসোর্টটি স্থানীয় লোকজনের কাছে 'আইজিপি রিসোর্ট' হিসাবে পরিচিত। অভিযোগ আছে, সাবেক আইজিপি ক্ষমতার অপব্যবহার করে রিসোর্টটি তৈরি করেছেন। জানা যায়, ২৩ ও ২৬ মে দুদকের আবেদন আমলে নিয়ে বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী-সন্তানদের নামে থাকা বিভিন্ন সম্পত্তির দলিল, ঢাকায় ফ্ল্যাট ও কোম্পানির শেয়ার জব্দের (ক্রোক) নির্দেশ দেন ঢাকা মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন। ওই আদেশের ফলে সোমবার পুঁজিবাজারের ইলেকট্রনিক্স শেয়ার সংরক্ষণাগার সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেডকে (সিডিবিএল) বেনজীর আহমেদ ও তার স্ত্রী-সন্তানের নামে থাকা সব বিও হিসাব (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স অ্যাকাউন্ট) ফ্রিজ করে রাখতে নির্দেশ দিয়েছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এ আদেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় হিসাবগুলোয় শেয়ার ও অর্থ লেনদেন করা যাবে না।

আদালতের আদেশে দেখা গেছে, বেনজীর আহমেদের বিও হিসাব রয়েছে আইএফআইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড ও ড্রাগন সিকিউরিটিজ লিমিটেড নামের ব্রোকারেজ হাউজে। আর সাউথইস্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড ও ইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেডে তার স্ত্রী জিশান মির্জা, ইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেডে বড় মেয়ে ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীর এবং ডাইনেস্টি সিকিউরিটিজ লিমিটেডে ছোট মেয়ে তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীরের নামে বিও হিসাব আছে। বিএসইসির আদেশে বলা হয়েছে, মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ৫টি ব্রোকারেজ হাউজে বেনজীর ও তার স্ত্রী-সন্তানের নামে থাকা ৬টি বিও হিসাব পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো। আদালতের আদেশ মোতাবেক ওই হিসাবগুলোর ওপর অবরুদ্ধকরণ আদেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় অর্থ উত্তোলন করা যাবে না।

আরও জানা যায়, ২৬ মে বেনজীর আহমেদ ও তার স্ত্রী-সন্তানের নামে থাকা ১১৯টি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ দেন আদালত। এগুলোর মধ্যে রাজধানীর গুলশানে ৪টি ফ্ল্যাট, সাভারের একটি জমি ছাড়াও মাদারীপুরের ১১৪টি দলিলের সম্পত্তি রয়েছে। এর আগে ২৩ মে ৮৩টি দলিলে ক্রয়কৃত সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। সেই সঙ্গে ৩৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও তার সিকিউরিটিজের (শেয়ার) টাকা অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের বিপুল সম্পদের তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এরপর ১৮ এপ্রিল তার সম্পদের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।

নামে-বেনামে আজিজের যত সম্পদ

আজিজ আহমেদ। ডাক নাম ফারুক। এক সময়ের মহাপরাক্রমশালী জেনারেল। কাজ করতেন খেয়াল-খুশিমতো। তিনি একজন আদর্শ ভাইও বটে। শীর্ষ সন্ত্রাসী ভাইদের বাঁচাতে আজিজ আহমেদের ভূমিকা ছিল অভাবনীয়। সন্ত্রাসী ভাইদের নানা সুবিধা, ফাঁসি থেকে বাঁচানো, ব্যবসায়িক সহায়তা, অনৈতিক সুবিধা, সন্ত্রাসীর তালিকা থেকে বাদ দেয়া, ইন্টারপোলের রেড নোটিশ গায়েব, ভুয়া এনআইডি ও পাসপোর্ট তৈরিতে সহায়তা, ফ্ল্যাট, প্লট, বাড়ি, গাড়ি, হোটেল-রিসোর্ট এমনকি বিদেশে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনে ভাইদের সহায়তা করেছেন এই দাপুটে জেনারেল। আলোচিত ছিলেন নিজের কর্মগুণেও। শুধু ভাইদের জন্য নয়। নিজেও রিসোর্ট, বাংলোবাড়ি, ফ্ল্যাট, প্লট, শত বিঘা জমি কিনে তেলেসমাতি দেখিয়েছেন।

অনিয়ম ও পদ ব্যবহার করে দুর্নীতির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছেন আজিজ। দেশজুড়ে তাকে নিয়ে চলছে নানা আলোচনা- সমালোচনা।

নামে-বেনামে যত সম্পদ:

ঢাকা জাতীয় দৈনিক মানবজমিনের অনুসন্ধানে আজিজ আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে। রাজধানীর তুরাগ নদ ঘেঁষা আমিনবাজার বড় বরদেশী মৌজায় সিলিকন সিটি হাউজিংয়ে আরএস ১৩০৩ নং দাগে ৭৫ কাঠা, ১৩১১ নং দাগে ৩০.৬ কাঠা, ১৭৬১ দাগে ৮০ কাঠা জমি রয়েছে আজিজ আহমেদের। ওই জমিতে তার একটি বাংলো বাড়ি রয়েছে। উঁচু দেয়ালে ঘেরা বাড়িতে হরেক রকম গাছ ও পশুপাখি লালনপালন করা হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন আনসার সদস্যরা। সময় পেলেই এই বাড়িতে ছুটে যান আজিজ আহমেদ। মাঝেমধ্যেই স্কুল-কলেজের বন্ধুদের নিয়ে এই বাড়িতে আড্ডা দেন। এমন কয়েকটি ছবিও মানবজমিনের হাতে রয়েছে। সিলিকন সিটি হাউজিংয়ে আজিজ আহমেদের বড় ছেলে ইরফান আহমেদ সাদিব পরিচালক পদে রয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি হাইকোর্ট সিলিকন সিটির সব কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন। এ ছাড়া সিলিকন সিটিতে আজিজ আহমেদের ছোটভাই তোফায়েল আহমেদ জোসেফের নামে প্রায় ২০০ কাঠা জমি আছে। অভিযোগ রয়েছে, জেনারেল আজিজ আহমেদ সেনাপ্রধান থাকা অবস্থায় সিলিকন সিটি হাউজিংয়ের এমডি সরোয়ার খালেদকে জমি দখলে সহায়তা করায় আজিজ ও তার পরিবারকে এই সম্পত্তি উপহার দেয়া হয়।

সিলিকনের ম্যাপেও আজিজ পরিবারের সম্পত্তির নির্দেশিকা দেখা গেছে। এ ছাড়া আশুলিয়ার ইয়ারপুর ইউনিয়নের মনোসন্তোষপুর মৌজায় পূর্ণিমারচালা এলাকায় আরএস ১৭১ ও ১৭২ নং দাগে আজিজ আহমেদের প্রায় ২১ বিঘা জমির সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০১৮ সালের স্থানীয় ঈমান আলী, আব্বাস উদ্দিন, খোরশেদ আলম ও ফারুকের মাধ্যমে এই জমি কেনেন আজিজ আহমেদ। ১৭১ দাগের জমিতে উঁচু প্রাচীরঘেরা একটি বাংলোবাড়ি আছে। পাশের ১৭২ দাগে ইটের রাস্তার পাশে প্রায় ৫ বিঘা জমি বাউন্ডারি করে রাখা আছে। ভেতরে ছোট্ট একটি ঘরে আজিজ আহমেদের বাসার কাজের লোক সাবেক সৈনিক মাইন উদ্দিন সুমন তার পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। তিনি প্রায় ২ বছর ধরে এই সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্বে আছেন। সরজমিন গিয়ে আজিজ আহমেদের জমির নিরাপত্তারক্ষী মাইন উদ্দিন সুমনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমার বাড়ি বছিলা ঘাটারচর। আমি আজিজ স্যারের বাসায় কাজ করতাম। অবসরে যাওয়ার পরে আমারও চাকরির মেয়াদ শেষ হয়। পরে আমি এখানে চলে আসছি। এই জমির মালিক কে জানি না। তারা (আজিজ) আমাকে এখানে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি দায়িত্ব পালন করছি। আমার কাজ শুধু দেখাশোনা করা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, আজিজ আহমেদ প্রায়ই এই জমি দেখতে আসেন। আশুলিয়া জিরাবোর ফারুক হোসেন তাকে এই জমি কিনে দিয়েছেন। ২০১৮ সালে সেনাবাহিনীর গাড়ি নিয়েই তিনি এখানে আসতেন। এখন কম আসেন। তার ভাই জোসেফ ২ থেকে ৩ মাস পর পর আসেন। কয়েকটি গাড়ি নিয়ে আসেন। জমি দেখে আবার চলে যান। শুনেছি আজিজ আহমেদ জমিগুলো ফারুক হোসেন ব্যাপারীর নামে কিনেছেন। পরে তার কাছ থেকে পাওয়ার নিয়ে রেখেছেন।

তার মনোসন্তোষপুর মৌজায় ৫০ বিঘার উপরে জমি আছে। ফারুকের যত জমি সবগুলোই আজিজ আহমেদের। এ ছাড়া মোহাম্মদপুর রামচন্দ্রপুর মৌজায় জাকের ডেইরি ফার্মের অপর পাশে আরএস ৫৮২ নং দাগে আজিজ আহমেদের ৪ কাঠার দুটি প্লট আছে। প্লট দুটির দাম আনুমানিক ৬ কোটি টাকা। ওই প্লটে আজিজ আহমেদের নামে সাইনবোর্ড ছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পরদিন ওই সাইনবোর্ড সরিয়ে নেয়া হয়। একই মৌজায় মোহাম্মদিয়া হাউজিং লিমিটেড ৪নং রোডে কুবা মসজিদের গলিতে ৯৯ নং বাসায় আজিজ আহমেদ ও তার ভাইদের নামে বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট রয়েছে। বাড়িটি নির্মাণ করা ইউনিক হোলডিংয়ে এক কর্মকর্তা বলেন, ২০০৫ সালে বাড়িটি নির্মাণের সময় আজিজ আহমেদের ভাইয়েরা নির্মাণে বাধা দেন। প্রায় ৫ মাস নির্মাণকাজ বন্ধ ছিল। পরে তাদের ফ্ল্যাট দেয়ার শর্তে নির্মাণকাজ শেষ করা হয়। ওই বিলডিংয়ে তাদের নামে কয়েকটি 'দানের' ফ্ল্যাট রয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের ওই ফ্ল্যাট দিতে হয়েছে। তাই দানের ফ্ল্যাট বললাম। এ ছাড়া ভাকুর্তা ইউনিয়নের বাহেরচর এলাকায় শ্যামলাপুর মৌজায় আজিজ আহমেদের নামে বেশ কিছু প্লটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে শ্যামলাসি কলাতিয়া পাড়ার পেছনে জমজম হাউজিংয়ের রাস্তার ডান পাশে ৮০ শতাংশের প্লট, এর একটু দূরেই ৫০ শতাংশের আরেকটি প্লট আছে আজিজ আহমেদের। এ ছাড়া শ্যামলাসি দুদু মার্কেট এলাকায় অ্যাকটিভ প্রিক্যাডেট স্কুলের পাশে ১৭ শতাংশের একটি প্লট রয়েছে তার। ওই জমি বিক্রির চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে। ভাকুর্তা ইউনিয়নের শ্যামলাপুর মৌজার বাহেরচর ও লুটেরচর এলাকায় আজিজ আহমেদের সহায়তায় বিপুল পরিমাণ জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে তার বড় ভাই আনিস আহমেদের ছেলে আসিফ আহমেদের বিরুদ্ধে। সিএস ৩৪৩ ও ৩৪৪, আরএস ২৫০২ দাগে ৭৮ শতাংশ। জমিটি আগে সেজান জুসের মালিকানায় ছিল।

এ ছাড়া শ্যামলাপুর মৌজায় আরএস ২৬৬৪ দাগে ৯৮ শতাংশ জমি আছে। জমিটি আগে ছিল লুটেরচর বড় মসজিদ ও বছিলা মসজিদের। এই জমিতে ৩৮টি প্লট তৈরি করে চারদিকে প্রাচীর দিয়ে রাখা হয়েছে। পাশের প্লটেই এসএ ৮২৫, আরএস ২৫০০ ও ২৫০১ দাগে আজিজ আহমেদের বোন জামাই নুরুল ইসলামের ৩৯ শতাংশ জমি রয়েছে। এই জমির মালিক ছিলেন খোরশেদ আলম। পুরো জায়গাটি ইটের প্রাচীর তৈরি করে জিনি পাওয়ার টেকনোলজি লিমিটেডের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া চরওয়াশপুরে আসিফের নামে ৫২ শতাংশ জমি আছে। এই জমির একটি সাইনবোর্ড প্রতিবেদকের কাছে আছে। শ্যামলাসি স্কুলের পাশে রাস্তা থেকে নেমে আরএস ২৮৮৬ দাগে ৫ কাঠা জমিতে আজিজ আহমেদের একটি একতলা বাড়ি আছে। ওই বাড়িটি তিনি তার বোনকে লিখে দিয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

আজিজ পরিবারের যত বাড়ি

মিরপুর ১২নম্বরের সিরামিক ৪নং গেইটের পাশে বঙ্গবন্ধু কলেজ রোডে ৫ কাঠার প্লটে আজিজ আহমেদের একটি ১০তলা বাড়ি রয়েছে। বাউনিয়া মৌজায় বাড়ি নং ১৩/১৪ ব্লক ডি, এভিনিউ-২, মিরপুর-১২, পল্লবী। ওই বিলডিংয়ে ২১টি ফ্ল্যাট রয়েছে। ২০১৮ সালে বাড়ি নির্মাণের পরে হাউজিং কোম্পানির কাছ থেকে বাড়িটির নিয়ন্ত্রণ নেন আজিজ আহমেদ। গত ২৫শে মে বাড়িটির নামফলক মুছে ফেলা হয়। ভবনের অধিকাংশ ফ্ল্যাট ফাঁকা আছে।

এলাকাবাসী জানান- আজিজ আহমেদের ম্যানেজার বাড়িটি বিক্রির জন্য স্থানীয় জমি কেনাবেচাকারীদের কাছে দৌড়ঝাঁপ করছেন। অনেকে বাড়ি দেখেও গেছেন। তবে বিক্রি হয়েছে কিনা তা কেউ বলতে পারছে না। মিরপুর সিরামিক ৪নং গেইটের ঠিক উলটোপাশে বাউনিয়া মৌজায় ৩ কাঠা প্লটে আজিজ আহমেদের টিনশেডের আরেকটি বাড়ি রয়েছে। বাড়ির সম্মুখভাগে ৪ থেকে ৫টি দোকান রয়েছে। যা ভাড়া দেয়া আছে। সিরামিক রোডের ১০তলা ভবনের বিষয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা হলে তারা বলেন, আজিজ আহমেদের এখানে বাড়ি আছে, এটা জানে না, এই এলাকার এমন কোনো মানুষ নেই। ২০১৮ সালে বাড়িটি নির্মাণের সময় তিনি নিজে এসে দেখভাল করতেন। প্রায় প্রতিদিন আসতেন। পাশের চা দোকানি আলামিন মিয়া বলেন, এই রোডে ১০ তলা একমাত্র বিলডিং আজিজ আহমেদের। সেনাপ্রধানের লাল বিলডিং বললেই যে কেউ দেখিয়ে দিবে। রিকশাওয়ালাকে বলতেই নিয়ে আসবে। এই রোডে তার আরও একটি প্লট আছে। সামনে গিয়ে দেখেন তার নাম লেখা সাইনবোর্ড ঝুলানো আছে। ওই সাইনবোর্ডে আরেকজন অফিসারের নামও আছে। মনে হয় শেয়ারে জমি কিনেছেন। মিরপুর ডিওএইচএসে আজিজ আহমেদের ১টি বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। রোড নং ১৩, প্লট নং ১৩২০, এভিনিউ-২, মিরপুর ঢাকা। ঢাকা সেনানিবাসে জেনারেল আজিজ আহমেদের একটি বিশাল বাংলোবাড়ি রয়েছে। হাউজ নং-০৩ (পথিকৃৎ) ঢাকা সেনানিবাস। এই বাড়িতে তিনি দেশি-বিদেশি নানা প্রজাতির পাখি পালন করেন। এ ছাড়া কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাবের পাশে নিকুঞ্জ-১ এর ৬ নম্বর রোডের মাথায় আজিজ আহমেদের একটি আলিশান বাড়ি রয়েছে। বাড়ি নং- জঈঋ৯+ঋ৫চ, বাড়ির নাম আজিজ রেসিডেন্স। মিরপুর সিরামিক গেইটে আজিজ আহমেদের টিনশেড বাড়ির পাশের ৩০ নং প্লটের মালিকানা নিয়েও স্থানীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ চলছে। মো. হোসেন ফারুক লিটন নামের এক ব্যক্তি বর্তমানে ওই জমির ভোগদখলে আছে। স্থানীয় এক ফার্মেসি দোকানি বলেন, এই জমি যার দখলে আছে সেই লিটন সাবেক সেনাপ্রধানের লোক। তার বলেই তিনি এই জমিতে আছেন। আজিজ আহমেদ মাঝেমধ্যে এখানে এসে জমির সামনে দাঁড়িয়ে লিটনের সঙ্গে কথা বলেন। তখন এলাকার কেউই এখানে আসার সাহস পান না।

পরিবারের সদস্যদের বাড়ি দখল

আদাবরের বাইতুল আমান হাউজিংয়ের ৮ নম্বর রোডের মাথায় জমি দখল করে বিলাসবহুল একটি ১০ তলা বাড়ি নির্মাণ করেছেন আজিজ আহমেদের ভাই জোসেফ আহমেদ। বাড়ি নং ৫৪/১৯ এ, ব্লক-১২। বাড়ির নাম মায়ের আঁচল। এ ছাড়া পাশেই আজিজের ভাতিজা আসিফ আহমেদেরও একটি বাড়ি রয়েছে। বাড়ি নং ৫৪/১৯ বি, ব্লক ১২। বাড়ির নাম ডায়মন্ড রিজেন্সি। বাড়িটি নির্মাণে প্রায় ৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এ ছাড়া আদাবর নবোদয় হাউজিংয়ের ৫ নং রোডের এ ব্লকে ৭ নং বাড়িটিও আজিজ আহমেদের ক্ষমতা ব্যবহার করে দখল করে নেন জোসেফ। পরে ওই বাড়িটি জোসেফের বোন জামাই নুরুল ইসলামকে দেয়া হয়। মাস চারেক আগে মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোডের ফিলবার্ড ক্যাবল অফিসের উলটো পাশে একটি টিনশেড বাড়ি দখলে নেন জোসেফ।

হারিছের হাউজিং দখল:

বাড্ডার সাতারকুলে মগারদিয়ার পূর্ব হাররদিয়া মৌজায় প্রায় ২৩৫ বিঘা জমি দখলে রয়েছে আজিজ আহমেদের ভাই হারিছ আহমেদ ও স্থানীয় এমপি'র ছেলে হেদায়েতউল্লাহ রন'র। আজিজ আহমেদ, শাহজাহান (যিনি আগে ওই জমির মালিক ছিলেন বলে অনেকের দাবি), হেদায়েতউল্লাহ রন ও হারিছ আহমেদের বৈঠকের একটি ছবিও প্রকাশ পায়। সরজমিন গিয়ে দেখা গেছে, বাড্ডা মডেল টাউনের ২৩৫ বিঘা জমির বড় বড় খণ্ডগুলোতে বিশাল বিশাল সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কালো রংয়ের সাইনবোর্ডে সাদা কালিতে লেখা রয়েছে এই সম্পত্তির মালিক হাসান হারিছ আহমেদ ও হেদায়েত উল্লাহ রন। পুরো প্রকল্প জুড়ে প্রায় ১৭টি সাইনবোর্ড দেখা গেছে। তবে সাইনবোর্ডে জমির পরিমাণ ও দাগ খতিয়ান কিছুই লেখা নেই। কিছু কিছু সাইনবোর্ডে আবার হারিছ আহমেদের সঙ্গে এপেক্স প্রপার্টিস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের নাম রয়েছে। স্থানীয় হালিম শেখ নামের এক ব্যক্তি বলেন, একজনের দখল করা জমি, আবার আরেকজন দখল করছে। এতে আমাদের কোনো লাভ-ক্ষতি হয়নি। প্রথমে শাহজাহান এক পাকি কিনে ১০ পাকি ভরাট করছে। তখন এলাকাবাসী বাধা দিয়েও কিছু করতে পারেনি। এখন তার দল ক্ষমতায় নেই তার জমিই অন্যরা দখল করে নিচ্ছে। এ ছাড়া হাজারীবাগ মডেল টাউনেও আজিজ আহমেদের ভাই হাসান হারিছ আহমেদ ও হেদায়েতউল্লাহ রন'র নামে ১১টি প্লট রয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে '২১ সাল পর্যন্ত তারা এই প্লটগুলো দখলে নেন। এ ছাড়া হেমায়েতপুর আলিপুর ব্রিজের পাশে মাকান রিভারভিউ হাউজিংয়ে হাসান হারিছ আহমেদ ও জোসেফের নামে ২১টি প্লট আছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

হ্যারিটেজ রিসোর্টে শেয়ার: আজিজ আহমেদের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন নরসিংদীর মাধবদী রাইনাদী দিঘিরপাড় আজিজ আহমেদের আংশিক শেয়ারে একটি রিসোর্ট রয়েছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওই রিসোর্টের নাম হ্যারিটেজ রিসোর্ট। এর মালিকানায় আছেন মিনহাজুর রহমান রাজু ভুঁইয়া। তিনি জেনারেল আজিজ আহমেদের ছোট ভাই জোসেফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ২০২০ সালে জেনারেল আজিজ আহমেদ ওই রিসোর্ট পরিদর্শনে যান। এমন বেশ কয়েকটি ছবিও মানবজমিনের হাতে রয়েছে। আজিজ তখন ঘুরে ঘুরে রিসোর্টের নির্মাণকাজের খুঁটিনাটি দেখেন। রিসোর্টের আশপাশের লোকজন বলেন, অনেকটা জোরজবরদস্তি করে পুলিশের ভয় দেখিয়ে রিসোর্টের জমি কিনে নেয়া হয়। এক বিঘা কিনে ৩ বিঘা ভরাট করা হয়। প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে এই রিসোর্ট। নির্মাণের সময় প্রায় প্রতিদিনই সেখানে পুলিশ পাহারা চলতো। মাঝেমধ্যে একটি বিশেষ বাহিনীর লোকজনকেও সেখানে যাতায়াত করতে দেখেছে এলাকাবাসী। তবে ওই রিসোর্টে আজিজ আহমেদের মালিকানার বিষয়ে দালিলিক কোন তথ্য মিলেনি।

প্রাপ্ত তথ্যের বিষয়ে জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদের বক্তব্য জানতে মোবাইল ফোনে দফায় দফায় কল দেয়া হলেও ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

বেনজীর-আজিজ আওয়ামী

লীগের কেউ নন : কাদের

এদিকে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ ও সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ আওয়ামী লীগের কেউ নন বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'বেনজীর ও আজিজ আওয়ামী লীগের কেউ নন। তাঁদের দুর্নীতির বিচার করার সৎ সাহস শেখ হাসিনার সরকারের আছে।'

গত মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক প্রতিনিধিসভায় ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বেনজীর আহমেদ আমাদের দলের লোক নয়। সিনিয়রিটি নিয়ে সে আইজিপি (ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ) হয়েছে। আজিজ আহমেদও আমাদের দলের লোক নয়।

সেনাপ্রধান হয়েছে নিজ যোগ্যতায় সিনিয়রিটি নিয়ে। আমরা তাকে বানাইনি। যখন কোনো অপরাধ করে সরকারের কাছে খবর আসে তার বিচার করার সৎ সাহস শেখ হাসিনার সরকারের আছে।'

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আওয়ামী লীগ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কাউকে পুলিশ, সেনা, র‍্যাব বা প্রশাসনের বড় পদে বসায়নি।

স্কীলড ওয়ার্কার ভিসা

টিয়ার ৩-আনস্কিলড ওয়ার্কারঃ আনস্কিলড লেবারদের সাময়িক ভিসার জন্য এই ভিসা পলিসি চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে আনস্কিলড ওয়ার্কার ভিসা পলিসি বন্ধ রয়েছে।

টিয়ার ৪-এডালট স্টুডেন্ট:

বিলেতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করতে আসবে, তাদের এই ভিসা দেয়া হয়ে থাকে।

টিয়ার ৫-টেম্পোরারি ওয়ার্কারঃ

বিলেতে সাময়িক সময়ের জন্য যারা চাকরি করতে আসে তাদের এই ভিসা দেয়া হয়ে থাকে। এই ভিসার মেয়াদ এক বছরের বেশি হয় না।

স্পাউস ভিসাঃ

বিলেতের কোনো নাগরিককে কোনো ব্যক্তি বিয়ে করলে। উক্ত স্বামী/স্ত্রীকে স্পাউস ভিসা দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়াই বিলেতে ইউকে ফ্যামেলি ভিসা ইইএ ফ্যামেলি পারমিট, ব্রিটিশ ন্যাশন অভারসিজ (বিএনও) ভিসা ইত্যাদি ভিসা পলিসি রয়েছে।

ভিসা হোলডারদের জন্য প্রপার্টি মর্গেজ :

বর্তমানে টিয়ার ১, টিয়ার ২, টিয়ার ৪ ভিসা হোলডারগণ কিছু শর্ত সাপেক্ষে বিলেতে মর্গেজ নিয়ে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি কিনতে পারবেন। ভিসা হোলডারদের জন্য মর্গেজ দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত সকল মর্গেজ ল্যান্ডাররা যে সব তথ্যাবলী জানতে চায়। ভিসা হোলডারকে অবশ্যই বিলেতে কমপক্ষে ৬ মাস বসবাস করতে হবে। মর্গেজ এর জন্য অ্যাপলিকেশন করার সময় ভ্যালিড ভিসা থাকতে হবে।

পার্মানেন্ট এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক থাকে হবে। প্রুফ অব ইনকাম হিসেবে বেশ কয়েক মাসের পে-স্লিপ থাকতে হবে। সেলফ এমপ্লয়েড হলে কমপক্ষে ২ বছরের ট্যাক্স ডকুমেন্ট থাকতে হবে।

লোন টু ভ্যালু সর্বোচ ৯০% : হাতে গোনা কিছু ল্যান্ডার টিয়ার ৪-এডালট স্টুডেন্টদের বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে রেসিডেন্সয়াল প্রপার্টির জন্য মর্গেজ দিয়ে থাকে। স্পাউস ভিসা হোলডারগণ তাদের পার্টনার (স্বামী/স্ত্রী) এর সাথে একত্রে মর্গেজ এর জন্য অ্যাপলিকেশন করতে পারবেন।

এছাড়াও ভিসা হোলডারদের মর্গেজ দেবার ক্ষেত্রে প্রতিটি ল্যান্ডারের নিজস্ব কিছু শর্তাবলি রয়েছে।

সাধারণত একজন মর্গেজ গ্রহীতা তার বার্ষিক আয়ের ৪.৫ গুন পাউন্ড ল্যান্ডরের নিকট হতে মর্গেজ হিসেবে পেতে পারে এবং এই নিয়মকে বলা হয় "লোন টু ইনকাম রেশিয়ো"। বর্তমানে বিলেতের কোনও কোনও জায়গায় এভারেজ প্রপার্টি মূল্য এভারেজ বার্ষিক আয়ের ৮ গুন থেকে ৯ গুন বেশি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একজন সম্ভাব্য ক্রেতাকে ডিপোজিটের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

এখন ভিসা হোলডারগণ মর্গেজ নিয়ে প্রপার্টি কিনতে চাইলে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ মর্গেজ এডভাইজার এর সাথে পরামর্শ করতে হবে। কারণ প্রপার্টি ক্রেতার সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মর্গেজ এডভাইজার তার ক্লায়েন্ট বা প্রপার্টি বায়ার এর জন্য সর্বোত্তম মর্গেজ প্রোডাক্টটি রেকমেন্ড করে থাকে।

প্রপার্টি মার্কেট এবং প্রপার্টি মর্গেজ সম্পর্কে আপনাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে বিনিকো ফাইন্যান্স এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ৬৫০ আসনই এখন শূন্য

আগাম জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দেন ঋষি সুনাক। এ নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়। প্রশ্ন উঠে, মেয়াদ শেষের আগেই কেন নির্বাচন চাইছেন সুনাক।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, জনপ্রিয়তা ক্রমেই কমতে থাকা, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসহ নানা চাপে ছিলেন সুনাক। তাই আগাম নির্বাচন করে পার পাইতে চাইছেন তিনি। এবারের নির্বাচনে চরম চ্যালেঞ্জ হতে পারে ক্ষমতাসীনদের। কেননা গত ২ মে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক ভরাডুবি হয় ঋষি সুনাকের কনজারভেটিভ পার্টির। এর ফলে রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরতে লেবার পার্টির আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।

সিলেটের ৮৩৫ গ্রামের ৭ লাখ মানুষ পানিবন্দি

মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। নগর ভবন সূত্র জানিয়েছে; বন্যার পানি উঠে যাওয়ায় নগরে ১৯টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ৫ হাজার মানুষ উঠেছেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন- সিলেটের চারটি পয়েন্টে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিলো। এরমধ্যে রয়েছে কানাইঘাটে সুরমা, জকিগঞ্জে অমলসীদ, বিয়ানীবাজারে শ্যাওলা ও ফেঞ্চুগঞ্জে কুশিয়ারা। ভারতের বরাক নদী দিয়ে সিলেটের প্রবেশমুখ অমলসীদ হয়ে পানি আসছে। আর শতকরা ৭০ শতাংশ পানি টানছে কুশিয়ারা নদী। এ কারণে কুশিয়ারা অববাহিকার তিনটি পয়েন্টে পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

সিলেট পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী দীপক রঞ্জন দাশ জানিয়েছেন- বৃষ্টিপাতের কারণে সিলেটের নদ-নদীর পানি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সিলেটে দু'টি নদীর চারটি পয়েন্টে পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। এখন গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ এলাকা দিয়ে পানি প্রবেশ করছে বলে জানান তিনি।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন- গোলাপগঞ্জের ৫টি ইউনিয়নে, বালাগঞ্জের চারটি, ওসমানীনগরের তিনটি ইউনিয়নে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এক সপ্তাহে উজানের ঢলের প্রথম ধাক্কায় পানি ঢুকেছিল হাওর ও খাল বিলে। এখন পানি বাড়ায় রাস্তাঘাট তলিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে বহু স্থানে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে দিকে ছুটছে মানুষ। জকিগঞ্জের নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষজন পানিবন্দি রয়েছে। তারা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন যাপন করছেন। বিয়ানীবাজারের ৬টি ইউনিয়নে পানি প্রবেশ করায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। ওসমানীনগরের সাদিপুর, পশ্চিম পৈলনপুর, উসমানপুরসহ কয়েকটি এলাকা নতুন করে প্লাবিত হয়েছে।

গত ৪ জুন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মো. আবু আহমদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন- ফ্লাস ফ্লাডে সিলেট প্লাবিত হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গতদের উদ্ধার, আশ্রয়কেন্দ্রে খাবার দেয়া হচ্ছে। এই ফ্লাড থেকে বাঁচতে নদী এলাকার বালু ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

এদিকে জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে; সিলেট জেলায় ৫৭১টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয় কেন্দ্রে ইতিমধ্যে ৬ হাজার ৫৬৮ জন বানবাসী মানুষ উঠেছেন। সিলেট সদর ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলার নিম্নাঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। এ ছাড়া নগরের ২৮টি ওয়ার্ডে পানি ঢুকেছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস মতে; সিলেট জেলায় আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গতকাল সকাল ৯টা পর্যন্ত ২৭ ঘন্টায় সিলেটে ৫৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সিলেট নগরের উপশহর এলাকা এখনো পানির নিচে। তার সঙ্গে প্লাবিত হয়েছে কুশিঘাট, মাছিমপুর, ছড়ারপাড়, কালিঘাট, কাজিরবাজার, শামীমবাবাদ, ঘাষিটুলা, বেতের বাজারসহ কয়েকটি এলাকা। সুরমার পানি উপচে এসব এলাকায় পানি ঢুকেছে। উপশহরের প্রধান সড়ক থেকে সোমবার রাতে পানি নেমেছে। তবে এখনো এ, বি, সি, ডি ও ই ব্লকের ভেতরে কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর সমান পানি রয়েছে। হাজারো বাসার নিচতলায় পানি উঠে যাওয়ায় এলাকা ছেড়ে নিরাপদে চলে গেছেন এসব বাসার বাসিন্দারা।

স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাসুম আহমদ জানিয়েছেন- উপশহরে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। যারা আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছেন তাদের মধ্যে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া যারা বাসাবাড়িতে পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছেন তাদের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল শুকুর আফসোস করে বলেন- নগরের উপশহর হচ্ছে অভিজাত এলাকা। এখানকার বাসার মালিকরা হচ্ছেন প্রবাসী। অথচ গত ৫-৬ বছর ধরে সুরমা উপচালেই উপশহর পানির নিচে তলিয়ে যায়। বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য বার বার দাবি জানানো হলেও নগর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। কবে এই উদ্যোগ নেয়া হবে সেটিও তারা কাউকে বলেন না। নগরের তালতলা এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন- সুরমার পানি উপচে প্রথমেই কাজিরবাজারের গরুর হাট পানিতে তলিয়ে যায়। এরপর সেই পানি ছড়া দিয়ে এসে তালতলায় প্রবেশ করে। এ এলাকার পানি একটু কমলে বৃষ্টির পানিতে আবার বেড়ে যায়। ফলে গত এক সপ্তাহ ধরে পানিবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন হাজারো মানুষ।

সিলেট সিটি করপোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা সাজলু লস্কর মানবজমিনকে জানিয়েছেন; বন্যার পানিতে সিলেট নগরের অর্ধেক এলাকা প্লাবিত হওয়ায় লন্ডনে অবস্থান করা মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী সফর সংক্ষিপ্ত করে সিলেট ফিরছেন। তিনি সিলেটে ফিরে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। এখন আমরা তার নির্দেশে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার কার্যক্রম চালাচ্ছি। তিনি জানান- সিলেট নগরে আশ্রয়কেন্দ্র ছিল ১৯টি। পানি কমে যাওয়ায় নগরের মধ্য এলাকার মানুষ বাড়ি ফিরছে। রাতে ও দুপুরে আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা মানুষদের রান্না করা খাবার দেয়া হয়েছে। বৃষ্টি না হলে উপশহরসহ কয়েকটি এলাকার পানি দ্রুত নেমে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এদিকে, সিলেটে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন নগরের সাবেক মেয়র ও বিএনপি'র চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী। সোমবার সকাল থেকে তিনি নগরীর উপশহর, সুবহানীঘাটসহ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেন। এসব এলাকায় তিনি বন্যার্ত মানুষের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করেন। গতকালও তিনি নগরের কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এ সময় আরিফুল হক চৌধুরী নগরবাসীকে ধৈর্য্য ধারণের আহ্বান জানিয়ে বলেন- বড় প্রকল্প ছাড়া নগরের এই দুর্দশা কাটানো সম্ভব নয়। নদী খনন করা ছাড়াও সুরমার তীরে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করলে নগর রক্ষা সম্ভব হবে।

একই ছাতার নিচে

মাসরুর।

তাসনিম আকুঞ্জী আজমল মাসরুরকে সমর্থনের কারণ উল্লেখ করে বলেন, তিনবার নির্বাচিত হয়েও এই আসনের মানুষের মনের ভাষা, চাওয়া-পাওয়া বুঝতে রোশনারা আলী শুধু ব্যর্থই হন নাই, কমিউনিটির মানুষের চাওয়া-পাওয়াকে কোনো মূল্যই দেন নাই। আমরা তার কাছে দাবি জানিয়েছি ফিলিস্তিনে সিজফায়ার করা হোক কিন্তু রোশনারা আমাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে পার্লামেন্টে সিজফায়ারের পক্ষে ভোট দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। রোশনারা ভোটের সময় নিজের ভুয়া পলিটিক্যাল চরিত্র নিয়ে কমিউনিটির সামনে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যা বলে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ভোট নেন কিন্তু পরের চার বছর জনগণের সাথে কোনো সম্পর্কই রাখেন না।

আকুঞ্জী তাঁর সমর্থকদের বলেন, প্রার্থী কে হয়েছেন সেটা নয়, আমরা সবাই মানবতার পক্ষে আমাদের ভাই আজমল মাসরুরকে ভোট দেব। আমরা সবাই এক। কারো চাপের কাছে মাথানত করবো না। এই আসনের জনগণ ফিলিস্তিনের মানুষের খুনিদের সাপোর্টারদের এইবার বিদায় জানাবেন।

'লেটস গেটস রোশনারা আউট' স্লোগান এবং কমিউনিটির মানুষের প্রত্যাশা পূরণের চেয়ে নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া রোশনারাকে আর জনগণ বিশ্বাস করবেন না জানিয়ে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ব্রডকাস্টার ও ইমাম আজমল মাসরুর তাসনিম আকুঞ্জী ও তাঁর সমর্থকদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, জনগণের স্বার্থ ও মানবতার পক্ষে আমরা ভাই ভাই। রোশনারার প্রতিটি কাজ আমাদের চোখের সামনে। তিনি মিথ্যাবাজি করছেন। তিনি প্রতিটি যুদ্ধে জনগণের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। মানুষ রোশনারাকে বুঝে গেছে। তিনি বেথনাল গ্রীণ এন্ড স্টেপনি আসনের জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি আপনাদের সন্তান, এখানেই আমি বড় হয়েছি, আমি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করিনি এবং আপনাদের কত ফিলিস্তিনের মানুষের অধিকার রক্ষায় মাঠে কাজ করেছি। আমাকে একবার নির্বাচিত করে দেখুন, আমি আপনাদের প্রতি অধিকার নিয়ে পার্লামেন্টে কথা বলবো।

ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি ডিগ্রি ফেরত দিলেন শহিদুল আলম

জানিয়েছেন শহিদুল আলম। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

বিবৃতিতে এই আলোকচিত্রী বলেছেন, শিক্ষার স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিশ্রুতিবদ্ধার কারণে তিনি ২০২২ সালের ৮ জুলাই এই সম্মানজনক ডিগ্রি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই অবস্থান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং ভাইস চ্যান্সেলর জেমস পুর্নওয়েলের বিচ্যুতি দেখে তিনি হতাশ হয়েছেন। জেমস পুর্নওয়েল একজন কট্টর ইহুদিবাদী বলেও আখ্যা দিয়েছেন শহিদুল ইসলাম।

শহিদুল আরও বলেছেন, গাজার প্রতি সংহতি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের আন্দোলন করতে দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। তবে তাঁদের প্রতিনিয়ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করা হচ্ছে।

শহিদুল জানিয়েছেন, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ করেছে, তাদের আটকে দেওয়া হচ্ছে, তাদের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে এবং তাদের অবজ্ঞা করা হচ্ছে। আর এসব কারণে 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি আর যুক্ত থাকতে পারবেন না' এবং এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এবং মিডিয়াকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি তার সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি ফেরত দেবেন। এ ছাড়া গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি জানাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এ বাংলাদেশি আলোকচিত্রী।

বৃটেনের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক
সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
প্রতি শুক্রবার সকল মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে গ্রোসারী শপে
বিজ্ঞাপনে বিশেষ অফার
যোগাযোগ করুন
07940 782 876, 020 3540 0942

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

সিলেটের ৮৩৫ গ্রামের ৭ লাখ মানুষ পানিবন্দি

সিলেট ডেস্ক, ৭ জুন ২০২৪ : সিলেটে দিন দিন পানিবন্দি মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। প্রশাসনের তথ্য মতে; জেলার ৮৩৫টি গ্রামের ৭ লাখের অধিক মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। প্লাবিত হয়েছে ১১টি উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। সুরমা অববাহিকতায় পানি কিছুটা কম বাড়লেও কুশিয়ারা অববাহিকায় পানি হু-হু করে বাড়ছে। জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজারের সঙ্গে গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগরে নতুন করে পানি ঢুকেছে। বৃষ্টি হলেই সিলেট নগরে পানি বাড়ে। নগরের অর্ধশতাধিক এলাকা পানি নিচে রয়েছে। এই অবস্থায় ছুটি সংক্ষিপ্ত করে আজ-কালের মধ্যে লন্ডন থেকে সিলেট আসছেন

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ৬৫০ আসনই এখন শূন্য

দেশ ডেস্ক, ৭ জুন ২০২৪: যুক্তরাজ্যে আগামী সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগে গত ৩০ মে বৃহস্পতিবার পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়া হয়েছে। নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের ৬৫০টি আসন বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শূন্য হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পাঁচ সপ্তাহের নির্বাচনী প্রচারণা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

২২ মে বিকালে লন্ডনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে হাজির হয়ে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। তিনি জানান, পরবর্তী নির্বাচন হবে ৪ জুলাই। যুক্তরাজ্যের বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আ গে

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিলেতে বাড়ি কেনা-বেচা

স্কীলড ওয়ার্কার ভিসা হোলডারদের জন্য মর্গেজ

মোস্তাফিজুর রহমান

প্রপার্টি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়াকে বলা হয় মর্গেজ। প্রপার্টি ক্রয়ের পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে মর্গেজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই মর্গেজ পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে আপনি কী ধরনের প্রপার্টি এবং কত দামের প্রপার্টি কিনতে পারবেন।

বিলেতে ভিসা হোলডারগণ মর্গেজ নিয়ে প্রপার্টি কিনতে পারবেন। ভিসা হোলডারদের জন্য মর্গেজ নিয়ে প্রপার্টি ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমরা বিলেতে বর্তমানে প্রচলিত কিছু ভিসা পলিসি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

টিয়ার ১-হাই ভ্যালু মাইগ্রেন্টঃ এই ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে হাই স্কিলড পারসন। যেমন- ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, অতি মেধাবী ব্যক্তি ইত্যাদি।

টিয়ার ২-স্কিলড ওয়ার্কারঃ এই ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে পেশাদার স্কিলড ব্যক্তি। যেমন- হেলথ এবং কেয়ার ওয়ার্কার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, আইটি প্রফেশনাল ইত্যাদি।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud | Published By: Reflect Media Ltd, 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP | Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876 | Email: info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk